বিনোদমালা

বিনোদমালা

গীতিকাব্য

শ্রীহরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

প্রণীত।

কলিকাতা; সাহিত্য যন্ত্র।

১৩০৫।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা; ৫০ নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, সাহিত্য যন্ত্রে শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ রায়
কর্ত্তৃক মুদ্রিত এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল
লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার, শ্রীসুশীলচন্দ্র নিয়োগীর
নিকট ও প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

বিজ্ঞাপন

বহুকাল পূর্ব্বে গ্রন্থকারের "বিনোদমালা" ও "দুখসঙ্গিনী" নামক দুইখানি গীতিকাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা কারণে, এতদিন উভয় গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ হয় নাই। এক্ষণে, "দুখসঙ্গিনী" ও "বিনোদমালা"র কতকগুলি কবিতা একত্র নিবদ্ধ ও সজ্জিত হইয়া "বিনোদমালা" নামে প্রকাশিত হইল। "বিনোদমালা"র বর্ত্তমান সংস্করণে অনেকগুলি নূতন কবিতা সন্নিবিষ্ট ও পূর্ব্ব-প্রকাশিত কবিতাগুলি পরিমার্জ্জিত হইয়াছে।

কবি বহুদিন নীরব ছিলেন, আবার বীণা বাঁধিয়াছেন; আশা করি, অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজ তাঁহার প্রবীণ বীণার আলাপে আনন্দিত হইবেন।

কলিকাতা;
৯ই আষাঢ়; ১৩০৫।

শ্রীসুরেশচন্দ্র শর্ম্মা।

সূচীপত্র

সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯	১৫	তূলিলে	তুলিলে
৫১	৮	সংসার-মায়ায়	সংসার মায়ায়
৫২	১০	কেনন	কেমন
৬২	৮	উজ্জ্বল-নিলয়	উজ্জ্বলতাময়
১০৫	৫	জীবন-সাগরে	প্রেম-সরোবরে
১০৯	১২	শশ্মানের	শ্মশানের
১৩৫	২	অকুল	অকূল
১৩৮	৯	সুমধুরময়	মধুরতাময়
১৫০	৫	আমোদিনী	আমেদিনী
১৫১	১২	মধুরময়	মাধুর্য্যময়
১৫২	১৮	তুমি	তুলি
১৫৩	৭	অনঙ্গ, আমোদে	অনঙ্গ-আমোদে
১৭০	১০	বাসন্তী অম্বর	বসন্ত-অম্বর
১৯৭	৭	প্রীতিময়ী	প্রীতিময়ি !

বিনোদমালা।

আক্ষেপ।

১

হায় পিতা পতিত-পাবন!
কেন নিরমিলে ধরা দুঃখের কানন;
তব সৃষ্ট জীবদলে, ভাসিতে নয়নজলে,
দেখিয়া কি হও নাথ আনন্দে মগন!

২

তুমি ইচ্ছাময় নাথ!
ইচ্ছায় সৃজিতে পার সুখের সদন!
তবে নাথ কেন হায়, কি বিষাদে পুনরায়,
করিলে এমন সৃষ্টি দুঃখের ভবন।

৩

ঘুষিতে মহিমা তব
দেখ নাথ হাসে ঊষা ত্রিদিব-সুন্দরী!
শ্রীঅঙ্গে কুসুম পরি, হেমথালা করে ধরি,
গলে মৃদু চারুতম লাবণ্যলহরী।

৪

তোমারি কৃপায় নাথ!
মন-বিনোদিনী সন্ধ্যা দেয় দরশন;
বিহঙ্গ কাকলি গায়, বহে সুরভিত বায়,
সুনীল নীলাম্বু-নীরে স্তিমিত তপন।

৫

নেহারি বরষাকালে,
প্রকৃতির শ্যাম শোভা প্রফুল্ল সজল,
চমকি রতন ভাসে, চপলা চঞ্চলা হাসে,
তরু লতা ফলে ফুলে হাসে ধরাতল।

৬

তোমারি কৃপায় হেরি—
উজলিয়া নিরমল সুনীল গগন,
সুখদ শরত কালে, ভূষিত তারকাজালে,
রজত-নবেন্দু-ছটা নয়ন-নন্দন।

৭

আবার বসন্ত কালে,
বিকসিত ফুলজালে কানন-বল্লরী,
কুসুমকানন হাসে, নব শোভা পরকাশে,
কোকিল-কাকলি বনে—অমৃত-লহরী।

৮

তোমার ইচ্ছায় নাথ!
ফুটে নলিনীর দাম মৃণালিনী বনে,
সরসীর শ্যাম-কোলে, মৃদুল অনিলে দোলে,
আবার সন্ধ্যায় কাঁদে মরিয়া মরমে।

৯

তোমার ইচ্ছায় নাথ!
অনন্ত অসীম এই ভুবনমণ্ডল,
সহ জীব জন্তুগণ, ফিরিতেছে অনুক্ষণ,
তোমারি ইচ্ছায় পুনঃ যাবে রসাতল।

১০

অনন্ত অচিন্ত্য তুমি,
তব ইচ্ছাধীন এই বিশ্ব চরাচর,
সৃজন পালন তুমি, আজি এই ভবভূমি,
তোমারি ইচ্ছায় নাথ দুঃখের আকর!

১১

তব ইচ্ছা হলে নাথ!
হইত এ ভূমণ্ডল চিরসুখময়,
অশ্রুজল হাহাকার রব উঠি অনিবার
কলুষিত করিত না গগননিলয়।

১২

হায় এই ভূমণ্ডলে,
কেহ বসি যামিনীতে তরুর তলায়,
বসুমতী জননীরে ভিজায় নয়ন-নীরে,
তাপিত কাতর প্রাণ দুঃখের জ্বালায়।

১৩

কত শত হতভাগা
নিরন্তর পরিশ্রমি বিদগ্ধ জীবনে,
বিশুষ্ক মলিন মুখ, দুঃখে বিদরিছে বুক,
ভাবিতেছে দুঃখ—বদ্ধ অদৃষ্টবন্ধনে।

১৪

কৃতান্ত পীড়নে কেহ—
কাঁদিছে স্মরণ করি প্রিয়ার বদন,
সেই প্রেমময়ী কথা, প্রণয়-শিকলে গাঁথা,
বিদায়ে সজল আঁখি—মিলনে চুম্বন।

১৫

কত শত অভাগিনী
পতির বিরহ চির করিয়া স্মরণ,
ভুবন প্লাবিত করে, কাঁদিছে করুণ স্বরে,
নন্দনের পারিজাত মলিন-বরণ!

১৬

আবার কোথাও মরি
কাঁদিতেছে পাগলিনী অভাগী জননী,
এলোথেলো বেশ হায়, ধূলি-ধূসরিত কায়,
হারাইয়া প্রিয়তম নয়নের মণি !

১৭

দুঃখময় পৃথ্বী নাথ !
যোগীন্দ্র-চিন্ময় কিবা রাজরাজেশ্বর,
কিবা রাজপ্রণয়িনী, কিবা পথকাঙ্গালিনী,
কিবা কুলবধূ—নব কুসুমের থর—

১৮

সকলে সমান দুঃখী,
কেহ কাঁদে বসি রত্ন-হৈম-সিংহাসনে,
কেহ বা ধরণীতলে, প্রাণের জ্বালায় জ্বলে,
কাঁদিতেছে অবিরল মৃত্তিকা-শয়নে।

১৯

দুঃখময় ধরাতল !
দুঃখের মানব-জন্ম সংসার-মায়ায়—
বাঁধা আছে নিরন্তর, আজীবন দুঃখকর,
বিদ্যুৎ-প্রতিম সুখ অচিরে লুকায়।

২০

সেই সুখবিন্দু হায়!
আঁধার আকাশে যেন স্থির সৌদামিনী,
পরিমল-সমাকুল, প্রান্তরে বসন্ত-ফুল,
মরুভূমে নিরমল সুধাতরঙ্গিণী।

২১

সেই সুখ-সুধাবিন্দু,
যেই সুধা নিরমল অমর-বাঞ্ছিত,
যেই সুধা অনুক্ষণ, ধরাতল-আকিঞ্চন,
তোমার চরণে সুধু আছে বিরাজিত।

২২

সেই সুখী ধরাতলে,
মনের নয়নে খুলি হৃদয়ের দ্বার,
যে জন ভকতি-ভরে, ডাকিয়া কাতর স্বরে,
তোমার চরণ-পদ্ম দেখে অনিবার!

২৩

সেই পদ্ম পরিমল!
তোমার পবিত্র প্রেম—অমূল্য রতন,
করি যারে পরশন, পবিত্র মানব মন,
দুঃখের জনমে থাকে সুখে নিমগন।

২৪

তুমি সেই দয়াময়!
মানব চরম সৃষ্টি করিয়া সৃজন,
দহিবারে প্রাণিগণে, দুর্নিবার হুতাশনে,
পাপের অনল তায় করিলে মিশ্রণ।

২৫

তুমি ইচ্ছাময় নাথ!
তোমারি সৃজিত এই সুনীল গগন,
শোভাময়ী বসুন্ধরা, মানবের মনোহরা,
তারাকিরীটিনী নিশি তোমারি সৃজন।

২৬

হায় এই ধরাতল!—
রজতের হার যার শ্যামল গলায়,
হ'ত কত মনোহর, হ'ত কত সুখকর,
কাঁদিতে না হ'ত যদি দুঃখের জ্বালায়।

২৭

তাহাতে বাঙ্গালী-জন্ম,
দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা আছে চিরদিন;
ভীম দুঃখ-পারাবার, উচ্ছ্বসিছে অনিবার,
দুঃখেতে কাঁদিয়া প্রাণ হইবে বিলীন।

—

অমৃতে গরল।

১

এত দিনে বুঝি সখি ফুরাল প্রণয় রে!
এ প্রাণের সাধ যত,
ফুরাইল অবিরত,
এত দিনে আজি প্রিয়ে আঁধার হৃদয় রে!
নিরমল সুধাময়,
কোথা আজি সে প্রণয়,
শূন্যময় দেখ অই প্রেমের আলয় রে!

২

কি কহিব প্রাণময়ি হৃদয়ের যাতনা!
জুড়াইতে দেশান্তর
ভ্রমিতেছি নিরন্তর,
কাঁদে প্রাণ দিবানিশি আর চিতে সয় না!
প্রাণবায়ু হুহু করে,
বহিতেছে অকাতরে,
হৃদয়পিঞ্জর ছেড়ে তবু যেতে চায় না!

৩

কোথা আজি সেই দিন বল প্রেম-পুতলি ?
প্রথম কুসুমকলি,
যুগল হৃদয়ে খুলি,
ফুটেছে ;—নবীন মধু পড়িতেছে উথলি’।
প্রণয়ের শতদল,
প্রস্ফুটিত অবিরল,
ঝরিতেছে পরিমল এ পরাণ আকুলি’।

৪

এই কি জীবন-ময়ি ছিল মম কপালে ?
প্রণয়ের পারাবার,
উচ্ছ্বসিত অনিবার,
কেন আজি প্রিয়তমে শুকাইল অকালে ?
নয়ন তিমিরে ভরি,
সম্মিলন-সুখ হরি,
হে বিধাতঃ কোন্ পাপে অকরুণে কাঁদালে ?

৫

দুঃখের তরঙ্গ প্রিয়ে কেন প্রাণে তুলিলে ?
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ,
করি সুখ অবসান,

হৃদয় কাননে কেন প্রেমলতা ছিঁড়িলে ?
সে উন্মাদ ভালবাসা,
সেই উচ্ছ্বসিত আশা,
সে প্রেমমমতারাশি সব আজি ভুলিলে ?
ভুলে গেলে সে প্রণয়,
অমল অমৃতময়,
দারুণ বিচ্ছেদ-রেখা হৃদয়েতে রাখিলে ?

৬

তুমি ত ভুলিলে প্রিয়ে আমি কি তা পারিব
যত দিন তিন বেলা,
সংসারে করিবে খেলা,
ততদিন দিবানিশি আঁখি-নীরে ভাসিব ;
ততদিন প্রাণেশ্বরি !
থাকিব মরমে মরি,
হৃদয়-ভাণ্ডার-মাঝে স্বধু দুঃখ ভরিব।

৭

কত সুখে ছিনু দোঁহে প্রণয়ের মিলনে,
যেন রে কুসুম দুটি,
এক বৃন্তে আছে ফুটি,
সরস মধুর মাসে নিরজনে কাননে।

উন্মত্ত যুগল মন,
একমনে সম্মিলন,
মধুর প্রণয়সুখে বিমোহিত দু'জনে।
পরশি' প্রণয়সুখ,
আনন্দে নাচিত বুক,
প্রেম-প্রবাহিনী-নীর ছুটিত এ মরমে,
কত সুখ হত হায়,
যবে প্রেমপ্রতিমায়
হৃদয়-আসনে রাখি, দেখিতাম নয়নে।
সেই মুখ-শশধর,
বর অঙ্গ মনোহর,
অধর-জড়িত হাসি নিরুপম ভুবনে।

৮

প্রেয়সি!—
যখন তোমারে ধরে,
প্রণয়ে চুম্বন করে,
রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষঃস্থলে রে;
যবে করে কর ধরি,
কহিতাম প্রাণেশ্বরি!
আমার মতন সুখী নাহি ধরাতলে রে,

তখন জানিনি হায়,
প্রণয় যে বিষময়,
প্রণয়-অমৃত সাথে আছে হলাহল রে!

৯

কি কহিব প্রাণেশ্বরি! মরমের যাতনা,
পুড়িয়াছে যেই জনে,
এই কাল হুতাশনে,
সেই ভিন্ন ত্রিভুবনে আর কেহ জানে না
নশ্বর জীবন যাবে,
সেই দিন এ ফুরাবে,
জীবন থাকিতে প্রিয়ে এই জ্বালা যাবে ন

১০

প্রেয়সি!—
তোমার বিহনে আজি এ জীবন যায় রে
হৃদয়ে জ্বলন্তানল,
জ্বলিতেছে অবিরল,
চন্দ্রের কলার মত ক্রমে বৃদ্ধি পায় রে!
যদি প্রিয়ে পারিতাম,
বুক চিরে দেখাতাম,
আমার হৃদয় মাঝে কি করে সদাই রে!

১১

একদিন—প্রিয়তমে! আছে কি তা স্মরণে?
নব শরতের শশী,
নবজলধরে বসি,
শোভে যবে নীলীময় শরদিজ গগনে—
ধরি বন-কামিনীরে,
প্রেমভরে ধীরে ধীরে,
ধরিয়া কুসুমদাম নাচাইছে পবনে;
নীরব নিদ্রিত ধরা,
হৃদয় আনন্দে ভরা,
চন্দ্রালোকে সৌধ-শিরে বসি সুখে দুজনে,
নেহারি নয়ন ভরে,
বিভাসিয়া বিম্বাধরে—
প্রস্ফুটিত ভালবাসা, মুখ-ইন্দু-কিরণে।
সেই শোভা মনোরম,
হেরিয়া গলিল মন,
হাসিল প্রেমের লতা হৃদয়ের উপরে;
ত্রিদিব কুসুম শত,
সে আনন্দে অবিরত,
উছলি নন্দনামৃত বিকসিল অন্তরে।

১২

সেই ভালবাসা আজি এত দিনে ফুরাল!
জীবন-কাননে মম,
যেই ফুল নিরুপম,
ফুটেছিল, প্রিয়তমে, এত দিনে শুকাল!
আশার হইল লয়,
শূন্যময় এ হৃদয়,
অতৃপ্ত বাসনা যত হৃদয়েতে রহিল।

১৩

জুড়াতে জ্বলন্ত জ্বালা! একবার আয় রে;
এস এস প্রেমময়ি,
আমার প্রাণের সই,
এসে দেখ কি কারণে এ জীবন যায় রে;
বিকসিত মুখখানি,
হৃদয়ে স্মরিয়া আমি
চলিলাম, মনে রেখ জনম বিদায় রে!

১৪

প্রণয় বন্ধন ধরি,
মমতা স্মরণ করি,

তুষিতে তাপিত প্রাণ বারেক কি আসিবে?
সেই সুখ সেই দিন,
মরমে মরম লীন,
সে প্রাণের ভালবাসা মনেতে কি পড়িবে?
হেরিব কি সেই শশী,
আবার গগনে বসি,
অমিয় বিতরি প্রাণ সুশীতল করিবে?

১৫

আর কি জীবনময়ি দেখিব এ জনমে!
বিষণ্ণ হৃদয়ে মম,
করি সুখ বিকীরণ,
প্রীতি-হাসি ভাসে তব প্রেমমাখা বদনে।
হৃদয়-বীণার তার,
বাজিবে কি বল আর,
সেই কল প্রেমগানে জুড়াইয়া জীবনে?

১৬

এই জনমের তরে সকলি ত ফুরাল;
আবরি রবির কর,
দেখ কাল জলধর,
প্রভাত-আকাশ আসি ধীরে ধীরে ঘেরিল।

যৌবন কুসুমময়,
জীবন হতেছে লয়,
পার্থিব পিঞ্জর ত্যজি প্রাণ-পাখী উড়িল;
থাক তুমি প্রিয়তমে,
আমি যেন থাকি মনে,
এ মিনতি,—তবে পুনঃ কেন আঁখি ঝরিল?

১৭

আবার নয়নে কেন,
উথলিল নীর হেন,
শোকের প্রবাহ বহি জীবন ভাসায় রে;
কেন এ আকুল প্রাণ,
কাঁদিতেছে অবিরাম,
কাঁদিছে জীবন বুঝি সংসার-মায়ায় রে!

১৮

আর কি আছে লো সই,
জীবনের সাধ যত সকলি ত মিটেছে,
কিবা সাধ আছে আর
হৃদয়ে, যা পুনর্ব্বার
চাহিব তোমার কাছে, সব সাধ ঘুচেছে;

আর কিছু নাহি চাই,
একবার দেখে যাই,
সেই হাসি হাস প্রিয়ে ত্রিভুবন-মোহিনি,
সরল কৌমার হাসি,
সরলতা পরকাশি
সরল সৌন্দর্য্যময় প্রাণমনতোষিণি।

১৯

কৌমারপ্রতিমা সেই মৃদু নব মাধুরী।
লাজে মাখা দু'নয়ান,
চঞ্চল কোমল প্রাণ,
পড়েছে চিকুরদাম বদনের উপরি।
কখন নয়নজল,
ভাসাইছে বক্ষঃস্থল,
কখন উছলে প্রাণে আনন্দের লহরী ;
কখন বিরহ গায়,
সোহাগ ঝঙ্কার তায়,
মিলন-সঙ্গীত কভু মনোদুঃখ পাসরি।

২০

প্রণয়বিরহে জ্বলি,
যখন যাইব চলি,

অনন্ত সুখের ধাম পরমার্থ ভুবনে ;
তখন আসিয়া প্রিয়ে,
মৃতকায়া বুকে নিয়ে,
মধুময়ী প্রেমকথা শুনাইও শ্রবণে।
ভাসিয়া আঁখির নীরে,
মুখশশী ধীরে ধীরে,
বাঁধিয়া মৃণালভুজে রেখ মম বদনে ;
অধর অমৃতালয়,
সঞ্জীবনীসুধাময়,
সেই সুধা-পরশনে বাঁচাইও জীবনে !
প্রেয়সি !
দাও লো বিদায় যাই জনমের মতনে।

তরু।

১

আহা কি সুন্দর সাজ
পরিয়াছ তরুরাজ,
নিরুপম শোভাময় মন প্রাণ হরে ;
ব্রততী তোমার দেহ প্রেমভরে ধরে।
প্রভাতে ভানুর কর,
পড়ে যবে দেহোপর,
তখন কিরূপ তুমি হও সুশোভিত—
তোমার বরাঙ্গ যেন কাঞ্চনে রঞ্জিত!
সমীর সোহাগ করি,
পতত্রী যতনে ধরি,
যখন শ্যামল দেহ আন্দোলিত করে ;
তব চারু কলেবর অমনি শিহরে।

২

বনসুশোভিনী লতা,
জড়াইয়া বাহুলতা,
বাঁধে তোমা তরুনাথ সুপ্রফুল্ল মনে ;
বাঁধে পতি-প্রাণা যথা প্রণয়ি-রতনে।

যখন কুসুম হায়,
তব অঙ্গে শোভা পায়,
কি শোভায় তব দেহ তখন শোভিত—
তোমার বসন যেন কুসুমে খচিত।
যখন কুসুমগণ,
খুলি মুখ-আবরণ,
শ্রীঅঙ্গে সৌরভরাশি করে বিতরণ,
তখন কি সুখে তুমি থাক নিমগন?

৩

যামিনী পোহায়ে গেলে,
সুখময়ী ঊষা এলে,
বরাঙ্গিনী কুল-বালা আসি তব তলে,
বাড়াইয়া সুকোমল সুবাহু যুগলে,
যখন কুসুমচয়,
চয়ন করিয়া লয়,
তখন তোমার দেহ পুলকে শিহরে;
তুষ্ট কর বামাদলে প্রসূন-আসারে।
ভূষণ-শিঞ্জিতে মন
রঞ্জে যবে অনুক্ষণ,

কোমল নিটোল ভুজ তুলিয়া যতনে,
তখন কি সুখ তরু হয় তব মনে ?

৪

রবি অস্ত গেলে পর,
কমনীয় মনোহর,
জলদে রজত শশী দেখা দেয় যবে—
তখন কি শোভা হয় তোমার পল্লবে ?
তোমার শিখর পরে,
শশীর কিরণ-থরে,
যামিনী-নীহার শোভে মুকুতার প্রায়—
মণিময় মালা যেন তোমার গলায়।
আলোক-বসন পরি,
ঊষা দেখা দিলে মরি,
হেরি সে মুকুতাগুলি জ্যোতির্ম্ময়কায়,
বসুমতী মালা গাঁথি পরে পুনরায়।

৫

আসিয়া শিশির শেষে,
তোমার শাখাতে বসে,
কোকিল কুহরে যবে সুপঞ্চম স্বরে,
তখন কি সুখ হয় তোমার অন্তরে ;

ঋতুনাথ এলে পরে,
অতুল আনন্দ ভরে,
মরি কি সুন্দর সাজে সাজ তরুবর,
নবীন পল্লব শোভে শাখার উপর ;
কুসুমমঞ্জরী পরি,
বনবধূ কোলে করি,
বিরাজ বিপিন মাঝে সানন্দ অন্তরে,
মৃদুল মলয় আসি আলিঙ্গন করে ;

৬

আহা কি সুন্দর সাজ,
পরিয়াছ তরুরাজ,
নিরুপম শোভাময় মন প্রাণ হরে ;
ব্রততী তোমার অঙ্গ প্রেমভরে ধরে।
নিশীথে শশীর কর,
পড়ে যবে দেহোপর,
তখন কিরূপ তুমি হও সুশোভিত—
তোমার বরাঙ্গ যেন রজত-রঞ্জিত।
সমীর সোহাগ করি,
পতত্রী যতনে ধরি,
যবে সুশ্যামল তনু আন্দোলিত করে,
তব চারু কলেবর অমনি শিহরে !

পূর্ব্বস্মৃতি।

১

জীবন-সরসে তুমি কেন আজি নলিনী
ফুটিলে,—ছুটালে প্রাণে দুঃখের লহরী?
মলিন বদনখানি,
সেই সুকোমল পাণি,
আবার পড়িল মনে নয়ন-শফরী!

২

সেই সুমধুর স্বর প্রণয়পূরিত,
কোকিল-কাকলি যথা নিকুঞ্জ-সদনে;
অধরে সরল হাসি,
বিনোদ সৌন্দর্য্যরাশি,
স্ফুট পঙ্কজিনী কিংবা দিনেশ-চুম্বনে।

৩

সুবিস্মিত আজি সেই স্মৃতির দর্শনে,
মরমের অনুরাগ নয়নে নয়নে;
গত চিত্র মধুময়,
সকলি স্মরণ হয়,
সেই উচ্ছ্বসিত নদী পড়িতেছে মনে।

৪

সেই দিন বিষাদিনি কোথায় এখন!
সকলি গিয়াছে চলি আসিবে না আর!
কেবল নয়ন-জল,
ঝরিতেছে অবিরল,
মরমের বেদনায় কাঁদি অনিবার।

৫

সকলি ডুবিয়া গেছে কালের সাগরে,
কেবল জীবন আছে নিদর্শন তার;
সেই গৃহ গৃহ-শির,
সেই শোভা যামিনীর,
অঙ্কিত স্মৃতির পটে দেখ অনিবার।

৬

এলে মধুমতী নিশি প্রণয়-দায়িনী,
অনাবৃত দেহে তুমি বসিয়া বিরলে—
কোমল কুসুম-হার,
গাঁথিবে না কভু আর,
উল্লাসে প্রাণের সাধে পরিতে ও গলে।

৭

এত দিন পরে রুদ্ধ প্রাণের অর্গল!
অবাধে খুলিল দেখ স্মৃতির দুয়ার!
　　শৈশব-কাহিনী যত,
　　গত দিন অবিরত,
সেই ভালবাসা মনে পড়িল আবার!

৮

সেই দিন গত দূর স্বপনের প্রায়!
সুখের শৈশব সেই আছে কি স্মরণ?
　　শৈশবের সেই খেলা,
　　নন্দনে আনন্দ-মেলা,
সরলতা প্রীতিহার অন্তরে বন্ধন।

৯

কত সরলতাময় হৃদয় তখন,
ভুজঙ্গের বিষ-জ্বালা ছিল না মরমে;
　　শৈশব-প্রমোদে মন,
　　রত ছিল অনুক্ষণ,
পাইতাম কত সুখ সরল মিলনে।

১০

বিকচিত রূপকান্তি ঊষার বদনে,—
যেমতি চপলে হয় ক্ষণ-বিস্ফুরণ,
অচির সুখের কালে,
আলোকে আঁধার-জালে,
শৈশবের যবনিকা হইল পতন।

১১

যৌবনসঞ্চার সেই নব বিকচিত,
অন্তর কোমলতর কুসুমের প্রায়;
মাখিয়া মন্দার-বাস,
বহে যায় প্রতি শ্বাস,
শৈশবের সে আনন্দ নিভৃতে লুকায়!

১২

ফুটিল বিকচ শোভা বিষণ্ন বদনে,—
কিবা সে জলদে শশী রজত প্রপাতে
কিবা সে বসন্তলতা,
ফুলজালে অবনতা;
সশৈবাল নলিনীর কি শোভা প্রভাতে

১৩

বিষণ্ণ বদনে মৃদু বিষাদের হাসি ;
জড়িত চিকুরদাম কত অযতনে ;
বিষণ্ণ বাসনা-ভরে,
বর অঙ্গ খেলা করে,
নীলোৎপলদাম যেন সন্ধ্যা-সমীরণে।

১৪

অপূর্ব্ব বিষাদময়ী শোভা সুকুমার,—
বিনোদ সলাজে মাখা পূর্ণ কলেবর ;
বিষণ্ণতা মাখি যেন,
গঠিল বিধাতা হেন,
বিষণ্ণের চারু ছবি শোভার আকর।

১৫

জগতে সুখের সাধ ঘুচিল কৌমারে,
মলিন বিষণ্ণ বেশ ধরিলে যৌবনে
পরিয়া ধবল বাসে,
মল্লিকা যূথিকা হাসে,—
ধবল-কুসুম-শোভা অতুল্য ভুবনে।

১৬

সে বিষণ্ণ ছবি ছিল কত মনোরম,
এ বিষণ্ণ শোভা মরি কত বিমলিন;
কষিত কাঞ্চনে আজি,
পড়েছে কলঙ্করাজি,
আবরিত কালিমায় নয়ন-নলিন!

১৭

তখন বিষাদময় আঁধার অম্বরে
তড়িতের হেমরেখা খেলিত চঞ্চল—
সে তড়িত লতিকায়,
কে ফেলি ছিঁড়িল হায়,
কে ঢাকিল আনি চির জলধর-দল।

১৮

যার তরে বিযাদিনি বিষণ্ণ অধরে,
বিষাদেও তুলেছিলে হাসি মনোরম;
কোথা গেল সেই হাসি,
বিষাদের সুখরাশি,
কে আজি নির্দ্দয় প্রাণে করিল হরণ!

১৯

সেই গিয়াছিনু চলি কত দূরান্তরে
প্রতিমা বিষাদময়ী লইয়া হৃদয়ে ;
কত আশা ছিল মনে,
ফিরি পুনঃ নিকেতনে,
দেখিব আনন্দ-হাসি ও মুখ-নিলয়ে—

২০

কিন্তু সেই আশা আজি নিশার স্বপন !
বিষণ্ণ কমল সেই আছে অবিকল ;
বিষণ্ণ অধরোপরে,
বিষাদের স্মিত ঝরে,
বিষণ্ণ মলিন মুখ তেমতি সজল !

২১

দুরদৃষ্ট-বশে হায় আর এ জনমে
বিষণ্ণতা কোন দিন ঘুচিবে না আর ;
ওই বিষণ্ণতাময়,
দেখিয়া সুষমাচয়,
সেই দিন মনে আজি হয় অনিবার !

২২

যেই দিনে বিষাদিনি! বিষণ্ণ বদনে
অবাকে বসিয়া সেই প্রাসাদশিখরে,
নিরখি নয়ন ভরে,
কি সুচারু শোভা ধরে,
ডুবিছে রক্তিম রবি অন্তিম ভূধরে।

২৩

রক্ততরঙ্গিণীময় অনন্ত আকাশ,
অস্তাচল সুশোভিত রবির কিরণে;
জ্বলিছে নীরদমালা,
যেন কাঞ্চনের থালা—
থুয়েছে প্রকৃতি সতী অম্বরে যতনে।

২৪

দূরে পুণ্যনীরময়ী গিরিজা জাহ্নবী
গাইছে প্রণয়গীত বিরহ-উচ্ছ্বাসে;
রজত লহরীগণ,
শ্যাম অঙ্গে অনুক্ষণ,
নাচিতেছে মৃদু মন্দ সায়াহ্ন-বাতাসে।

২৫

চুম্বিয়া প্রসূনবনে কুসুম-আনন,
বহিতেছে সুকোমল সান্ধ্য-সমীরণে;
কূজনি বিহঙ্গদলে,
মধুর অস্ফুট কলে,
সন্ধ্যার সঙ্গীত গায় কাননে কাননে।

২৬

সকলি আনন্দময় অস্ফুট সন্ধ্যায়—
অস্ফুট তিমিরজালে ভূষিত ভুবন;
পূর্ব্ব দিকে নীলাম্বরে,
বসাইতে শশধরে,
সাজায় যামিনী সুধু রজত আসন।

২৭

এ হেন সন্ধ্যায় সেই নীরবে বিরলে
দাঁড়াইয়া অনিমিষ তুমি বিষাদিনী;
যেন আসি বনফণী,
খুলিয়া রেখেছে মণি,
বিনা মেঘে স্থির কিংবা চল-সৌদামিনী।

২৮

সেই দিন প্রিয়তমে ভুলিব কি হায়!
ভুলিব কি সেই ছবি বিষাদমণ্ডিত—
সেই বিষাদিনী-বেশ—
নাহি প্রফুল্লতালেশ,
হৃদয়ের পটে চির থাকিবে অঙ্কিত।

২৯

সপ্তমীর শশিনিভ বিস্তৃত ললাটে,
কুঞ্চিত চাঁচর কেশ মরি কি সুন্দর!
মৃদু সমীরণ ভরে,
বাল-ফণী খেলা করে,
কাদম্বিনী মাখি হাসে অৰ্দ্ধ-শশধর।

৩০

মনে হল যেন সেই নিশীথ সময়ে
হৃদয়ে নন্দন-স্বপ্ন হইল সঞ্চার;
চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কর,
হ'ল আরো স্নিগ্ধতর,
ঝরিল সঙ্গীত-মধু কণ্ঠে অপ্সরার!

৩১

ত্রিদিবের সেই স্বপ্ন দেখিব না আর,
সে উচ্ছ্বাস বিষাদিনি দেখ অবসান;
দেখ সে প্রাণের তারে,
শ্লথ হয়ে কত ভারে,
বিষাদের কি সঙ্গীত বাজে অবিরাম।

৩২

উজলি অম্বর নীল সোনার ছটায়,
সাজিলে সোনার শশী সোনার গগনে,—
হাসিত ভুবন মরি!
নাচাইত রঙ্গ করি,—
জলে জলমোহিনীরে মধুর কিরণে।

৩৩

কাননে কুসুমকলি মাখিয়া মালতী,
মরুতের পরশনে ফুটিত সুন্দরী;
এ সময় সুলোচনে,
প্রতিদিন পড়ে মনে,
ফুটিতে কুসুমরূপে তুমি ফুলেশ্বরী।

৩৪

ওই দেখ সেই শশী সোনার গগনে
বসিয়া সোনার জলে জগত হাসায়;
সেই কুসুমের রাশি,
সমীরে ফুটিছে হাসি,
চন্দ্রকরে সেই গঙ্গা প্রবাহিয়া যায়।

৩৫

সকলি সমান আছে নহেক অন্তর,—
যামিনীর সেই শোভা দেখ বিদ্যমান;
কিন্তু আজি শশধরে,
অমৃত নাহিক ঝরে,
বিষে মাখা জ্যোৎস্নাময়ী-যামিনী-বয়ান

৩৬

যে আঘাত পশিল এ প্রাণের ভিতরে,
সেই চিহ্ন কোন দিন যাইবে না আর;
সেই আঘাতিত প্রাণ
জুড়াইতে অবিরাম,
কোথা গিয়াছিনু পড়ি ভাব একবার।

৩৭

কত দেশ কত নদী অতিক্রম করি
গিয়াছিনু সেই দূর পর্ব্বতের ধারে ;
হৃদয়ের পট হতে,
যদি পুনঃ কোন মতে,
বিষাদের কাল রেখা পারি মুছিবারে।

৩৮

দেখিলাম এলাইয়া পর্ব্বতের কোলে
পড়িয়াছে বিবসনা প্রকৃতি সুন্দরী,—
বিরলে সে কুঞ্জ মাঝে
সাজি বন ফুল-সাজে
প্রকৃতির নগ্নরূপ কত মুগ্ধকরী !

৩৯

দেখা দিলে চারু সন্ধ্যা যাইতাম ধীরে—
প্রকৃতির বাস-ভূমি ভূধরশিখরে ;
বসিতাম নিরাসনে,
দেখিতাম দু' নয়নে,
বনের তরুণ শোভা মন প্রাণ হরে।

৪০

অস্ত যেত দিনমণি সজ্জিত অম্বরে
নাচায়ে সোনার জল হ্রদের উপরে,
ঝলমলি ধীরে ধীরে,
নবদল্ তরু-শিরে,
শেষে চুম্বি নলিনীর মলিন অধরে।

৪১

ভূধরশিখরে বসি তরুর তলায়,
উঠিত প্রাণের মাঝে কত যে ভাবনা—
সেই দিন, সেই ক্ষণ,
সেই চন্দ্র মনোরম,
দারুণ গভীর সেই—মরমবেদনা।

৪২

দেখিতাম, দূর বনে কুরঙ্গের সনে
খেলাইত কুরঙ্গিনী চকিত নয়নে,—
চাহিত চঞ্চল প্রাণে
কুরঙ্গ-বদন পানে,
দেখাইত কত সুখ আরণ্য-মিলনে।

৪৩

বিচরি পর্ব্বতে বনে প্রকৃতির সনে,
যেই দিন ভুলিবারে নাহি পারিলাম ;
নিষিক্ত নীহার-জালে,
সে বিষণ্ণ শতদলে,
ভুলিবে কেমনে করি হৃদয় পাষাণ।

৪৪

যেই মনোহর মূর্ত্তি প্রতি পলে পলে,
দেখিয়াছি প্রকৃতির প্রত্যেক শোভায় ;
লতায় লতায় তারে,
কিম্বা কুসুমের ভারে,
দেখেছি শশাঙ্ক সনে নক্ষত্রমালায়।

৪৫

যেই স্নেহ মধুময় লতার বেষ্টনে,—
বাঁধিয়াছে কলেবর শত প্রসারণে,—
সে বন্ধন কভু হায়,
কখন খুলিয়া যায়,
খুলিবে কি কোন দিন অনন্ত জীবনে ?

৫২

ডাকি সর্ব্বশক্তিমানে
কাতরে কহিও,— যেন অন্য জন্মান্তরে
বিষাদে না ফুটে হেন বিষণ্ণ নলিন!
কলঙ্কের ছটা দিয়ে,
যেন আর মাখাইয়ে,
নির্ম্মল চাঁদের শোভা না করে মলিন।

সন্ধ্যা।

উজলি গগন-পাত,
অস্ত যায় দিননাথ,
সোনার কিরীট-খানি ধীরে ধীরে খুলিছে।
দলে দলে দিগঙ্গনে,
চারু রূপজ্যোতিঃ সনে,
সুনীল আঁচলে কত সৌদামিনী বাঁধিছে।
তরুর শিখরে মরি!
কিরণ-কিরীট পরি,—
কচি কচি নব দল সন্ধ্যানিলে দুলিছে।
কলকণ্ঠ কোকিলায়,
পঞ্চমে ঝঙ্কারি গায়;
কাকলী লহরী-লীলা সমীরণে ভাসিছে।
চুম্বি স্ফুট মল্লিকারে,
অচল সৌরভ ভারে,
মন্থরে দক্ষিণ শীত গন্ধবহ বহিছে।

স্বর্ণ-জ্যোতিঃ-কিরীটিনী,
ম্লান মুখে বিষাদিনী,—
ভানু-বিলাসিনী দিবা অন্ধকারে ডুবিছে।
পরিয়া নবমী শশী—
ললাটে, উজলি দিশি
অমৃতমালিনী সন্ধ্যা ধরাতলে আসিছে।

সরস্বতী-পূজা।

বাজিছে বাজনা বাঙ্গালী ঘরে,
মুরজ মন্দিরা ললিত স্বরে;
বাজিছে মৃদঙ্গ মাধুর্য্যময়,
জীবন হতেছে সুতানে লয়;
কেন রে ভারতে (বিষাদ-খনি)
উছলে উল্লাসে মঙ্গলধ্বনি?
প্রদোষে কভু কি নলিনী ফুটে?
শিমুলে কভু কি ভ্রমর জুটে?
তবে কেন হেথা আনন্দধ্বনি?
পুনঃ কি ভারত জাগিল হায়!
দাসত্বশৃঙ্খল খুলে কি যায়?
শুকাবে কি মা'র নয়নজল?
প্রসন্ন হবে কি বদনতল?
ভুলিব কি হেরি মনের দুখ,
প্রসন্ন মায়ের কমল মুখ!
পুনঃ কি ভারতে সে দিন হবে,

দেবদস্যু সব লুকায়ে রবে!
পরিব মস্তকে অতুল মণি!
আজি কি ভারতে আসিবে সারদা,
পঙ্কজবাসিনী বরদা জ্ঞানদা!
আজি কি সকলে দেখিবে নয়নে,
কমলময়ীরে কমল-আসনে!
আজি কি সকলে করিয়া যতন,
পূজিবে মায়ের রাতুল চরণ!
মৃণ্ময় দেহে হয়ে মূর্ত্তিমতী,
আসিবে কি আজি জননী ভারতী,
অনন্ত অনাথা ভারত-ভূমে!
তবে এস দেবি, এস গো জননি!
হৃদয়বাসনা কেশবরমণি,
ডাকিছে তনয় কাতর স্বরে,
এস মা তারিণি তরাতে তারে!
পূত পাদ্য অর্ঘ্য নববিল্বদল,
কলুষনাশিনী-মন্দাকিনী-জল,
রসাল-মুকুল অরপি চরণে,
পূজিব তোমারে উল্লাস-জীবনে!

সাজাব চরণ নীর-কুসুমে।
অই ত উল্লাসে বাজিল আরতি,
পবিত্র নিক্কণে পূরিয়া জগতী ;
অই ত মেলিল মনের আঁখি,
কমল কাননে মায়েরে দেখি ;
সজীব সঙ্গিনী কল্পনা সনে,
বিহরে জননী সানন্দ মনে ;
রক্তপদ্ম-আভা চরণে ঝরে,
রচিত কোমল নবনী থরে,—
ভক্তির লহরী ছুটিল প্রাণে।
জয় জয় দেবি, আলোকরূপিণি,
কমলভূষণা, কমলবাসিনি,
জয় জয় দেবি কবীশজননি,
ক্ষীরোদ-নন্দিনি, নব-রস-খনি,
জয় জয় দেবি, বিশ্ববিনোদিনি,
মাধব-হৃদয়-শোভিনি নলিনি,
জয় জয় দেবি, স্নেহ-স্বরূপিণি,
উপেন্দ্র-দক্ষিণ-অঙ্ক-সুশোভিনি ;
তোমারি কৃপায় গাহিল সুস্বরে,

চির-অন্ধ কবি ফিরি ঘরে ঘরে ;
তোমারি কৃপায় শুনিনু শ্রবণে
প্রণয়-বারতা, বিজন কাননে,
'বন-কামিনী'র কোমল অন্তরে,
বিঁধিল মন্মথ সম্মোহন শরে ;
প্রাবৃটে জলদে সম্ভাষি আদরে,
ভেজিল বারতা প্রেয়সীর ঘরে ;
তোমারি কৃপায় শুনিনু আবার,
প্রেমকবিকণ্ঠে প্রেমের ঝঙ্কার ;
দেখিল জগৎ কত মধুময়
কামিনীর প্রেম—কামিনীহৃদয় !
দেখাইল কবি কি অমর বাসে,
কামিনী-কুসুম জগতে বিকাশে।
রাখিল বিধাতা কত উদ্দীপনা,
কত সুধারাশি, ঘুচাতে যাতনা,
রমণীর চারু কমল-মুখে।
বঙ্গকবি সেই তোমারি কৃপায়,
ঢালিল অমৃত সহস্র ধারায়,—
মধুময় গীতে বীর অঙ্গনার

সমর-আরাবে বীরেন্দ্র-হুঙ্কার ;
সহি পুনঃ কত বিরহ-যাতনা,
গাহিল উচ্ছ্বাসে সহ ব্রজাঙ্গনা।
প্রেমে দরদর রাধা বিনোদিনী,
আকুল পরাণে শ্যাম-বিরহিণী ;
জলদে, ভুধরে, কলপ্রবাহিনী,
কুসুমে, বসন্তে, সম্ভাষি শিখিনী,
কাঁদিল কতই মনের দুখে!
যা কিছু জগতে মধুর শুনায়,
সকলি শুনি মা তোমারি কৃপায়।
এস মা জ্ঞানদা দেখি একবার,
প্রসূনপ্রতিম চরণ তোমার!
এই সেই দেবি তব কৃপাবলে,
ভাসি অনিবার নয়নের জলে,
মরমের ফুল তুলি সযতনে,
গাঁথিয়া মালিকা সে ফুল-রতনে,
সাজানু তোমার কমল পায়।
তুমি মা ভারতি হৃদয়বাসিনী
আলো করে আছ দিবস যামিনী ;

তোমারি পরশে এ আয়স-প্রাণ,
হেমে পরিণত হয় অবিরাম ;
মরুভূমে নদী প্রবাহি যায়।
তোমারি কৃপায় অমরের বালা—
গলে চিররুচি মন্দারের মালা—
আসি ভবতলে জ্যোতিঃ বিকীরিয়া,
ত্রিদিবের রূপে মহী চমকিয়া,
চিরমধুমাসে বসন্ত সমীরে,
চিরচন্দ্রময় পূর্ণ যামিনীরে—
দেখায় আঁকিয়া মানবদলে।
সেই কৃপা, বসি সিত-অব্জাসনে
কর কৃপাময়ি, মিনতি চরণে,—
যেন মা হৃদয়ে চিরমধুমাস,
তব কৃপাবলে হয় পরকাশ ;
যেন তুলি সেই বসন্তের ফুল,
পূজিয়া তোমার চরণ অতুল,
গাঁথি মনোহর অমলিন দাম,
সাজাইতে যেন পায় মা সন্তান,
দুঃখিনী ভাষার দরিদ্র গলে।

উচ্ছ্বাস।

১

ভুলিতে কি পারি আর,
হৃদয় উজ্জ্বল করে, চির অন্ধকার ঘরে,
প্রশান্ত শীতলজ্যোতিঃ অয়স্কান্ত মণি—
সেই ভালবাসা চির অমৃতের খনি!

২

যেই ভালবাসা হায়!—
অপার্থিব নিরমল, প্রতিদিন অবিরল,
বাড়িয়াছে অনিবার প্রাণের মিলনে—
সেই ভালবাসা আজি ভুলিব কেমনে?

৩

নগেন্দ্র-মন্দির ছাড়ি,
তরঙ্গিণী-কুলেশ্বরী, তরঙ্গ বিস্তার করি,
বসুধার বক্ষঃস্থল প্রবাহিয়া যায়;
তপন-কিরণ-তাপে তাহা কি শুকায়?

৪

তবে কেন বল আজি!
দারুণ তপন-তাপে, শুকাইবে কোন্ পাপে,
এ হৃদয়-প্রবাহিত সেই স্রোতধার?
—শুকাবে কি কোন দিন এ জনমে আর

৫

দেখ রে নয়ন মেলি—
দিন যায়, ক্ষণ যায়, জীবনের স্রোত ধায়,
একদিন পুনঃ পশি কাল-কালিমায়,
জীবনের রবি হবে অস্তমিতপ্রায়!

৬

এই ত নিদাঘ গেল,
সজল বরষা মরি, মেঘমালা কোলে করি,
সীমন্তে দামিনী-দাম ভুবনমোহিনী;
মরি কি সুন্দর শোভা আনন্দদায়িনী!

৭

আবার শরত আসে,
নব-ইন্দু মনোহর, উছলে কিরণ থর,
লাবণ্য লহরী-ছটা প্রকৃতির গায় ;
হাসে বিশ্বচরাচর নয়ন জুড়ায়।

৮

ঋতুগণ যায় আসে,
প্রত্যেক ঋতুতে হায়, দুঃখ সুখ বহে যায়,—
নিয়ম-শৃঙ্খলে বাঁধা ছায়াবাজী প্রায় ;
অন্ধকুহেলিকাময় সংসারমায়ায়।

৯

আমার হৃদয়ে আজি,
যে নদীর স্রোত বয়, বিশাল তরঙ্গময়,
অনন্ত আবর্ত্ত সনে হতেছে ঘূর্ণিত,
ঋতুগণনায় তাহা হবে কি গণিত ?

১০

এই সন্ধ্যা মধুমতী—
রাশিচক্রে প্রতিদিন, ঘুরিয়া হতেছে লীন,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহা আসিবে আবার;
একদিন হবে সেও আসিবে না আর!

১১

অনন্ত কালের চক্রে,
যৌবন প্রমোদময়, জীবন ঘূর্ণিত হয়,
ঘুরি ঘুরি প্রতিদিন ক্রমে হবে ক্ষীণ
কালসিন্ধুনীরে পরে হইবে বিলীন।

১২

প্রণয় ত্রিদিব-সুখ,
এ পোড়া জীবন ধরে, ভুলিব কেমন করে
কত ভালবাসিয়াছি আছে কি স্মরণ?
কেমনে তাহারে আজি দিব বিসর্জ্জন?

১৩

স্থজিত কুসুম দলে
হেরি মনোহর দাম, পরেছিনু অবিরাম,
ভেবেছিনু জুড়াইবে জীবন আমার।
কে জানিত হবে তাহা ভুজঙ্গের হার!

১৪

আমার হৃদয় মাঝে,
হৃদয়ের প্রতিঘরে, ধমনীর থরে থরে,
তোমার বিনোদ মুখ রয়েছে অঙ্কিত,
এ জনমে আর তাহা হবে না স্খলিত।

যামিনীর প্রতি।

১

কোথা যাও অয়ি নিশি শ্যামলবরণে!
খুলিয়া ললাটমণি,
হিমাংশু রজতখনি;
যেও না যেও না দেবি মিনতি চরণে।

২

উঠিলে সরোজনাথ পূরব গগনে,
সুখের প্রভাত এলে,
এ আনন্দ যাবে চলে,
সুখপ্রদায়িনী এই যামিনীর সনে।

৩

তুমি নিশি দয়াময়ী পার্থিব ভুবনে;
এলে তুমি বিনোদিনী
কত পতিসোহাগিনী,
বসায় জীবননাথে হৃদয়-আসনে।

৪

অয়ি নিশি! একদিন তোমারি কৃপায়,
মনোদুঃখে নিরন্তর,
বিরহেতে দর দর,
রেখেছিনু বক্ষঃস্থলে প্রেম-প্রতিমায়।

৫

অয়ি নিশি তমস্বিনী, প্রণয়দায়িনী!
দিনেক হৃদয় যদি,
জুড়াইলে নিরবধি,
আজি কেন তবে তুমি কৃতান্ত-রূপিণী?

৬

যেও না রজনী তবে সুশ্যামা সুন্দরী!
ফুলময়ী যামিনীরে,
স্থির প্রবাহিনী-নীরে,
তুলো না আবার দেবি চপল-লহরী।

৭

ডুবো না অস্তিমাচলে, দেব শশধর!
সুনীল আসনে বসি,
হাস মৃদু তুমি শশী,
হাসাইয়া কুমুদীরে, বিশ্ব চরাচর।

৮

অয়ি শশী, কতদিন প্রাসাদশিখরে,
হেরি তোমা সুগগনে,
বসিতাম নিরাসনে,
দুই জনে বিকচিত সপ্রেম অন্তরে।

৯

দেখিতাম, খেলাইত দূর সরো-জলে
চন্দ্রমা সলিল সনে,
কিন্তু তুমি মনোরমে,
দেখাইতে কত চন্দ্র বদন অমলে।

১০

বিহরিত নৈশানিল, শান্ত সুকোমল,
কাঁপাইয়া পত্রদল,
নব লতা অবিরল,
কাঁপায়ে চিকুরজাল, বিমুক্ত অঞ্চল।

১১

থাকিবে কি এ জীবন সে সুখ বিহনে?
লো নিশি! চরণে ধরে,
কাতরে মিনতি করে,
যেও না যেও না দেবি ত্বরিত গমনে।

চারুশোভা।

১

কোথায় লুকালে শশী হাস আরবার,
এই যে এখনি ছিলে, কোথা পুনঃ লুকাইলে,
নয়ন-আকাশ করি বিষাদে আঁধার ;
বিষণ্ণ-সন্ধ্যার সনে, ততোধিক ক্ষুণ্নমনে,
দেখিনু বদন ইন্দু কত সুকুমার।
কোথায় লুকালে শশী হাঁস আরবার।

২

আবার ভাসিল শশী রজতবরণ,
ভাসিল নয়নে মম, জিনি চন্দ্র নিরুপম,
একটি বিমল ছবি—অপূর্ব্বদর্শন,
একটি রমণীমণি, অনন্ত সুধার খনি,
অনন্ত সৌরভময় কুসুমরতন।

৩

অই রমণীর ফুল্ল সুরক্ত অধরে—
হাসির লহরী খেলে, সলিলে কৌমুদী হেলে,
মধুর মাধুরী-লীলা উল্লাসে বিচরে,
মনোহর সুমূরতি, যেন দুর্গা মূর্ত্তিমতী,
রূপের তরঙ্গ চল যৌবনসাগরে।

৪

জিনি নব-রবিকর-ফুল্ল-সরোজিনী
বিস্ফারিত বিকচিত, পরিমলে সুবাসিত,
নবীন চম্পকসম হেম-গৌরাঙ্গিনী,
এলায়িত কেশপাশে, ঢাকে মুখ অভিলাষে,
অবিন্যস্ত কেশভার চুমিছে মেদিনী।

৫

বিস্মিত বিমল ভাতি ফুটন্ত বদনে,
চারুনেত্র নীলোৎপল, চারুস্ফীত উরঃস্থল,
বিকচিত পূর্ণতায় কি নব যৌবনে।
যেন বীণাপাণি-বরে, কত সাধে চিত্রকরে,
অমরীর ছবি পটে আঁকিল যতনে।

৬

শ্যামাঙ্গিনী সন্ধ্যা আসি জগতে দাঁড়ায়,
সে শ্যাম রূপের ভাসে, অস্ফুটে ধরণী হাসে,
চারিদিকে শ্যামরূপে কিরণ ছড়ায়,
এ সুখ সন্ধ্যায় বসি, অন্য মনে সুরূপসী,
দেখে সতী সরোজলে হিল্লোল খেলায়।

৭

কত আশা মনে মনে অই বালিকার
আসিতেছে প্রতিক্ষণে, কতই সরল মনে,
আঁকিতেছে কত বর্ণে চিত্র অমরার।
জীবনের ঊষা আসি, সবে হাসে চারু হাসি,
জানে না আবার হবে যামিনীসঞ্চার।

৮

সোণার পিঞ্জরে আজি তুমি বিহঙ্গিনী
গাও সুললিতস্বরে, ভুবন মোহিত করে,
মধুর সঙ্গীত কত দিবস যামিনী।
সরল কোমল মনে, শুনি গীত নিজ মনে,
আপন মনের সুখে হও প্রমোদিনী।

৯

এ শূন্য মন্দিরে তুমি স্থল-কমলিনী,
মন-সুখে উল্লাসিনী, সমীরণে বিলাসিনী,
রবি-কর পরশিয়া হও আহ্লাদিনী ;
তুলিলে যতন করে, বাসিলে প্রণয় ভরে,
জুড়াও জীবন তার জীবনতোষিণি।

১০

সিত-অম্বুময়ী অই ভাগীরথী বয়,
উল্লাসে মন্থরশীলা, বিকাশি' তরঙ্গলীলা,
নিথর-জোয়ার-টানে উছলে হৃদয়,
সিকতাবেলায় মরি, বহিছে চুম্বন করি,
প্রবাহিয়া পারাবারে পাইবে বিলয় ;—

১১

তেমতি এ রমণীর প্রেম-প্রবাহিনী—
শীতল প্রবাহচয়, মৃদুল প্রবাহে বয়,
বিমল অমৃত সনে নয়নরঞ্জিনী—
মৃদুল তরঙ্গে হায়, স্রোতোধারা বহে যায়,
আনন্দে পয়োধিজলে মিলিবে এখনি।

১২

বিকাশ-উন্মুখ পদ্ম ফোটেনি এখন,
স্থির শোভা অচঞ্চল, অর্দ্ধস্ফুট শতদল,
সমীরসঞ্চারে নম্র সলজ্জ বদন;
ক্ষীণকণ্ঠা ভ্রমরীর, রূপমত্তা শিখিনীর,
হয়নি মধুরতম স্বর-বিস্ফুরণ!

১৩

প্রণয়সঞ্চার এই কত মধুময়,
নিদাঘের নীরধারা, শ্যাম-নিশীথের তারা,
গোলাপে নীহারবিন্দু উজ্জ্বল [illegible]
গ্রীষ্ম-উষা প্রস্ফুটিত, আধব্রীড়াসঙ্কুচিত,
কনক-চম্পক-দাম মনোহর নয়।

১৪

অই নব অনুরাগে বিলোল-নয়নে,
ফোটে কত ইন্দীবর, কত কুসুমের থর,
চিরমধুরতাময় রূপের কাননে,—
যে কানন অনুক্ষণ, চারুশোভা মনোরম,
ছড়ায় পীযূষরাশি মানব-জীবনে।

১৫

অই নব অনুরাগ সুখের আধার—
নির্ব্বাপিতপ্রায় যার, প্রাণদীপ অনিবার,—
করে তার পুনরায় জীবনসঞ্চার;
মনোজ্ঞ কুসুম মত, বিকশিয়া অবিরত,
শোভায় সৃজন করে সকল সংসার।

১৬

সেই অনুরাগে আজি হৃদয় তোমার,
আশামায়াবিনী-বলে, নাচিতেছে সুচঞ্চলে,
করিতেছে দিবানিশি সোহাগে ঝঙ্কার;
পূর্ব্বভাগ্যদোষে হায়, হইবে কি পুনরায়,
এমন কুসুমরত্ন কীটের আধার!

জন্মভূমি।

১

বিনোদ আশ্বিন মাস, অমল অম্বরে
অস্ত যায় দিনমণি সহস্রকিরণ;
নীরব ভুবন, সুধু তরুর শিখরে
কাঁপাইছে পাতাগুলি সায়াহ্ন-পবন;
মধুর শরত কাল, শোভার লহরী
উথলিছে দশ দিকে প্রকৃতির সনে;
কুসুম ভূষণ পরি কানন-বল্লরী
কাঁপিতেছে শরতের মৃদু সমীরণে।

২

নির্ম্মল-সুনীল-স্থির-সরসি-সদনে
মুদিত নলিনীমালা সরঃসুশোভিনী;
স্ফুট-ফুল-পরিমল বহে সমীরণে;
জগতে আসিছে সন্ধ্যা সুচারুহাসিনী,-
সন্ধ্যার প্রশান্ত ছায়া শ্যামল বরণে
আবরিল ধরণীর শ্যাম দেহখানি;
শেফালির মালা গাঁথি কতই যতনে
পরিতেছে চারুকণ্ঠে বসি বনরাণী।

৩

প্রায়-পূর্ণ শশধর সুদূর গগনে
  হাসিতেছে সুবিমল হাসি মনোহর;
চন্দ্রমার তরলিত শীতল কিরণে
  তরু লতা জল স্থল হাসে চরাচর;
প্রকৃতি বাজায় বীণা ঝিল্লীর নিক্কণে,
  ছড়াইয়া চারি দিকে স্বর মনোহর;
বনদেবী বসি যেন যামিনীর সনে
  শুনিতেছে সেই গীত বিমুগ্ধ-অন্তর।

৪

সুহাসিনী ধরণীর শ্যামল গলায়
  গাঁথা শত সুষমায় মালা মনোহর;
রূপবতী তারা কত গগনের গায়
  ফুটিতেছে, সাজাইয়া সুনীল অম্বর;
প্রকৃতি কুসুমময়ী শ্যামলশয্যায়
  ধরিয়াছে চারু বেশ নয়নমোহিনী;
অদূরে অম্বর আহা নীলীময়কায়!
  তরু লতা ফলে ফুলে শোভিতা মেদিনী।

৫

তরঙ্গবাহিনী গঙ্গা কলুষনাশিনী,
অই ত সুদূরে মরি! উল্লাসে মাতিয়া
সাগরসঙ্গমে যায়, মৃদু কল্লোলিনী,
রজত তরঙ্গজালে নয়ন রঞ্জিয়া;
নিস্তব্ধ প্রকৃতি আহা! তমিস্রা রজনী
মৃদুপদে আসিতেছে মরতভুবনে,
নীরবে তিমিরবাস পরিছে ধরণী;
কতই কনক-ফুল ফুটেছে গগনে।

৬

অই ত উল্লাসে শশী ফুটিল অম্বরে,
ছড়াইয়া কৌমুদীরে সরসীর জলে—
নাচাইয়া কুমুদীরে, চুম্বি পত্রদলে,
উল্লাসে অমিয়রাশি বিতরণ করে;
চাঁদের কৌমুদীময়ী কুসুমকুন্তলা—
বসুমতী হাসিতেছে মধুমাখা হাসি;
হেরি দেব শশধরে গগনবিলাসী,
সোহাগে গলিয়া যেন যায় রে সরলা

৭

হায় রে! কোথায় আমি রয়েছি এখন,
কোন দুঃখে ভাসিতেছি নয়নধারায়?
কেন আজি কোন দুঃখ করিয়া স্মরণ
চিন্তাতপ্ত প্রাণ মম বিদরিয়া যায়?
এই মধুময়ী সন্ধ্যা করি দরশন,
ভাসিতেছে কত নর আনন্দ-সাগরে;
শান্তিময়ী প্রকৃতির প্রশান্ত বদন
নিরখি, আমার কেন হৃদয় বিদরে?

৮

অই ত শরতচাঁদ যামিনীভূষণ
উদিত, মধুর নিশি উজলি কিরণে,
শীতল পীযূষরাশি করি বিতরণ,
ঢালিছে আনন্দ কত তাপিত জীবনে;
অই শশী আজি কত নয়ন-সকাশে,
হইয়াছে নিরমল আনন্দভবন;
তবে কেন, নিশানাথ, অভাগার পাশে,
হইয়াছ তীব্রতর বিষদরশন।

৯

কোন্ সুখে অই শশী মোহিবে জীবন ?
কোন্ সুখে আজি আমি হাসিব আবার,
মুছিয়া যুগল করে নয়ন-আসার,
বিস্মৃতির নীরে দুঃখ দিয়ে বিসর্জ্জন ?—
স্ফটিকের পাত্র আহা দণ্ডপ্রহরণে
ভাঙ্গিলে সহস্র খণ্ডে যুড়ে কি কখন !
শুকালে বসন্ত-লতা নিদাঘ-তপনে
শোভে কি তাহার গলে ফুল-আভরণ ?

১০

এই ত সম্মুখে পল্লী শোভার আধার—
নব-শোভা-বিরচিত মধুর-ভাণ্ডার,
ঘেরিয়াছে যারে হায় মৃদুনিনাদিনী,
"বিদ্যাধরী" বিকশিত-কমল-কুন্তলা,
কুসুম-যৌবনে যেন কুলশ্যামাঙ্গিনী,
পরেছে নিতম্ব-বিম্বে রজতমেখলা—
সুশোভিতা কত লতা বিপিনমোহিনী,
কুসুমিত বিটপীর অঙ্ক-সুশোভিনী।

১১

হাসিতেছে পল্লীখানি চন্দ্রের কিরণে,
বিষাদ-মাধুরী-মাখা, নহে মনোহর;
নাচিতেছে "বিদ্যাধরী" হৃদয়-সদনে,
ধরিয়া শশাঙ্ক-ছবি বিষাদ-আকর;
ঝরিছে নীহার-বিন্দু শ্যাম দূর্ব্বাদলে
নয়নের জল সহ মিশি অনিবার,
নীহার-মুকুতা-দাম ধরণীর গলে,—
কত শত মুক্তা শোভে বয়ানে আমার।

১২

বহিত যথায় মরি সুখপ্রবাহিনী,
আনন্দ-তরঙ্গ নিয়ে জুড়াইয়া মন,
কেন আজি বয় তথা দুঃখতরঙ্গিণী?
কেন আজি সেই স্থল নীরব নির্জ্জন?
কেন আজি ধীরে ধীরে যামিনীর সনে
তরুর শিখরে সুধু ঝিল্লী রব করে?—
কাঁদিয়া প্রকৃতি যেন সকরুণ স্বরে—
বিষাদ-সঙ্গীতরাশি বরষে শ্রবণে?

১৩

তুমিই কি সেই মম জনম-ভবন—
জননী সমান চিরস্নেহস্বরূপিণী ?
তোমারি উৎসঙ্গে কি মা লভেছি জনম ?
তুমি কি নয়নে চির আনন্দদায়িনী ?
খেলেছি কি মা তোমার সুকোমল কোলে
সরল শৈশব কালে নাচিয়া নাচিয়া,
বিকচ অধরপুটে মৃদুল হাসিয়া
শৈশবের মধুময় আনন্দ-হিল্লোলে ?

১৪

কেন আজি জননী গো বসিয়া বিজনে,
অনন্ত মনের দুঃখে করিছ রোদন ?
কেন হেরি ম্রিয়মাণ ম্লান দু'নয়ন ?
কি বিরাগ বল মাতা পশেছে মরমে ?
একদিন ছিলে তুমি রাজরাজেশ্বরী—
মোহিয়া নয়ন মন রূপের ছটায়,
কেন তবে কোন্ দুঃখে ভুবনসুন্দরি !
পড়ে আজি অনাথিনী কাঙ্গালিনী-প্রায়

১৫

রত্নমণি নিরুপম অঙ্গ-আভরণ,
কি বিষাদে তা'সবারে দিলে বিসর্জ্জন
অনন্ত অতল ভীম জলধির জলে ?
কিম্বা সর্ব্বহর কাল কেড়ে নিল বলে ?
কেন মা তোমায় হেরি এ হেন দশায়,—
অচল নিষ্প্রভ দুটী কমল-নয়ন,
সুচির বিষাদে মাখা প্রসন্ন বদন,
মলিন বসনখানি ভূতলে লুটায় ?

১৬

কোথা আজি সেই দিন হায় মা এখন !
নিরখি তোমার দশা প্রাণ ফেটে যায়,
বহিছে সহস্রধারে যুগল নয়ন ;
উপপ্লুত চন্দ্র হেরি কে না কাঁদে হায় ?
কোথা আজি সেই রূপ নয়নরঞ্জন
স্রোতোময়ী "বিদ্যাধরী", রজতের হার,
তোমার শ্যামল গলে কুসুম-কানন
বিকচ-প্রসূন-পুঞ্জে শোভার আধার !

১৭

কোথা আজি সেই সন্ধ্যা—যে সন্ধ্যার কালে
ছড়াত বিহঙ্গমালা মধুর কাকলী,
মন-সুখে বন মাঝে বসি তরুডালে,
প্রকৃতির কণ্ঠে যেন অমৃত আবলী;
বাজাইত কত শঙ্খ মঙ্গলের ধ্বনি,
তারাময়ী নিশি হেরি, প্রতি ঘরে ঘরে,
আনন্দ উল্লাসে যত কুলের রমণী,
জ্বালিত প্রদীপমালা সুকোমল করে।

১৮

সেই সুখময় দিন কোথায় এখন,—
অনন্ত দিনের তরে গিয়াছে চলিয়া,
সেই দিন আর নাহি আসিবে ফিরিয়া
উজ্জ্বলিতে মা তোমার শ্যামল বদন!
কোথা তব স্নেহময়ি! প্রিয়পুত্রগণ?
সকলি কি তন্দ্রীভূত অনন্ত নিদ্রায়?—
যে নিদ্রার আর নাহি হবে জাগরণ,
অচল জীবন-স্রোত কালের বেলায়।

১৯

কোথা আজি ভ্রাতৃগণ এস একবার ?
জনমভূমির দশা কর বিলোকন ?
মা আমার হইয়াছে শ্মশান-অঙ্গার,
কত স'বে তনয়ের বিচ্ছেদ-যাতন ;
হরিলে নিদয় কাল নয়নের মণি,—
জীবনের প্রিয়তম একটী রতনে,
এক-পুত্র-শোকে হয় কাতর জননী,
শত-পুত্র-শোক তবে সহিবে কেমনে ?

২০

এস আজি গতজীব বাল্যসহচর
জীবনপ্রতিম মম, নশ্বর ভুবনে !
জুড়াও বারেক আসি তাপিত অন্তর,
শীতল অমৃতরাশি ঢালিয়া সঘনে !
বিকচ কৌমারে সেই তোমাদেরি সনে
খেলিয়াছি অনুক্ষণ, আছে কি স্মরণ ?—
খেলে যথা তরঙ্গিণী অনিল-মিলনে
কল্লোলি, তরঙ্গ সনে প্রমোদিত-মন।

২১

দুর্ব্বার সংসার-জ্বালা দলিয়া চরণে,
সকলে সুখের ধামে করেছ গমন;
কোন দিন আর নাহি আসিবে ভুবনে,
জুড়াইতে সম্ভাষণে তাপিত জীবন;
ভাসি নয়নের নীরে সকরুণ স্বরে
কাঁদিলে ভেদিয়া এই গগনমণ্ডল,
রোদন-নিনাদ মম কভু অবিরল,
পশিবে কি তোমাদের শ্রবণ-বিবরে?

২২

এই সন্ধ্যাকালে আহা! তোমাদের সনে
খেলিয়াছি কত খেলা কাননে কাননে!
বিমল-প্রণয়-ভরে একই জীবনে—
অমল চন্দ্রিকা যথা চন্দ্রমার সনে;
প্রণয় সংসার-ভূমে শৃঙ্খল-বন্ধন,—
সে শৃঙ্খল হায় তবে ছিঁড়িলে কেমনে?
কেমনে জন্মের মত করিলে ছেদন
স্নেহ মমতার হার নিরদয়-মনে?

২৩

হায়! গো জননি, তুমি কোথায় এখন?
অসার জগতীতলে স্নেহ-তরঙ্গিণী,
করুণার তামরস সুধাপ্রদায়িনী,
চিরদ্যুতি ধ্রুবতারা নয়ন-নয়ন;
জননি! জনমি' এই অসার ভূতলে
দেখিয়াছি শূন্যময় স্নেহের সদন,
ভাসিয়াছি অনিবার নয়নের জলে,
সুখের বিমল মূর্ত্তি দেখেনি নয়ন!

২৪

জননীর স্নেহময় সুকোমল কোলে
বসি নাই এ জীবনে, হয় না স্মরণ;
সরলতা-বিকশিত শৈশবের কালে,
দয়ার প্রতিমা কাল করিল হরণ;—
"জননী" বলিয়া সেই আহ্লাদে ভাসিয়া,
যাই নাই কোন দিন তোমার সকাশে;
যতনে আদর ক'রে মধুর সম্ভাষে,
নিয়েছ কি স্নেহভরে কোলেতে তুলিয়া?

২৫

কোন্ পাপে অভাগারে স্নেহস্বরূপিণি!
ভুলিলে জনম তরে; তোমার চরণে
কি দোষ করেছি মাতঃ! দিবস যামিনী
তাই সহি এত জ্বালা এ পোড়া জীবনে;
জননী প্রসন্নময়ী করুণা-কানন—
ভবে দয়া মূর্ত্তিমতী, এই কি তোমার
সন্তানের প্রতি মাতা স্নেহ-নিদর্শন!
তাই নীরে পূর্ণ আজি নয়ন আমার।

২৬

অনিত্য পার্থিবলীলা করি সম্বরণ,
প্রীতিপূর্ণ কলেবরে পুণ্যের ভুবনে
চলিয়া গিয়াছ, তুমি করিয়া কর্ত্তন
মহীর সহস্র গ্রন্থি মায়ার বন্ধনে;
জগতের যত জ্বালা সহি অনিবার,
পশিলে অপূর্ব্ব পুরে জুড়াতে জীবন,—
যেইখানে কোন দিন জ্বলিবে না আর!
জনমের তরে স্নেহ হলে বিস্মরণ?

২৭

কারে দিয়ে গেলে তব হৃদয়ের ধন,—
শরীরের অংশ তব প্রাণের সন্তানে ?
দুঃখিনী তোমার সেই অমূল্য রতন,—
কেমনে ভুলিলে তারে পাষাণ-পরাণে ?
অনাথ করিয়া তারে করিলে গমন !
নাহি মাত্র এক প্রাণী নিখিল সংসারে,
জুড়াতে তাহার প্রাণ স্নেহ-সুধাসারে,
করিবারে দাবানলে সলিল-বর্ষণ।

২৮

যেই ধ্রুবতারাটীর জ্যোতিঃ লক্ষ্য করি,
জীবন-তরণী এই ভবের সাগরে,
ভাসিবে প্রশান্তভাবে সোহাগের ভরে,
অতিক্রমি উচ্ছ্বসিত বিশাল লহরী,
অনন্ত জলদরাশি চির আবরণে—
আবরিল সেই তারা ; মানস-তরণী
অসহায় দুর্নিবার ভীম প্রভঞ্জনে
তুফানে সমুদ্রগর্ভে ডুবিবে এখনি !

২৯

বৈজয়ন্তে কিম্বা অই চাঁদের মণ্ডলে,
যেইখানে আছ মাতা দেখ একবার,
অনাথ পুত্রের দশা ; চরণকমলে
ডেকে নাও দয়াময়ি! মিনতি আমার ;
স্নেহের পুতলী তব হৃদয়ের ধনে,
সমর্পিয়া কার করে গিয়াছ জননি!
বিষময়ী ফণিনীর করাল বদনে
ফেলিয়াছ কোন্ প্রাণে? যেই ভুজঙ্গিনী-

৩০

দংশিতেছে অনিবার ভীম গরজনে,
জর্জ্জরিত কলেবর বিষের জ্বালায় ;
কত সবে বল মাগো! কোমল জীবনে?
সহিব সকলি হায়! ভবের মায়ায়
বাঁধা রব যতদিন, এখনি আবার
ঘুচাইতে পারিতাম হায়! সে বন্ধনে ;
কিন্তু হায়! সেই পাপ করিব কেমনে,
মরিলে কি হবে দশা প্রেমপ্রতিমার?

৩১

অই ত অদূরে সেই আবাসমন্দির—
রহিয়াছে মা তোমার চিহ্নের মতন,
উছলিতে কি আমার নয়নের নীর,
কিম্বা করিবারে শত শোক-উদ্দীপন ;
যেইখানে স্নেহময়ি ! করিয়া যতন
চুম্বিলে সুতনয়ের সুধাংশুবদনে,
(জিনিয়া চন্দ্রমা-ছটা মায়ের নয়নে)
হায় রে ! সে স্থান আজি বিজন কানন।

৩২

ততোধিক জনহীন জনম-ভুবন,
মলিন নিষ্প্রভ যথা বঙ্গবিধবার
করুণাপূরিত ম্লান কমল-বদন,
কিম্বা মেঘাবৃত হলে হেমাঙ্গ উষার।
হায় ! আজি জন্মভূমি অন্ধকারময়,
নাহিক একটী দীপ সমুজ্জ্বল করে ;
সকলের জীবনের প্রদীপনিচয়
স্তিমিত তিমিরজালে চিরকাল তরে।

৩৩

ডুবিলে তিমিরে পৃথ্বী যে সুখমন্দিরে
কলরব করি কুলসীমন্তিনী সবে
আরাধিত গৃহদেবে ভাসি সুখ-নীরে,
হায় রে! সে পুরী আজি কাঁদিছে নীরবে;
যেখানে আবেশে বসি বিনোদবদনা,
সাজাইল প্রাণনাথে ফুলের ভূষায়,
চুম্বিল প্রণয়ী প্রেমকণ্টকিতকায়,
প্রেয়সী-বদন-বিধু অমৃতসদনা।

৩৪

কোমল-প্রমদাদল কমলচরণে—
চলিত মন্থরে যথা যৌবনবিলাসে,
কচি কচি বালদূর্ব্বা পদপ্রহরণে
মিশিত মাটীতে, পুনঃ উঠিত উল্লাসে;
ইন্দীবরবদনার সুরক্ত চরণ
শোভিল যে শ্যাম-আভা নীলী দূর্ব্বাদলে,
রক্তকোকনদ-নিভ সরসীর জলে,
এখন তাহার দশা কর দরশন!

৩৫

যেইখানে একদিন প্রেমসোহাগিনী,
প্রণয়পীযূষ ধরি হৃদয়-সদনে,
হাসিল পতির প্রেমে সুচারুহাসিনী,
ফুটিল প্রণয়ফুল যুগল-মিলনে!
যেখানে প্রণয়ী হেরি চন্দ্রমা অম্বরে,
তুলনিল প্রণয়িনী-মুখচন্দ্র সনে!
ভাসিল বিনোদমুখী সুখের সাগরে ;—
হেরি আজি সেই স্থান পরিণত বনে।

৩৬

এই ত সরসী সেই, যেই সরোবরে
নির্ম্মল সুনীল নীর অনিলমিলনে,
তরল মুকুরখানি প্রকৃতির করে
নাচিত হিল্লোলগুলি মৃদু পরশনে ;
যথায় অমৃতময়ী ঊষা সুবদনে
হাসিলে পূরব দিকে, হাসিত নলিনী ;
ফুটিত কুমুদীদাম সন্ধ্যা-আগমনে,
চন্দ্রকর-সিঁথী পরি অলকে কামিনী।

৩৭

লজ্জাশীলা মধুমতী নবীনযৌবনা,
পুরাঙ্গনা দলে দলে মৃদুলগামিনী,
অলসে মন্থরপদে কোমলচরণা,
পোহাইল তারাময়ী শ্যাম-নিশীথিনী
নিদাঘসন্তাপ-তাপ জুড়াতে মরমে,
কুসুম-বাসর ছাড়ি হৃদয় বিকলে
শীতলিতে সুকোমল ক্লান্ত কলেবরে
পশিত চূর্ণিত কেশে যেই সরোবরে ;—

৩৮

সেই সরোবরে আজি শৈবালের দল,
দামে দামে বারিপর্ণী ঘিরেছে আবার ;
নাশিয়াছে সরসীর শোভা নিরমল ;
সুনীল বিমল নীর মলার আধার ;
কোথা সে কমলদাম ? ফুল্ল কুমুদিনী ?
কোথা সে ভূতল-পদ্ম ? হিল্লোলের পাশে
থরে থরে ফুটিত যে, সলিল-কামিনী
ম্লান হত হায় ! যার রূপের বিভাসে !

৩৯

স্নান করি মৃদু হেসে যত সুহাসিনী,
মাজিয়া কোমল তনু বিমল বিভায়,—
স্নানে আরো চারু-রুচি ভুবনমোহিনী,
নির্ম্মল-নীহার-ধৌত পঙ্কজের প্রায়,—
সুকর যুগলে আহা! বসিয়া যথায়,
এলাইত কেশরাশি আতপের করে,
শুখাইত পীনস্তনী রঞ্জিত অধরে;—
কোন পাপে তথা এবে শৃগালী ঘুমায়?

৪০

যে মণ্ডপে এক দিন শরতে যতনে,
অন্নময়ী অম্বিকার অম্বুজ-চরণ,
শারদ সরসীরুহ অরপি' চরণে,
পূজিল মন্দিরস্বামী পবিত্র-জীবন;
বাজিল যথায় মৃদু মধুর নিস্বনে
সুখদ উৎসবে মরি! মৃদঙ্গ বাঁশরী,
উথলিল তিন দিন আনন্দের সনে,
কামিনীর কলকণ্ঠে অমৃত-লহরী;—

৪১

কোন পাপে সেই স্থান নীরব এখন ?
সকলি কালের করে গিয়াছে চলিয়া !
মন্দির ভিতরে সুধু জ্যেষ্ঠীর পতন !
ধবল সৈকত চাপ পড়েছে খসিয়া !
সকলি গিয়াছে যদি তবে কেন হায় !
রহিয়াছে এই ভূমি বিষাদ-দর্শন ;
সুদুস্তর মরুভূমে ভূমিখণ্ডপ্রায়,
এখনি সমুদ্রে ইহা হোক্ নিমগন।

৪২

সংসারের বিষবহ্নি জ্বলিলে মরমে,
জুড়াইতে নেহারিয়া রূপের নিলয়,
অমার্জ্জিত বন্যরুচি কুসুমকাননে,
এসেছিনু এই স্থানে সন্তপ্ত-হৃদয় ;
জুড়াইলে স্নেহময়ী বিতরি নয়নে
মধুর বিমল শোভা, প্রকৃতির গলে
কোমল কুসুমদাম ; সৌভাগ্যের সনে
গিয়াছে সকলি আজি কালের কবলে।

৪৩

হায় কাল! এ মানব, তোমার সদনে
　কোন পাপে পাপী?—তুমি তাই অনুক্ষণ
দিতেছ অসহ্য জ্বালা নিদারুণ মনে;
　হা অদৃষ্ট! কেন মম এত বিড়ম্বন?
লক্ষ লক্ষ প্রাণিকুল তোমার বদনে
　যাইতেছে প্রতিদিন, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে;
তথাপি তোমার ইচ্ছা হয় না পূরণ?
　হইবে কি কোন দিন? হবে না কখন।

৪৪

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অই, গগনমণ্ডলে
　ভ্রমিতেছে অনিবার, জগত-নয়ন;
এক দিন তুমি কাল! জলধির জলে—
　ফেলিবে উপাড়ি তারে, আঁধারি ভুবন;
কৃতান্ত! তোমার অই কার্ম্মুকটঙ্কারে
　স্তব্ধ হয় চরাচর,—রাজেন্দ্রমণ্ডল
লুটায় চরণে, যার চরণপ্রহারে,
　ভয়াকুলা বসুমতী কাঁপে অবিরল।

৪৫

তুমি কাল! অদ্বিতীয় মহাধনুর্দ্ধর ;
  কলম্বকদম্ব তব বিষে পরিপ্লুত ;
কে সহিবে সেই শর ভুবন ভিতর ?
  প্রাণিকুল বহ্নিমুখে হবে ভস্মীভূত ;
তবে কাল! বল আজি, বল কি কারণ
  লক্ষিয়াছ এই লক্ষ্য ? দুরদৃষ্ট হায়!
ক্ষীণপ্রাণ হরিণের বধিয়া জীবন,
  কি গৌরব, কোন ফল লভিবে তাহায় ?

৪৬

সাধিতে কি অভিলাষ, জ্বলন্ত অনলে
  কেন বিসর্জ্জিলে তুমি, করিলে নির্ব্বাণ
শৈশবে সুখের দীপ তিমিরমণ্ডলে,
  জীবন-জলধি-জলে উঠালে তুফান ?
বিংশতি বৎসর এই ভুবন সদনে
  করিতেছি বিচরণ ; মুহূর্ত্ত ভিতরে
দেখিতেছি কত খেলা ;—তরঙ্গিণীগণে
  ধায় অবিরাম-গতি, অনন্ত সাগরে

৪৭

মুহূর্ত্তে মিশায়; পুনঃ অই নীলাম্বরে
নক্ষত্র খসিছে কত, রাহুর গরাসে
যায় কত শশধর, নবীন কিরণে
উঠিছে আবার কত; জগত-আবাসে,
স্বর্ণসিংহাসনে কত রাজরাজ্যেশ্বর
বিরাজিছে, হা অদৃষ্ট! চঞ্চল সংসারে
পথের ভিখারী পুনঃ পলক ভিতর,
পথের কাঙ্গালী হয়ে ফিরে দ্বারে দ্বারে?

৪৮

আবার রাজেন্দ্র কত সেই সিংহাসনে—
বসিতেছে নবদম্ভে, প্রমত্ত অন্তরে;
চিরচঞ্চলতাময় নিয়তির করে,
ঘুরিতেছে মর্ত্ত্যভূমি, সহ জীবগণে;
কিন্তু হায়! এই নর জীবন ভিতরে
দেখেনি সুখের স্বর্ণমণ্ডিত বদন;
মরুভূমে মরীচিকা বহেনি আদরে?
সোনার লহরী নিয়ে নয়নরঞ্জন!

৪৯

অয়ি শশি! কেন তুমি হইলে মলিন,
মলিন বসনে কেন ঢাকিলে বদন?
দেখিয়া কি মরমের যাতনা অসীম,
হইল তোমার মন বিষাদে মগন?
অয়ি নিশীথিনীনাথ! আমার মতন
কত শত দুঃখী আছে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে;
তবে এ নয়নে অশ্রু করি দরশন,
ভাসিবে শশাঙ্ক কেন দুঃখের সাগরে!

৫০

বল শশি! জগতের মর প্রাণিগণ
পার্থিব শৃঙ্খল কাটি করে কি গমন
তোমার বিমল বিম্বে, করিতে সান্ত্বন
পার্থিব বহ্নির জ্বালা অনন্ত-দংশন?
বল শশি! এই দণ্ডে তা হ'লে এখনি,
পৃথিবীর এক গ্রন্থি করিয়া ছেদন,
তোমার শীতল কোলে করি অরপণ,
জুড়াবার আশে মোর বিদগ্ধ পরাণী!

৫১

কোথায় অদৃষ্টদেবি! এস এইবার,
　আর কেন, দুঃখে বুক বিদারিত হয়;
জীবনের রঙ্গভূমে ক্ষণ অভিনয়
　ফুরাইল এত দিনে, ফুরাল আবার
সুখ—আশা জন্মশোধ, ফেল পুনর্ব্বার
　অনন্তের যবনিকা ভাগ্যের সহিত;
চির-অন্ধকাররাশি করি সুবিস্তার,
　আমার জীবন-রবি কর আবরিত!

৫২

হা অদৃষ্ট! মর্ত্তভূমে, তোমার কৃপায়,
　কত শত মানবের জীবন-কাননে,
সুবর্ণব্রততী-রাজি কাঞ্চন-কুসুমে
　হয় সুশোভিত, মরি! মধুর শোভায়;
ফুটি অবিরল যথা মানসের জলে,
　প্রভাতে কনক-পদ্ম কিম্বা নীলাম্বরে
তারকা-রজত-ফুল মৃদু ঝলমলে,
　উছলি জলদ কোলে মন্দ শ্বেত করে।

৫৩

আবার অদৃষ্টদেবি! তব বিড়ম্বনে,
কত শত মানবের জীবন-কাননে,
জীবন কাননভূমি শশ্মান সমান,
ঊষরেতে পরিণত; জন্মে না কখন
অযত্নসম্ভবা বনবল্লরীর দাম।—
মরুভূমে তৃণদল লভে কি জনম?
প্রতপ্ত নিদাঘবায়ু বহে অনিবার,
মরুভূমে মরীচিকা নাহিক সঞ্চার।

৫৪

ততোধিক দেখ এই বিশুষ্ক জীবন,
দূর মরুভূমিপ্রায়, দহে অনিবার;
সেই মরুভূমে—আহা বিকটদর্শন!—
কখন কি সুখলতা জন্মিবে আবার?
বসুমতি! ভাগ্যহীনে দাও মা বিদায়,—
অনন্ত বিদায় দেবি! জনম মতন;
অই যে অদৃষ্টদেবি! দাঁড়াইয়া হায়!
ধীরে ধীরে যবনিকা করে নিক্ষেপণ।

৫৫

না—না—না, অদৃষ্টদেবি! যাও অন্তরালে,
নাহি কাজ যবনিকা করিয়া ক্ষেপণ;
ত্যজিব না বসুন্ধরা—মরিলে অকালে,
হইবে না এই জ্বালা কভু নিবারণ!
জগতের পর পারে যাইব যখন,
অমনি কৃতান্তদূত ধরিবে আমায়,
লয়ে যাবে যথা সেই নরক ভীষণ
যাতনিছে পাপিকুলে ভীম যাতনায়।

৫৬

মহাপাপে পাপী আমি বিশ্বের ভিতরে,
কত পাপ করিয়াছি হয় না গণন;
ভুঞ্জিবারে হবে ফল—করিনি স্মরণ—
সে পাপের, একদিন, কিছুদিন পরে।
হৃদয়-কন্দর ত্যজি পাপ-প্রবাহিনী
বাহিরিল যবে, মৃদু ক্ষীণতরকায়,
তখন সে স্রোত যদি বারিতাম হায়!
তা হ'লে কি হত আজি কুলবিপ্লাবিনী?

৫৭

পাপে জর্জ্জরিত এই অন্তর আমার—
কখন কি পাপ হতে হবে বিমোচন ?
সমুচিত প্রতিফল ফলিবে ইহার ;
সেই ভবিতব্যতার হইবে বারণ,
যদি সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পতিতপাবন,
আমার দুর্ব্বল মন—পাপে কলঙ্কিত—
বিমল করুণা-বারি করি বরিষণ,
করেন পুণ্যের স্রোতে আশু প্রক্ষালিত।

৫৮

এই ত যামিনী যায় ;—অই নীলাম্বরে
মলিন কুমুদনাথ, ম্লান কুমুদিনী ;
রঞ্জিত পুরব দিকে ঊষা হেমাঙ্গিনী
খোলে পূর্ব্বাশার দ্বার সুকোমল করে ;
এখনি উঠিবে রবি সহস্রকিরণ,
ছড়াবে সুবর্ণরাজি তটিনীর জলে ;
উঠিবে কি হায় মম সুখের তপন ?
উঠিবে না, যতদিন রব ধরাতলে।

বসন্ত-উচ্ছ্বাস।
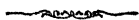
১

সখিরে !

কেন আজি দূরবনে পিকবর ঝঙ্কারে, ?

তরল চঞ্চল স্বরে,

রাগ-প্রবাহিনী ঝরে,

ভাসায়ে কানন মরি ! মধুময় আসারে ;

পল্লবিত তরুগণ,

কুসুমিত কুঞ্জবন,

তরু-শিরে নবদল সমীরণে বিহারে।

সখিরে !

কেন আজি দূরবনে পিকবর ঝঙ্কারে ?

২

সখিরে !

সুশীতল পরশনে, সুরভিত অনিলে,
বহিতেছে অবিরল,
ফুল্ল-ফুল-পরিমল,
বসন্তের অনুরাগে ছড়াইয়া অখিলে ;
বরষি কাকলী কল,
কলকণ্ঠে সুকোমল,
সরস মধুরে আজি জাগাইছে কোকিলে।

সখিরে !

বহিতেছে সুমধুর সুরভিত অনিলে।

৩

সখিরে !

সজ্জিত প্রকৃতি আজি নবনীল শ্যামলে ;
চারু বৃন্তাসনে বসি,
মধুময় মুখ-শশী,
খুলিছে সোহাগে মরি ! ফুল-বধূ বিরলে ;

সমীরণ-সোহাগিনী
বসন্তের সরোজিনী,
ফুটিতেছে শতদলে, সুবিমল কমলে।
সখিরে !
সাজিল প্রকৃতি আজি নব নীল শ্যামলে।

৪

সখিরে !
বিকশিত ফুলজালে বিভূষিতা বল্লরী,
আরণ্য-প্রণয়ভরে,
আলিঙ্গিয়া তরুবরে,
নাচিতেছে সোহাগিনী সমীরণে শিহরি ;
চম্পক অপরাজিতা,
তরু'পরে প্রফুল্লিতা,
প্রফুল্লিতা দামে দামে যুথী বন-সুন্দরী ;
সখিরে !
বিভূষিতা বনফুলে বসন্তের বল্লরী।

৫

সখিরে!

মধুকর-করম্বিত নব চূত-মুকুলে,
চূতলতা লাজভরে,
সুকোমল কলেবরে,
আবরিছে কিশলয় নীলীময় দুকূলে;
মোহিয়া অখিল বন,
উছলিছে অনুক্ষণ,
নন্দনের পরিমল নবস্ফুট-বকুলে।

সখিরে!

ঝঙ্কারিছে মধুকর নব চূত-মুকুলে।

৬

সখিরে!

বসন্তের পরশনে প্রফুল্লিত অন্তরে,
কুসুমললাম পরি,
ফুলময়ী রূপেশ্বরী,
মন্মথমোহিনী রতি ফুলকুঞ্জে বিহরে;

কুসুমে সজ্জিত কায়,
অনঙ্গ সলাজে চায়,
সম্মোহন শরে মরি! নিজ বক্ষ বিদরে;
সখিরে!
দাও করতালি, মৃদু হাসি' বিম্ব-অধরে।

৭

সখিরে!
এই সেই মধুমাস, সেই ফুল ফুটেছে;
বসন্তে মোহিত মন,
চুম্বিয়া কুসুমানন,
ঝঙ্কারি মধুরে অলি মধুপানে মেতেছে;
মলয়মারুত হায়!
ধীরি ধীরি বহে যায়;
সেই ফুল-কিরীটিনী বনলতা সেজেছে;
সখিরে!
এই সেই মধুমাস, সেই ফুল ফুটেছে।

৮

সখিরে!

এই ত সুচারু শোভা ভাসিতেছে নয়নে,
এই মধু সুশোভিত,
ফুলরাজি বিকশিত
নব রসে; কিন্তু মম জীবনের কাননে,
যৌবন-কুসুম হায়!
নীরবে শুকায়ে যায়;
হবে কি সরস আর বসন্তের স্পর্শনে?

সখিরে!

জীবনের মধুমাস ফিরিবে কি জনমে?

পরিত্যক্তা রমণীর প্রতি।

১

কে তুমি বরাঙ্গি! বসি অলিন্দ উপরে,
কহ মোরে সুহাসিনি! কে তুমি রমণি,
বিকচ-কুসুম-বপুঃ আবরি অম্বরে,
কেন আজি ম্লান-মুখী, কুরঙ্গ-নয়নি?
কোন দুঃখ বল আজি পশিল মরমে,
তাই বসি একাকিনী নিরানন্দ মনে!

২

কি কারণে ম্লান নীল-নলিন-নয়ন?
অরঞ্জিত কেন শ্যাম নিবিড় কুন্তল?
বিরস মলিন মরি! স্থির বদন,
উষার হিমাংশু যথা মলিন সজল!
অলিন্দ উপরে বসি ভুবন-সুন্দরী—
অলিন্দে অচল যেন রূপের লহরী।

৩

মলিন বদন চারু, মলিন নয়ন
কেন হেরি কহ, অয়ি শশি-নিভাননে !
এই ত তোমার বালে! কুসুম-যৌবন,
বিকশিত জীবনের প্রমোদ কাননে ;
এই ত ফুটিলে তুমি মধুর ঊষায়,
রূপের অপরাজিতা মোমের লতায়।

৪

অতুল ঐশ্বর্য্যে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
অনন্ত সম্পদ তব হায়! এ ভুবনে ;
কি অভাব ত্রিজগতে তোমার সুন্দরি !
তবে কেন ম্লান মুখ নিরখি নয়নে ?
তবে কেন হায়! তব নয়নের জল,
কোমল বয়ান বহি ঝরে অবিরল ?

৫

এখনি কি কীট-রাশি বিকচ কুসুমে,
পশিয়া নাশিল তার শোভা নিরমল!
শুকায় কি প্রভাতের তপন কিরণে
শরতের তামরস প্রফুল্ল তরল!
নিরখি তোমার বালা, সজল বদন,
অন্তরে অনন্ত শোক হয় উদ্দীপন।

৬

উষার পঙ্কজ জিনি স্ফুট মনোরম—
অনঙ্গ-তুলিতে আঁকা নয়ন তোমার;
বল সখি! বিধাতা কি করিল সৃজন,
ঝরিতে কেবল তায় অনন্ত আসার!
আছে কি এ ত্রিভুবনে এমন পাষাণ,
তোমাকে নিরখি যার কাঁদে না পরাণ?

৭

ডুবিলে পশ্চিমে রবি সন্ধ্যার মিলনে,
মধুর প্রভাতে কিম্বা নিরখি যখন
বসে আছ বিষাদিনী আনত আননে,
তখনি নিরখি তব সজল নয়ন;
তখনি নিরখি, পদ্ম-করতলোপরে,
রক্ষিত বদন-চন্দ্র বিষাদের ভরে;

৮

তখনি নিরখি, মেলি নয়ন-অমলে
চেয়ে আছ একদৃষ্টে গগনের পানে;
কিম্বা হেরি, সরসীর প্রফুল্ল-কমলে
দেখিতেছ জললীলা সুমন্দ পবনে;
রাজরাণী হয়ে তুমি চির-অনাথিনী,
অনন্ত সংসারে তুমি অনন্ত-দুঃখিনী।

৯

দেখিয়াছি প্রতিদিন ও চন্দ্র-বদন,
বিকশিত বিম্বাধর দেখেছি সুন্দরি!
কিন্তু অয়ি বিনোদিনি! দেখিনি কখন
মধুর অধরে তব হাসির লহরী;
দেখিয়াছি শতবার নয়ন-কমলে
নয়নের চিরজল মুছিতে অঞ্চলে।

১০

হেম-বিহঙ্গিনি! বসি আয়স-পিঞ্জরে
ফেলিতেছ দিবা-নিশি নয়নের জল;
বিষাদ-সঙ্গীত দুঃখ তরলিত স্বরে,
মনের অনন্ত দুঃখে গাও অবিরল;—
সেই দুঃখ এ জনমে যাবে না কখন,
অনন্ত যাতনা তব ললাট-লিখন।

১১

সরল অন্তর তব—প্রেম পারাবার,
সরল হৃদয় খানি পূর্ণিত প্রণয়—
সেই সুকুমারতর অন্তরে তোমার,
চির-প্রেমময়ী কত তরঙ্গিণী বয় ;—
সেই প্রেম-তরঙ্গিণী স্নিগ্ধ, সুকোমল,
তোমার কপালে আজি পূর্ণ হলাহল।

১২

বিষময় বিবাহের কুসুম-শৃঙ্খলে,
বাঁধিল তোমার যবে পাণি সুকোমল,—
হৃদয় ভিতরে প্রেম-সরসীর জলে,
মুকুলিত হল যবে প্রণয় কমল,—
ভাবিলে তখন মনে সেই পরিণয়—
আনন্দের নিকেতন হইবে নিশ্চয়।

১৩

বিধাতার বিড়ম্বনে, বিশ্ব-বিমোহিনি!
আজি সেই পরিণয়—কুসুমের হার,
তোমার কপাল-দোষে,—অয়ি অভাগিনি!
চির-হলাহলময়-ভুজঙ্গ-আকার;
ভাগ্যদোষে হায়! তব
মুদিল সুখের পদ্ম চিরদিন তরে!

১৪

পতি তব হতভাগ্য, নৃশংস, নির্দ্দয়,
ত্যজি হেন সুবর্ণের চারু পঙ্কজিনী,—
চির মধুমতী, স্বর্গ-অমিয়-নিলয়,
বিনোদ-কুসুম-রূপে ভুবনমোহিনী,
প্রফুল্ল মল্লিকা ফুল রূপের কাননে,
স্বর্ণময়ী তারা কিম্বা নিদাঘ গগনে;—

১৫

পাষাণের সম তব পতির হৃদয়,
তা নহিলে ত্যজি হেন কুসুম-কামিনী,—
চিরপতি-পরায়ণা, সুমধুরময়
প্রণয়ের সুশীতল রম্য প্রবাহিনী,—
অন্য প্রেম-নীরে কেন হইবে মগন,
সোনার সরোজে করি অনলে অর্পণ ?

১৬

কি কুক্ষণে পরিণয় হইল তোমার,
পরাইলে ফুলমালা নির্ম্মম পাষাণে ;
সুখের ললামময় মূর্ত্তি সুকুমার
দেখিলে না কোন দিন পুলকিত প্রাণে ;
একাকিনী মনোদুখে বসিয়া নির্জ্জনে,
কাঁদিবার তরে সুধু জন্মিলে ভুবনে !

১৭

শোভিলে না কোন দিন তুমি সুহাসিনি!
প্রেমময় প্রাণেশের হৃদয় সদনে;
বসিলে না পতিপ্রেমে হ'য়ে সোহাগিনী
পতির কোমল অঙ্ক—প্রেম-সিংহাসনে;
প্রণয়-মিলনে কিম্বা হইয়া বিহ্বল,
চুম্বিলে না কভু নাথ-বদনকমল!

১৮

এমন পতির কণ্ঠে, কমলের দল
জিনিয়া কোমলতম বসন্ত-কামিনী,
সাজে কি কখন মরি!—মণি সমুজ্জ্বল
সাজে কি পরিলে কভু চিরভিখারিণী?
উষার মধুর চম্পা প্রচণ্ড অনলে,
মুকুতার মালা কিম্বা বানরের গলে!

১৯

রাজ-অট্টালিকা সম ভবন তোমার
অই দেখ সুহাসিনি! চির শূন্যময়,—
কোথায় প্রাণেশ তব—সকলি আঁধার,
নীরব বিজন অই আমোদ-নিলয়!
অবরোধে তুমি সুধু বসি একাকিনী—
সুবর্ণ-পিঞ্জরে যেন বন-বিহঙ্গিনী।

২০

অই দ্বারে দৌবারিক ফিরিছে উল্লাসে,
সহস্র কিঙ্কর অই নিদ্রায় কাতর,
সখের বিহঙ্গকুল পিঞ্জর-সকাশে
ছড়াইছে সেই অই সুমধুর স্বর;
হায়রে, প্রাণেশ তব কোথায় এখন!
রূপ-মোহ-সরোবরে হয়েছে মগন।

২১

সেই রূপ-সরসীর সলিল-ভিতর
থাকিলে থাকিতে পারে মধুর প্রণয় ;
সেও বটে প্রেমরত্ন সমুজ্জ্বলতর,
সে প্রেমেও প্রাণ মন সুশীতল হয় ;
কিন্তু বল বিনোদিনি ! কি দোষ তোমার,
কেন তুমি পতি-চক্ষে বিষের আগার ?

২২

অই পতিবিরহিণী চির-অভাগীর,
দেখিলে বদনখানি প্রেমে বিস্ফারিত,
প্রণয়ের প্রতিকৃতি নয়ন সনীর,—
বিষাদে হৃদয় আহা ! হয় উচ্ছ্বসিত ;
কার নাহি কাঁদে প্রাণ প্রভাত-কমলে
নিরখিয়া শ্মশানের জ্বলন্ত অনলে ?

২৩

হায় বিধি! সভ্যতার নির্ম্মম শাসনে
বিবাহপদ্ধতি যদি করিলে সৃজন,
তবে কেন না রাখিলে মানবের মনে?
প্রতি-পরিণয়ে প্রেম অমূল্য রতন?
তা হ'লে কি আজি অই নির্ম্মল নলিন
নিরাশা-আতপ-তাপে হইত মলিন!

২৪

সুধু নহে অই পদ্ম, প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিলে পাইবে হেন সহস্র কমল;
উপাস্য দেবতা আঁকি চিত্তপট 'পরে,
কেবল নীরবে ফেলে নয়নের জল;
নলিনীর একমাত্র রবি আরাধনা,
রবিকর ভিন্ন তার পুরে কি বাসনা?

২৫

প্রেম-পুষ্প-মধুময়ী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী,
সুকুমার লাবণ্যের চিরনিকেতন,
মমতার প্রতিকৃতি, স্নেহ-নির্ঝরিণী
ভারত-রমণী বিশ্বে অপূর্ব্ব সৃজন ;
তা না হ'লে কে সহিবে এত নির্য্যাতন,
আত্মত্যাগী প্রেম-পূজা কে করে এমন ?

২৬

আর এক চারুচিত্র ভারতের পটে,
আঁকিল বিধাতা কিবা অমর বরণে !
বিমল-ধবল-শোভা ধরি অকপটে
পতিহীনা বিধুমুখী শোভে অতুলনে,
জগতে সুখের সাধ করি অবসান
অকাতরে নিজ প্রাণ করে বলিদান !

২৭

শত নিষ্পেষণে, সেই হৃদয়-মন্দিরে
উপাস্য দেবতা তার নহে অন্যতর ;
ভাসিয়াছে আজীবন অকূলের নীরে,
তথাপি নহেক তার সকরুণ স্বর !
মরি, কিবা সহিষ্ণুতা-চিত্র রমণীয় !
এই চিত্র দেশান্তরে নহে চিত্রণীয়।

২৮

অই অভাগিনী সেই অঙ্কুর যৌবনে
ফুটাইল কত আশা মরমে তাহার,
কত সুখময় চিত্র সাধের বরণে
এঁকেছিল,—ভেবেছিল সুখের সংসার ;
গেঁথেছিল ফুলমালা পরিতে গলায় ;
আজি তাহা শুষ্ক হয়ে ভূতলে লুটায় !

২৯

তখন ভাবিল সেই দশমীর শশী
দিনে দিনে পূর্ণ হবে পূর্ণ চন্দ্রমায় ;
চন্দ্রমা-অমৃত-রাশি মরমে পরশি
অমরিবে মর-দেহ ভেবেছিল হায় !
বসন্ত-আকাশে কিন্তু জলদের ভার,
দশমীর চন্দ্র আজি করিল আঁধার !

৩০

জগদীশ ! বল দেব ! অই চন্দ্রমায়
কেন আবরিলে এই কাল-জলধরে ?
কেন আজি কুসুমিত ফুল-লতিকায়
স্বজিলে করিতে শুষ্ক আতপের করে ?
কবে সরাইবে নাথ অই জলধর ?
সরিবে না, হবে বুঝি আরো গাঢ়তর।

৩১

সকলি তোমার ইচ্ছা, কে করে খণ্ডন,
তোমার মহিমা বুঝে হেন সাধ্য কার?
ভুজঙ্গের দন্তে রাখি বিষ তীব্রতম,
পরাইলে শিরে তার মাণিক-সম্ভার;
দামিনী ঝলকি রূপে মোহে ত্রিভুবন,—
পরশনে অগ্নিরাশি,—তোমার সৃজন।

৩২

হেন সৃষ্টি প্রকাশিত যাঁর চরাচরে,
কি বুঝিব ক্ষুদ্রমতি রহস্য তাঁহার?
কেন যে অভাগী ভাসে অকূল-সাগরে,
এ রহস্য জানে সুধু চরণ তাঁহার;
কেন নিরমিয়া শত পদ্ম মনোরম—
না ফুটিতে কর নাথ! অনলে দহন?

৩৩

আর অভাগিনী তুমি নয়নের জল
উদয়াস্ত ফেলি কর শত হাহাকার,
জ্বলিয়া মরমান্তরে অনন্ত অনল
করুক ও দেহ মন শ্মশান-অঙ্গার;
কি করিবে, এ অনলে নাহিক নিস্তার;
লিখিত এ লেখা চির ললাটে তোমার।

৩৪

আর তুমি হে বিধাতঃ! ভারতের ঘরে
যে অনন্ত ফুল-ডোর করিয়া স্বজন,
বাঁধিলে যুগল পাণি প্রতি নারী নরে,—
কার সাধ্য সেই ডোর করিবে ছেদন?
যুগান্তর হ'ল কত রাজ্যের বিলয়,—
সে বন্ধন আছে কিন্তু অমর অক্ষয়।

উপসংহার।

১

কত বর্ষ গত সেই ভুবনসুন্দরি!
এঁকেছিনু তোমার ও চিত্র নিরাশার;
বিষাদ-বরণ দিয়ে বদন-উপরি,
রঞ্জিয়া বিশাল নেত্রে ছটা কালিমার,
এঁকেছিনু দহমান শ্মশান-অনলে
দহিতে ও প্রভাতের বিকচ কমলে।

২

ভেবেছিনু কোন দিন সর্ব্বশক্তিমান—
চাহিয়া করুণাময় করুণ নয়নে,
করিবেন তোমার ও দুঃখ-অবসান;
হেরিব বিমল হাসি ও পদ্ম-আননে;
ভেবেছিনু পতিব্রতে! সে ব্রত তোমার
পতি-সুখে উদযাপন করিবে আবার।

৩

কিন্তু আজি দেখ, গত কত বর্ষান্তর,
কত চন্দ্র, সূর্য্য, তারা হইল বিলয়;
সেই নিরাশার ছবি নহে রূপান্তর,—
সেই তুমি আছ দেবি! বিষাদ-নিলয়;
সে অনন্ত প্রেমব্রত চির তপস্যায়
করিতেছ সে অবধি অকাতরে হায়!

৪

অনাহারে, অনিদ্রায় সেই তপস্যায়
হয়েছ কঙ্কালসার তুমি অভাগিনী;
সেজেছ মধ্যাহ্নে আজি সায়াহ্ন-শোভায়,
সেই ম্লানমুখে বসি আছ একাকিনী,
আশারূপে ক্ষীণ বিন্দু বিজলী-সঞ্চার
আর নাহি ঝলসিবে হৃদয়ে তোমার।

বিগত সুখ।

কত দিন পরে আজি দেখি পুনরায়
প্রেয়সি ! তোমার অই বিনোদ বদন,
কত দিন গত সেই দেখেছিনু হায় !
অই চারু চন্দ্রমুখ হৃদয়ের ধন !

শৈশবের ঊষা কালে দেখিনু নয়নে
শৈশবের শোভাময় বদন তোমার ;
জীবনের রবি ক্রমে উঠিল গগনে—
আজি হেরি চারু কণ্ঠে যৌবনের হার।

পঞ্চম বৎসর আজি দেখিনি তোমায়,
পঞ্চ সংবৎসর পরে আজি প্রিয়তমে !
তোমার কুসুম-মূর্ত্তি দেখি পুনরায়,
বিগত কাহিনী যত পড়িছে স্মরণে ;

শৈশবের প্রেমরত্ন হৃদয়ে রঙ্গিণি!
রেখেছি যতনে এই পাঁচটি বৎসর;
মরমের ভালবাসা বল সুহাসিনি!
কোন দিন, কোন কালে হয় কি অন্তর?

শেষ দরশনে সেই তোমায় যখন
নীরব মলিনমুখে দিলাম বিদায়,
পূর্ণ একাদশ তব বয়স তখন,—
কত ভালবাস সই! তখন আমায়!

সেই দেখা নিরমল জাহ্নবীর জলে,
নাচিতেছে অরুণের তরল কিরণ,
সেই খুলি শত শত লহরী চঞ্চলে
পূর্ণ জোয়ারের স্রোত চুম্বিছে চরণ;

দাঁড়াইয়া আমি সেই গঙ্গার বেলায়,
শোভিত জাহ্নবী-জলে সজ্জিত তরণী—
তরীর উপরে বসি নীরবে আমায়
সেই তুমি দেখিতেছ সরোজ-নয়নী।

কতক্ষণ পরে তরী নীর-বিহারিণী,
অমল বসন পক্ষ তুলিয়া আকাশে,
কোলে করি মানসের হেম-পঙ্কজিনী,
ভাসিয়া অনন্ত স্রোতে চলিল উল্লাসে।

দাঁড়াইয়া দেখিলাম ভরিয়া নয়ন—
মথিয়া রজত জল চলিল তরণী,
ক্রমে ক্রমে তরীখানি হ'ল অদর্শন,
ডুবিল তিমিরে মম নয়নের মণি।

ত্যজিয়া জাহ্নবীতীর কাতর মরমে
দুখময় গৃহে সই! ফিরিনু তখন,
বিম্বিয়া তোমার মূর্ত্তি হৃদয়-দর্পণে;
তখন অমৃত-ময়ি! ঝরিল নয়ন।

তার পরে প্রতিদিন আশার বল্লরী
দেখিতাম মঞ্জরিত হৃদয়-কাননে,
ভাবিতাম, এক দিন তুমি ফুলেশ্বরি!
ফুল-মালা-রূপে কণ্ঠে শোভিবে যতনে।

ভাবিতাম মনে মনে, সংসার-কাননে
যুগল-কুসুম-রূপে এক বৃন্ত'পরে
পার্থিব জনম তরে ফুটিব দু'জনে;
ভাসিব অনন্ত প্রেম সুখের সাগরে;

দেখিতে দেখিতে ক্রমে—বিদ্যুতের সম,
একটি বৎসর গেল; চির অন্ধকার
আবরিল প্রিয়তমে! হৃদয় তখন;—
তখন সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিল আমার,

তখন আশার লতা ছিঁড়িল কামিনি!
শুকাল প্রণয়ফুল, শুনিনু শ্রবণে—
অন্য প্রেম-সরোবরে তুমি সরোজিনী
ফুটিলে, আমার আর নহ বরাননে!

তার পরে আজি প্রিয়ে! এই দরশন—
সেই আমি—সেই তুমি দেখ প্রাণেশ্বরি!
সেই ভালবাসা—কিন্তু কোথায় এখন
মধুময় শৈশবের আমোদ-লহরী!

কি বলিব প্রিয়ে! শত বৎসরের পরে
এ জনমে আর তুমি হবে না আমার;
প্রেম-রশ্মিমাখা মুখ এ জীবন ধরে
শত-আশা-পূর্ণনেত্রে দেখিব না আর!

এমন কুসুমমালা পরিয়া গলায়,
শত ভাগ্যবান পতি, প্রেয়সি! তোমার;
কিন্তু তার ভাগ্যে প্রিয়ে! নিরখি তোমায়
আমার হৃদয়ে বহ্নি জ্বলে অনিবার,—

অন্তর ভিতরে আজি সেই হুতাশন
কেন জ্বলে, প্রিয়তমে! বলিব কেমনে!
শৈশব হইতে তুমি চির-আকিঞ্চন,
প্রেমের ব্রততী ফুল্ল সাধের কাননে,

সেই মম হেমময়ী প্রেমলতিকায়,
সেই মম হৃদয়ের অমূল্য রতন,—
বিসর্জ্জি আমারে বহ্নি-জ্বলন্ত-শিখায়,
অলক্ষিতে নিরদয় করিল হরণ!

* * *

মলিন অন্তরে আজি হায় রে! যখন
  নিরখিনু, প্রিয়তমে! তনয়ে তোমার,
ভাবিনু তখন মম জর্জ্জরিত মন
  ফাটিবে, ঝরিবে সুধু নয়ন-আসার;

কিন্তু যবে প্রিয়তমে! শিশু সুকুমার
  তুলিল কোমল হাসি কুসুম-অধরে,
তখন তোমার তরে বদনে তাহার
  করিনু চুম্বন, ধরি বক্ষঃস্থল 'পরে,

চুম্বিনু তনয়ে তব, স্নেহ-পারাবার
  উছলিত করি! কিন্তু নিরখি নয়নে
তার পিতৃমুখছায়া বদনে তাহার,
  আবার শোকের বহ্নি জ্বলিল মরমে!—

এই দেখ প্রিয়ে! সেই জ্বলন্ত অনল
  ভস্মীভূত করিতেছে হৃদয় আমার—
সহিতে পারি না আর; হৃদয়মণ্ডল
  স্মরিয়া পূর্ব্বের কথা ফাটে অনিবার!

আর কেন দাঁড়াইয়া নয়ন উপরে!
সরে যাও, সরে যাও, শশাঙ্ক-বদনি!
নিরখিয়া অই রূপ, মুহূর্ত্ত ভিতরে
আবার রূপের ফাঁদে পড়িব এখনি।

তুমি সেই প্রণয়িণি! সরল মরমে
জ্বালিলে শৈশবে এই দুর্ব্বার অনল;
শৈশব হইতে প্রিয়ে! সেই হুতাশনে
করেছে শ্মশানপ্রায় হৃদয়মণ্ডল;—

এই দেখ প্রিয়তমে! শ্মশান-মরমে
জ্বলিতেছে শ্মশানের চির বৈশ্বানর!—
নিভিবে কি সেই বহ্নি আজি বরাননে!
পরশি তোমার রূপ আসার-শীতল?—

বরষিলে রূপাসার, নিরখি তোমায়
নিভিবে না প্রিয়ে! সেই জ্বলন্ত শ্মশান
কিম্বা সেই বৈশ্বানর শত বরিষায়,
কোন দিন, কোন কালে হবে না নির্ব্বা

নিভিবে না এ জীবনে—নিভিত কেবল
  সেই হুতাশন প্রাণ জৈব বসুধায়
পরশি তোমার প্রেম-বরিষার জল!
  কিন্তু প্রিয়তমে! সেই বরিষা কোথায়?

সে বরিষা আর মম হৃদয়-আকাশে
  নাহি দেয় দরশন জীবন-সুন্দরি!
জ্বলিব অনন্ত দিন নিদাঘ-হুতাশে!
  হবে না আমার আর তুমি প্রাণেশ্বরি!

কেন আজি দুই জনে এ সুখ-সম্ভাষে
  হ'ল পুনঃ দরশন বল, সুহাসিনি?
পোড়াইতে ইরম্মদে নয়ন-আকাশে,
  আবার ঝলিলে কেন তুমি সৌদামিনী?

আর নয়—বিদায় লো কুসুম-সুন্দরি!
  বিদায় লো স্নেহময়ি শৈশব-সঙ্গিনি!
বিদায় লো বাসনার সরোজিনীশ্বরি!
  বিদায় লো যৌবনের নির্ম্মম ফণিনি!

শশধর-রূপে মম হৃদয়-গগনে
উঠিবে না আর তুমি, প্রেয়সী আমার ;
বিচরিয়া মহীতলে, কিম্বা এ জীবনে,
শৈশবের সুখ-স্বপ্ন দেখিব না আর !

সঙ্গীত-শ্রবণে।

কাঁপায়ে মধুর কণ্ঠ, কুসুম-সুন্দরি!
আবার সঙ্গীত গাও, মিনতি আমার;
তুলিয়ে মধুর কণ্ঠে অমৃত-লহরী
গাও সুকেশিনি! দিয়ে সপ্তমে ঝঙ্কার।

শুনিয়াছি বসন্তের কুসুম চুম্বনে
কোকিলের মধুময় অনঙ্গ কীর্ত্তন,
শুনিয়াছি ভ্রমরীর ঊষার মিলনে
সরোজিনী-নবদলে কোমল গুঞ্জন;—

কিন্তু কভু শুনি নাই এ মর জনমে,
রচিত নন্দনামৃতে কোমলতাধার—
কামিনীর কলকণ্ঠে সুধাংশু-বদনে!
ঝরিতে এমন মধু পীযূষ-আসার।

দেখি নাই সুধাময় বদন-কমল;
না জানি কি সুধারাশি মাখা আছে তায়;
সুধু শুনি সুকণ্ঠের সঙ্গীত তরল,
কি মোহে করেছ আজি মোহিত হৃদয়।

ইচ্ছা করে একবার নয়ন-উপরি
রাখিয়া প্রতিমাখানি, অনন্যশ্রবণে
শুনি সুমধুর কণ্ঠে সঙ্গীত-লহরী,
কণ্টকিতকলেবরে বিহ্বল-জীবনে।

ইচ্ছা করে একবার হইয়া বিহ্বল,
নিরখি মনের সাধে অতৃপ্ত-নয়নে
বিকচ-অশোক-রক্ত অধর-যুগল
চঞ্চলিছে অবিরল স্বর-বিস্ফুরণে।

ইচ্ছা করে একবার নিরখি মোহিনি!
জীবন-সরসী-জলে যৌবন-ঊষায়,
বিকসিত মনোহর রূপের নলিনী,
বরাঙ্গের সুকোমল মৃণাল-লতায়।

কাজ নাই—দেখিব না ও রূপ তোমার,
সুকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে মৃদু মধু কলে,
অনঙ্গ-বিহ্বল-স্বর তুলি অনিবার,
একবার গাও তবে "কমলিনী দলে দলে।"

সম্মিলন।
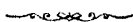
১

দুইটি দিবস পরে আজি প্রিয়তমে,
ও বদন মধুময় নিরখি তোমার,
ও বদন নিরখিয়া অতৃপ্ত নয়নে,
উচ্ছ্বসিত হল পুনঃ প্রেম-পারাবার।

২

না হেরিয়া বিধু-মুখ হৃদয়-রঞ্জিনি!
সহিয়াছি অবিরল সহস্র যাতনা;
ঘুচিল মরম-জ্বালা হেরি সুহাসিনি!
তোমার অমৃতময় বদন-চন্দ্রমা।

৩

সেই গিয়াছিনু প্রিয়ে! লইয়া বিদায়,
চুম্বিয়ে বদন-ইন্দু সজল-নয়নে,
সেই ধরি বক্ষঃস্থলে প্রেমপ্রতিমায়
বলেছিনু, "যাই তবে ইন্দু-নিভাননে!"

৪

সেই বিদায়ের কালে হৃদয়ে আমার
ফুটেছিলে; শুক-তারা পূরবে যেমতি;
সেই যে আনন-পদ্ম আবেশে আবার
লুকাইলে বক্ষঃস্থলে কুসুম-যুবতি!

৫

সেই ধরি মধুময় বদন অমল,
চুম্বিলাম শতবার কুসুম-অধর,
চুম্বিনু সজল-শ্যাম নয়ন-কমল,
জুড়াইল সুধাসারে বিকল অন্তর।

৬

বিদায়ের কালে সেই হৃদয়-রঞ্জিনি!
বিকল কোমল কণ্ঠ কুহরি পঞ্চমে,
বলেছিলে মৃদুস্বরে সুচারু-হাসিনি!
"এস কাল প্রিয়তম! মিনতি চরণে।"

৭

শুনেছিনু সেই ধ্বনি ইন্দুনিভাননে !—
সে কণ্ঠ-সঙ্গীতে সেই কাঁপিল হৃদয়,
সে কোমল কণ্ঠধ্বনি পশিয়া মরমে,
করিল নরক-রাজ্য সুখ-স্বপ্নময়।

৮

সে কণ্ঠ-সঙ্গীতে সেই হৃদয় আমার
কেঁপেছিল অবিরল বিনোদ-সুন্দরি !
সে কণ্ঠ-সঙ্গীতে সেই অমা-তমসার
হরিল এ হৃদয়ের তিমির-লহরী ;

৯

সে কণ্ঠ-সঙ্গীতে সেই হৃদয় ভরিয়া,
উচ্ছ্বসিত প্রাণে তিতি প্রণয়ের নীরে,
সুবর্ণপ্রতিমাখানি যতনে ধরিয়া,
বেঁধেছিনু বক্ষঃস্থলে প্রেম-ব্রততীরে।

১০

প্রণয়ময়ীরে ধরি হৃদয় উপরে,
সেই পুনঃ শশি-মুখ চুম্বি শতবার,
বলেছিনু সেই প্রেম-তরলিত-স্বরে
"আসিব হৃদয়ময়ি! সর্ব্বস্ব আমার।"

১১

"আসিব হৃদয়ময়ি! সর্ব্বস্ব আমার!"
বলেছিনু, ভেসেছিনু নয়নের জলে,
অবাক অজ্ঞান প্রাণে চল অন্ধকার
দেখেছিনু প্রিয়তমে! নয়ন-যুগলে।

১২

বিকল কাতর প্রাণে সজল-নয়নে
সেই গিয়াছিনু, বলি আসিব আবার,
দেখ আজি কত সাধে পুনঃ বরাননে!
এসেছি হেরিতে পদ্ম-বদন তোমার।

১৩

দেখ প্রিয়ে! সেই চারু বৈশাখ-যামিনী,
সেই বসি নব শশী নীরদ-আসনে,—
এ হেন নিশীথে সেই দেখ সুহাসিনি!
পুনরায় অনুরাগে মিলেছি দুজনে।

১৪

আজি এই যামিনীর প্রেম-সম্ভাষণ—
প্রেম-সম্মিলন-সুখ হৃদয়-বাসিনি!
কত স্বর্গ-সুধাময়, আনন্দ-সদন,
কে বুঝিবে বিশ্বভূমে বিশ্বপ্রমোদিনি!

১৫

এস তবে, প্রেমময়ি, জীবন্তরূপিণি,
হৃদয়-বাসিনী-দেবি, এস একবার,
উজ্জ্বলিত কর আজি সুচারু-হাসিনি!
প্রেমময়-হৃদয়ের আসন আমার।

১৬

চিরদিন এ আসনে থাক বরাননে!
সরোজী অমৃতময়ী মানসে যেমতি,
হেরি যেন চিরদিন অনন্য-নয়নে—
আচরণ প্রেমরাগে রঞ্জিত মূরতি।

১৭

স্বর্গের অমৃত-বৃষ্টি করি বরিষণ,
জুড়াইলে এ হৃদয় আজি মনোরমে!
প্রণয়ের নীরে সই! প্রাণ নিমগন;
কি প্রাণে বেসেছি ভাল বলিব কেমনে

১৮

কত ভাল বাসিয়াছি দেখাব কেমনে!
এস এস প্রিয়তমে! চিরিয়া হৃদয়,
দেখাই প্রণয়ভরে হৃদয়-সদনে,
দিবানিশি শোভে কার মূর্ত্তি মধুময়!

১৯

অনন্ত তুফানে সেই তুমি, প্রিয়তমে!
অকূল ভবের নীরে সহায় তরণী;
অনন্ত-তিমিরময়ী ধরণী সদনে,
নেত্র-তারা-স্বরূপিনী তুমি বিনোদিনি!

২০

নিত্য-রুচি সরোজিনী তুমি লো আমার,
হৃদয়-সরসী-জলে চির আহ্লাদিনী,
শত সুখালয় তুমি নির্ম্মম সংসার,
তোমার মিলনে বহে! সুধা প্রবাহিনী।

২১

জ্বলিয়া সংসার-বিষে সারাদিন পরে,
যখন নেহারি অই নবেন্দু-বদন,
যখন ও মৃদু হাসি ভাতে বিম্বাধরে,
তখন সকল জ্বালা হই বিস্মরণ।

২২

যখন নন্দন বন হৃদয়ে খুলিয়া,
ফোটে শত মধুময় মন্দার নির্ম্মল,
যখন কুসুম-তনু হৃদয়ে চাপিয়া
বাসি ফুল্ল শ্রীঅঙ্গের চারু পরিমল ;—

২৩

তখন প্রণয়ময়ি ! পার্থিব জনমে
সংসার সহস্র জ্বালা হয় অবসান,
প্রফুল্ল স্বর্গীয় সুখ সঞ্চারে মরমে,
তখন সংসার সই ! শত সুখধাম।

২৪

আজি এই প্রিয়তমে ! মিলনে তোমার,
ধরিয়া হৃদয়ে মম হৃদয়-বাসিনী,
সেই স্বর্গ-সুখ ভোগ করি অনিবার,
উছলিত আজি প্রাণে প্রেম-মন্দাকিনী।

২৫

দেখ প্রিয়ে! নীলাম্বরে শ্যাম-জলধরে,
সুচারু চন্দ্রমা চাপ বঙ্কিম সজল;
যামিনী অমীয়ময়ী শ্যাম কলেবরে,
কৌমুদিনী মণিমালা ঝলে অবিরল।

২৬

কিছুক্ষণ পরে পুনঃ বসন্ত-কামিনি!
পোহাইবে এই নিশি কনকের জলে,
হ'য়ে স্নাত পুনরায় ঊষা হেমাঙ্গিনী
আঁকিবে বিজলী লতা পূরব অঞ্চলে।

২৭

পঞ্চমে কোকিল কণ্ঠে বিহঙ্গকূজনে,
মধুর প্রভাত-যন্ত্র বাজিবে অচিরে,
বনে বনে সমীরণ সুরভি নিস্বনে
সাধিবে সৌরভময়ী ফুল-রূপসীরে!

২৮

পুনরায় প্রিয়ে! সেই সলজ্জ উষায়—
এই প্রেম মিলনের হবে অবসান,
আবার দেখিব সেই শ্যাম নীলিমায়,
প্রেম প্রতিমার চারু সজল নয়ান।

২৯

আবার দেখিব সেই বিষণ্ণ-বদনে
ঝুলিছে সুকণ্ঠে মম কণ্ঠ-সুশোভিনী,
আবার শুনিব সেই ললিত পঞ্চমে
কহিতেছে "এস নাথ" অমৃত-ভাষিণী।

৩০

অই রমণীর কণ্ঠ —
অমৃতের স্রোত যেন প্রেমের নির্ঝরে
অই রমণীর কণ্ঠ মানব হৃদয়ে,
সহস্র স্বর্গীয় সুখ সঞ্চারিত করে।

৩১

রমণী—অমূল্য রত্ন চির সমুজ্জ্বল,
অপূর্ব্ব ললাম চারু সংসার ভিতরে,
রমণী—অমৃতময় এক বিন্দু জল
সংসারের দুঃখময় অনন্ত সাগরে।

নৰ্ম্মদার প্রতি।
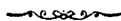
১

নন্দন-সৌরভময়ী নিদাঘ-যামিনী,
শান্ত বিশ্ব চরাচর,
পরিক্লান্ত কলেবর,
অনন্ত-নীলিমা-মাখা, তারাময় নীলাম্বর,
মরি, কি যামিনী শ্যামা কমনীয় মনোহর!

২

নীরব প্রকৃতি-বালা, নীরব যামিনী,
নীরব গগনতলে
শশধর ঝলমলে,
চন্দ্রমা-চুম্বনে মহী মৃদু হেসে পাগলিনী,
পরিয়া শ্যামল কণ্ঠে সুবিমল-কৌমুদিনী।

৩

সচন্দ্র যামিনী, বসি নর্ম্মদা বেলায়
নিরখি নয়ন ভরে,
উছলি তরঙ্গ থরে,
কল কল মৃদু স্বনে নীরময়ী তরঙ্গিণী
বহিতেছে অবিরাম, নীল-অম্বু-উদ্দেশিনী।

৪

চুম্বি দূর-বন-ফুল অনিল সঞ্চরে,
সুকোমল পরিমল
করে প্রাণ সুশীতল,
সমীরণে তরুশিরে মর মরে নবদল,
উন্মাদিনী তরঙ্গিণী শিহরিছে অবিরল।

৫

প্রস্ফুটিত চন্দ্রকরে কল-নিনাদিনী,
নর্ম্মদার নীলজলে
চারু কৌমুদিনী ঝলে,
নীলাম্বুময়ীর কোলে শত শত শশধর,
প্রেমে তরলিত হয়ে, চঞ্চলিছে নিরন্তর।

৬

বল লো নর্ম্মদে অয়ি ভুবন-সুন্দরি,
সলিল-অলকে মরি!
মালতীর মালা পরি,
মৃদুল করুণ গীতে বিশ্ব বিমোহিত করি,
কোথা যাও এ আনন্দে তরঙ্গিণী-কুলেশ্বরি?

৭

এমন অমৃতময়ী মধুরা নিশীথে,
বিনাইয়া মৃদু স্বরে,
অনন্ত দুঃখের ভরে,
কেন আজি জলময়ি, কাঁদিতেছ অবিরাম?
কোন দুঃখে বল নদি, বিদরে তোমার প্রাণ

৮

হেরিয়া কি ভারতের মলিন বদন,
তরঙ্গের রব সনে
মিলায়ে, ব্যথিত মনে,
অভাগিনী ভারতের অনন্ত-বিষাদ-গান,
সাগর-সদনে নদি, বহিতেছ অবিরাম?

৯

সেই দিন, সেই দিন, আছে কি স্মরণ ?
যেই দিন তুমি নদি,
কলনাদে নিরবধি,
ভারতের যশোগীতি মনের অনন্ত সুখে,
অনন্ত জলধি পাশে বহিলে সহস্র মুখে ;—

১০

সেই দিন কোথা আজি বল তরঙ্গিণি ?
সেই তুমি প্রেম-আশে
বও সাগরের পাশে,
সেই অই পূর্ণ-শশী প্রকৃতির নীল ভালে,
সেই এই নিশীথিনী খচিত কুসুমজালে ;

১১

শোভার ভারত সেই নীলাম্বু-চুম্বিতা,—
সেই ফুলময়ী ঊষা,
কুন্তলে কুসুম-ভূষা,
সেই কোকিলের কণ্ঠে কুহু-স্বর মধুময়,
সেই সরোজিনী-বনে গুঞ্জরে ভ্রমরীচয় ;

১২

সুখের শরদে সেই ভারত-মন্দিরে,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ,
ত্যজিয়া কৈলাস ধাম,
আবির্ভূতা হন মাতা মৃত্যুঞ্জয়-বিমোহিনী,—
অনন্ত-পাবনী উমা, অন্নপূর্ণা নিস্তারিণী।

১৩

এই সেই আর্য্য-ভূমি শোভার নিলয়,
সেই নদী, তরু, জল
বিদ্যমান অবিরল,
সেই ভারতের কোলে চন্দ্র, তমস্বিনী লীন;—
সব বিদ্যমান, কিন্তু কোথা আজি সেইদিন?

১৪

প্রবাহিত-সময়ের তরঙ্গিণী-তলে,
অমূল্য রত্নের প্রায়,
সকলি রয়েছে হায়!
কালের অনন্ত-স্রোত তাহার উপরে বয়;
যাবে দিন, যাবে যুগ, কখন কি হবে লয়!

১৫

এক দিন দেখিয়াছ তুমি তরঙ্গিণি,
ভারত সন্তানগণে,
পশিতে দুর্ব্বার রণে,
বীরমদে রুদ্র-তেজে টলমলি ধরাতল,
বিজয়-আরাবে পুনঃ বিদারিতে নভস্তল।

১৬

একদিন, নদি, তব অই শ্যাম তটে,
চমকিয়া ত্রিভুবন,
ঘটিল ভীষণ রণ,
এক দিন নর্ম্মদে লো, তোমার সুনীল জল
মানব-শোণিতে হল রক্তবর্ণ অবিরল।

১৭

এক দিন তুমি সেই অচল-নন্দিনি,
গরজি গম্ভীর স্বনে,
উৎসাহ-পূর্ণিত মনে,
রক্ত-কলঙ্কিত অই তোমার বিনোদ-বেলা
প্রক্ষালিলে জল দিয়ে, প্রসারি লহরীমালা।

১৮

প্রক্ষালিলে রক্তস্রোত, পুনঃ তব তীরে
সেই শ্যাম সুকোমল
জনমিল দূর্ব্বাদল,
পুনঃ সেই বনলতা দুলিল তরুর গলে,
নাচিল দিনেশ-দ্যুতি তব নিরমল জলে।

১৯

কিন্তু বল তরঙ্গিণি, স্মৃতির প্রান্তরে,
কোটি যুগ তপস্যায়,
পারিবে কি কভু হায়!
প্রক্ষালিতে সেই রক্ত করি চির প্রক্ষালন?
পারিবে না—পারিবে না—বৃথা তব আকিং

২০

যাও তুমি দ্রুতপদে সাগর-রঙ্গিণি,
নীল জল প্রসারিয়ে,
নীলাম্বু-মন্দিরে গিয়ে,
নীলাম্বু-গরভে যথা রত্নরাজি অগণন,
ভারতের সুখ-শশী কর তথা অন্বেষণ।

২১

ত্যজিয়া ভারত-ভূমি অনন্ত বিরাগে,
অসীম-পয়োধি-তলে,
কনক-রাজীব-দলে
রচিত বিনোদাসনে, মনোদুঃখে বিষাদিনী,
ভারতের লক্ষ্মী আজি বিরাজেন একাকিনী।

২২

সাগর-গরভে বুঝি অয়ি প্রবাহিনি,
পদতলে কমলার,
চিরদুঃখে অনিবার,
ঢাড়াইছে ভারতের সৌভাগ্যের শশধর,
কিরণ-বিহীন বিম্ব, ম্লান-ভাতি কলেবর !

২৩

যাও লো নর্ম্মদে, সেই ইন্দিরা-মন্দিরে,
ইন্দিরা-চরণ ধরি,
সহস্র মিনতি করি,
বলিও রাজীব-পদে মৃদু স্বরে অবিরত,
ভুলিতে এ ভারতের দুঃখের কাহিনী যত।

২৪

কি বলিব, আদি হতে তুমি তরঙ্গিণি,
আছ তুমি চির দিন,
ভারতের বক্ষে লীন,
রহিবে অনন্ত দিন তুমি নদি! পুনর্ব্বার,
ভারতের কণ্ঠে যেন নীলমণি-ময় হার।

২৫

পুরাকালে তুমি সেই দেখেছ রঙ্গিণি,
ভারতের সিংহাসনে,
বসিতে রাজেন্দ্রগণে;
দেখিলে আবার সেই হ'ল ভস্মে পরিণত-
তব পুণ্যময়-তীরে রাজ-ইন্দ্র কত শত!

২৬

আবার দেখিলে তুমি, কালের প্রভাবে,
না জানি কি পাপ-ফলে,
কোন কুগ্রহের বলে,
ভারতের রঙ্গ-ভূমে যবনের অভিনয়;
আবার কালের করে ফুরাইল সমুদয়!

২৭

দেখ আজি পুনরায়, দেখ তরঙ্গিণি,
সেই সিংহাসন'পরে
কোন জাতি রাজ্য করে,
রাজরাণী বেশে পুনঃ কাহার আশ্রয়তলে,
বসেছে ভারত-ভূমি মুছিয়া নয়নজলে।

২৮

নিরখিলে যুগান্তর, দেখিলে সকল ;
সে দিন এ দিন আর—
প্রভেদ কি আছে তার,
নাহি কোন ভেদাভেদ বল অয়ি তরঙ্গিণি !
আবার আকাশে অই ঝলে কিলো সৌদামিনী ?

২৯

দেখলো নর্ম্মদে, আজি তাহারি কৃপায়,
মণি মুক্তা আভরণে,
সাজি অঙ্গ মনোরমে,
বসেছে ভারতরাণী নিন্দি শত রাজেন্দ্রাণী
অসভ্য অরাতি সেই বিনম্র যুড়িয়া পাণি।

৩০

এ আশ্রয় ছিল বলি, এ ভারত-ভূমি—
ঝলসি সহস্র আঁখি,
আকাঙ্ক্ষা অদূরে রাখি,
জগতের মানচিত্রে রহিয়াছে বিদ্যমান ;
ঘুষিতেছে আমেদিনী হিন্দুর পবিত্র নাম

৩১

তা না হলে পরিতে এ মণি অতুলন,
কত শত নিষ্পেষণে,
কত রক্ত বিপ্লাবনে,
প্লাবিয়া মুছিত এই রম্য চিত্র বিধাতার ;
লুটিত তস্করে চারু অমূল্য হীরকহার।

দোল-উৎসব।

কাননে কাননে মরি! প্রমোদিতা তরুলতা,
আজি মধু পরকাশ;
মলয় অনিল বয়, উছলিছে অবিরল
কুসুমের মৃদু শ্বাস;
শ্যামতরু-কোলে মরি! বিপিন-ব্রততী-রাজি,
দুলিছে মলয়ানিলে, নব কিশলয়ে সাজি।
পল্লবিত তরুগলে, বাঁধিয়াছে বনদেবী,
ফুলমালা থরে থরে;
মল্লিকা মালতী জাতি, প্রফুল্ল-প্রসূন-রাজি,
বিপিন উজ্জ্বল করে;
বসুমতী, নীলাম্বর, বাসন্তী-সুষমা-ময়,—
মধু সম্মিলনে মরি! সকলি [illegible]
মধুর অনিল মৃদু, মধুর কানন শ্যাম,
মধুর প্রসূনচয়;
মধুর-কল্লোলময়, মধুর যমুনা জল,
মধুর হিল্লোলে বয়;

মধুর বসন্ত বন মধুরে রঞ্জিত করে,
মধুর বিহঙ্গ-কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত ঝরে।
সুখময় বৃন্দাবন, আনন্দ-কানন আজি,
বসন্তের সম্মিলনে ;
ললিত পঞ্চমে মরি! অনঙ্গ কীর্ত্তন করে,
কোকিল কুহরে বনে ;
দূরে 'বউ কথা কও', মানিনী-চরণ ধরি,
ভাঙিছে মানিনী-মান, সহস্র মিনতি করি।
বাসন্তীপূর্ণিমা আজি ;—রজত-বরণ মাখি,
অই পূর্ণ শশধর,
দেখ লো গোকুল বালা, হাসিতেছে অবিরল,
উজলিয়া নীলাম্বর ;
শুন পুন ব্রজবালা, অদূরে মধুরে হায়!
অই কল কল স্বনে, কল্লোলি যমুনা গায়।
যমুনার কাল জলে, বসন্ত-চন্দ্রমা-ছবি,
মরি, কিবা মনোরম!
চন্দ্রিকা-বসন পরি, বয় লো যমুনা অই,
তুমি শ্যাম তরঙ্গম ;—
দোলের পার্ব্বণ আজি—সুখময় বৃন্দাবনে,

আনন্দ সাগর জলে, ডোব যত ব্রজাঙ্গনে !
চুম্বিয়া যমুনা জল, বসন্ত অনিল বয়,
নিকুঞ্জে ফুটিছে ফুল ;
পূর্ণ-চন্দ্রময়ী নিশি, বনে বনে মৃদু কলে
জাগিছে কোকিলকুল ;—
এ হেন নিশীথে আজি, জুড়াতে প্রাণের জ্বালা,
অনঙ্গ-আমোদে মাতি আয় যত ব্রজবালা !
নব পীন পয়োধর আবরি কাঁচলি দিয়ে,
রাতুল বসন পরি,
রূপের যমুনা জলে, অনঙ্গ-লহরী তুলি,
আয় যত রূপেশ্বরি !
ধরিয়া কুঙ্কুম করে, যত ব্রজ-বিলাসিনি !
নাচিয়া নাচিয়া আয়, প্রণয়ের সরোজিনী।
বাঁধিয়া নূপুর পায়, আয় ব্রজ-কুলবালা !
আয় যত প্রেমময়ি !
শুন লো নিকুঞ্জ মাঝে, বাজাইছে ব্রজরাজ,
মধুরে মুরলী অই ;
কুলের শৃঙ্খল কাটি, ব্রজকুল-কমলিনি !
নিরখিতে ব্রজরাজে, চল যত বিনোদিনি !

দেখ লো গগনে শশী, বাসন্তী যামিনী চারু,
বসন্ত অনিল বয় ;
দোলের আমোদে মাতি, শুন লো যমুনা গা
প্রেম গীত মধুময় ;
গুঞ্জরে ভ্রমরমালা, প্রফুল্ল বকুলজাল,
আবার এমন নব মুকুতা যৌবন কাল।—
মনোজ-প্রমোদে মাতি, চল যত ব্রজাঙ্গনে !
জুড়াতে মরম-জ্বালা,
যথায় নিকুঞ্জ মাঝে, বিরাজিত বনমালী,
পরি বনফুল-মালা ;
শ্যামের বাঁশরী অই, বাজিতেছে অবিরল,
উছলিয়া গোপিনীর, প্রেম-যমুনার জল।
এই মধু পূর্ণিমায়, দোলের পার্ব্বণে আজি,
মিলিয়া গোকুল-বালা !
বসিয়া শ্যামের পাশে, শিহরি বসন্তামোদে
জুড়াও প্রাণের জ্বালা ;
সুমধুর কণ্ঠে গাও, যত ব্রজ-সরোজিনি !
মধুর সঙ্গীত কল, পঞ্চ-শর-উন্মাদিনি।
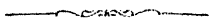
অকাল বাসনা।

এ বিষম সাধ কেন জনমিল মনে,
  কেন আজি তারি তরে হয়েছ চঞ্চল,
অকালে বাসনা বল পূরাব কেমনে,
  বহুলে কি দেখা দেয় চন্দ্রমা বিমল ?
নিদাঘ-বিরহ-জ্বালা সহি কতদিন,
  পরশিয়া মৃদু উষ্ণ প্রেমের নিশ্বাসে,
যুঁই বেল তরুগুলি করি দুঃখ লীন,
  মেতেছিল প্রিয়তমে ! প্রেমের উচ্ছ্বাসে।
সে প্রেম-উচ্ছ্বাসে সবে খুলিয়া হৃদয়,
  জাগাইল পুনঃ প্রাণে নবীন যৌবন ;
নব-রাগে তাই সেই বক্ষঃস্থলময়
  সাজাইয়াছিল কত কলি অগণন।
তাই ফুটেছিল প্রিয়ে ! এ কুঞ্জকাননে,
  কত বেল কত যুঁই আছে কি স্মরণ ?
তাই তুমি সেই মালা গাঁথি সযতনে,
  করেছিলে সুশোভিত কণ্ঠ অতুলন।

এখন নিদাঘ দেখ গিয়াছে চলিয়া
প্রেমের প্রমোদ রাতি করি অবসান,
যুঁই বেল তরু আছে মরমে মরিয়া,
নাহি সেই মধুভরা কলিকার দাম।
আজি সেই গাছগুলি বিধবার সম,
নাহি অঙ্গে সে সাধের ফুল অলঙ্কার;
পুনঃ যবে নিদাঘের হবে সমাগম,
সে প্রমোদে প্রেমরঙ্গে মাতিবে আবার।
তা না হলে কোথা পাব বল প্রিয়তমে!
এখন সে বেল যুঁই নিদাঘের ফুল,
কে অন্যথা করিবে সে প্রকৃতি-নিয়মে;
সে ফুলের তরে কেন হয়েছ আকুল।
এখন এ সুখময় নিকুঞ্জ কাননে,
অভিনয় করিতেছে শিশির সুন্দরী;
সাজাইতে রূপসীরে ফুল-আভরণে,
ফুটেছে গোলাপরাশি কুঞ্জ আলো করি।
তবে যদি রূপরাশি হেরিয়া তোমার,
ফুটে আজি এ অকালে সেই ফুলদাম;
তা হলে গাঁথিয়া বেল যূথিকার হার,

সাজাইও অনুরাগে শ্রীকণ্ঠ সুঠাম ;
ফুটিবে না সেই ফুল, বৃথা আকিঞ্চন ;
পারিবে না জড়াইতে কবরী-বন্ধনে
সেই বেল যূথিকার মালা মনোরম ;
পারিবে না ফুলরাশি ছড়াতে শয়নে।
নাহি কাজ বাঁধিয়া ও বিনোদ কবরী,
বিনাইয়া বিকচিত যূথিকার হারে ;
ও কেশের নগ্নরূপ মন-মুগ্ধকরী,
এলাইয়া পড়ে যবে সুবিশাল ভারে।
কি কায সুবাসি অঙ্গ যূথী-পরিমলে,
কিম্বা মাজি বরবপু "ভিনোলিয়া" দিয়া ;
চম্পকের বাস অঙ্গে শ্রীমুখ-কমলে
প্রকৃতি সুন্দরী দেখ দিয়াছে ঢালিয়া ;
শ্রীঅঙ্গের সেই গন্ধ ফুটি অনিবার,
ভিনোলিয়া চারু গন্ধ করেছে লজ্জিত।
এলান বিশাল কাল কুন্তলের ভার,
কেমনে রাখিবে বাঁধি করে সংযমিত।
বাঁধিও না রূপ-রাণি ও কেশের ভার
খুলে দাও, পড়ুক সে চরণ চুমিয়া ;

সুশোভিত কর দেবি! পাশে পূর্ণিমার
জলদের কালরূপ আদরে আনিয়া।
খুলে ফেল কনকের যত বিভূষণ,
কোমলাঙ্গে এ ভূষণ সুধু বিড়ম্বনা;
কি কায মৃণাল-লতা করি নিপীড়ন,
কমলে চন্দন-ছটা কেবল লাঞ্ছনা।
আদরে প্রকৃতি সতি গড়িয়া তোমায়,
নিরখিল প্রতি-অঙ্গ পুনঃ শতবার,
পাছে যদি সে গঠনে দোষ রহে যায়;
কে পাইবে দোষ বল সেই তুলিকার।
অতুল্য রূপের রাশি প্রকৃতি সুন্দরী,
প্রীতিপূর্ণ সৌকুমার্য্য মাখি তার সনে,
ছড়াইয়া দিল তব অঙ্গের উপরি—
নয়ন-নন্দন শোভা দেখাতে ভুবনে।
রূপের কুসুম কত বিশ্ব-বিমোহিনী—
ফুটিয়াছে বিলাসের কম কুঞ্জবনে,
গোলাপ, বাঁধুলী, চাঁপা, কুন্দ, সরোজিনী।
বিকসিয়া কালরূপে চম্পক বরণে।
কিন্তু হেন স্নিগ্ধ-শোভা আছে কি ধরায়?

কোমলতা মধুরতা মাখা একাধারে,
কি এক মদিরাময় মোহের বিভায়,
জড়িয়াছে মলিনতা সৌন্দর্য্যের হারে।
সেই মৃদু মলিনতা ও রূপে জড়িয়া,
করিয়াছে লাবণ্যের উৎকর্ষসাধন ;
স্বভাবের হেন পটে কলঙ্ক লেপিয়া,
কেন সাজাইব দিয়ে নানা আভরণ ?
অলঙ্কার-হীনা হয়ে এলান-কুন্তলে
বন-রাণী-রূপে থাক এ কুঞ্জ-কাননে ;
কিম্বা তুমি ফুলেশ্বরি ! ফুটি শতদলে,
রূপের কমল-রূপে থাক মনোরমে !
আসিয়াছ তুমি, তাই ভাবি কমলিনী
গুঞ্জরিয়া গায় অলি কত প্রেম-গান ;
অধর-মদিরা যদি না দেয় নলিনী,
কখন কি মাতে প্রিয়ে ?—ভ্রমরের প্রাণ !
প্রেমের অমরামৃত হৃদয় খুলিয়া,
যোগাইলে মধুকরে তাই সুলোচনে !
দেখ আজি গাহে অলি কল গুঞ্জরিয়া
তোমার প্রেমের গান মধুর-গুঞ্জনে।

না আসিতে তুমি যদি বসন্তের রাণি!
অকালে এ জড়ময় শিশিরের বনে,
তা হলে কি কোকিলের কল-কুহুবাণী,
বসন্ত অনিলে বহি পশিত শ্রবণে?
চিররূপে ফুটে থাক চির-কমলিনী,
চিরদিন গাবে অলি চির প্রেম-গান,
চির-মধু না ফুরায় যেন বিনোদিনি!
চির-স্রোত যেন চির বহে অবিরাম।
অনন্ত-বসন্ত যেন অনন্ত-কুসুমে,
শোভা পায় বারমাস, দেখো, দয়াময়!
যেন আর শিশিরের কুহেলিকা ধূমে
নাহি নাশে বসন্তের সুষমানিচয়;
অমৃতে মিশিয়া যেন গরল অসীম,
অমৃতে অরুচি নাহি করে কোন দিন।

শারদোৎসব।

১

আমোদিয়া বিশ্ব-ভূমি শেফালির মৃদুবাসে,
বিকচি বদনখানি শরদ সলাজে হাসে;
প্রকৃতির ফুল্লাধরে,
মৃদু চারু স্মিত ঝরে,
নবীন লাবণ্য সাজে সাজিয়াছে বসুমতী;
নীল জলে হাসে আজি দলে দলে কুমুদ্বতী।

২

হাসির লহরী আজি কেন বিশ্ব চরাচরে,
আনন্দ প্রবাহ কেন বহিতেছে প্রতিঘরে!
আজি বৎসরেক পরে,
বঙ্গ-গৃহে অবতরে,—
ভবেশ-ভাবিনী উমা, দীন-দুঃখ-ত্রিপালনী;
তাই আজি বঙ্গে এত আনন্দ-উল্লাস-ধ্বনি।

৩

তাই আজি দেখ উমে শত দুঃখ চাপি বুকে,
দরিদ্র ভারত-বাসী ডাকিতেছে শত মুখে;
শুনি সে সম্ভাষ-বাণী,
এস মা কৈলাস-রাণি!
এস মাগো জুড়াইতে দরিদ্র সন্তানগণে,
দারিদ্রের শতজ্বালা— পদ্মহস্ত-পরশনে।

৪

তুমি মাগো অন্নপূর্ণা, তোমার সন্তান প্রতি,
কেন এত অকরুণ হইলে মা হৈমবতি!
তোমার ও শ্রীচরণে,
কি দোষ সন্তানগণে—
করিয়াছে, তাই আজি উথলিছে অনিবার
চারিদিকে বিশ্বপ্লাবী দুর্ভিক্ষের হাহাকার।

৫

হর্য্যক্ষ-বাহনে বসি আজি এ ভারত-ভূমে—
মিনতি রাতুল পদে—বারেক দাঁড়াও উমে!
কমল-নয়ন খুলি,
দেখ মা বদন তুলি,
জ্বলন্ত-শ্মশান আজি এ সুবর্ণ-নিকেতন,
মহামারী, দুর্ভিক্ষের কি বিক্রম বিভীষণ!

৬

অন্নময়ী অন্নপূর্ণা জননী জগতে যার,
অনাহারে কাঁদে কেন নন্দিনী নন্দন তার,
কেন আজি তার ঘরে,
কোটী কোটী নারী নরে,
অনশনে দিবানিশি করিতেছে হাহাকার,
কেন আজি শূন্যময় পূর্ণ পুরী কমলার?

৭

একবার দেখ চেয়ে ত্রিনয়নে ত্রিনয়নি !
মহামারী অনশনে মরিতেছে কত প্রাণী ;
নেহারিয়া ত্রিনয়নে,
বাঁচাও সন্তানগণে,
অন্নে পূর্ণ অন্নপূর্ণা ! কর মা ভারত-ভূমি,
রোগের যন্ত্রণা হতে জুড়াও জননি ! তুমি।

৮

কৈলাস হইতে আজি আন মা করুণা করি—
অক্ষয় অন্নের পাত্র, হেম-থালা করে ধরি—
অমৃতান্ন প্রতিঘরে,
বিলাইয়া অকাতরে,
জুড়াও ক্ষুধিত-প্রাণ পুঞ্জ পুঞ্জ নারী নরে,
চরণ-অমৃত উমে ! ঢাল আজি চরাচরে।

৯

বৎসরেক পরে যদি এসেছ মা নিস্তারিণি!
অন্ন-দুঃখ নিবারণে হইও না কাঙ্গালিনী;
বল, উমে, কমলারে—
সুফলা শস্যের ভারে,
ভারত করিতে পূর্ণ; যেন আর অনাহারে
নন্দিনী নন্দন তব নাহি কাঁদে হাহাকারে।

১০

এস তবে, এস দুর্গে! সপ্তমী-প্রভাত অই,
উজলিয়া আর্য্য-ভূমি বস মা করুণাময়ি,
ভক্তি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
মঙ্গল আরতি গানে,
ত্রিকোটী সন্তান আজি ডাকিতেছে যুক্তকরে,
বস মা পবিত্রময়ি! ভক্তের হৃদয়োপরে।

১১

বঙ্গবালা বিধুমুখী কলকণ্ঠ কুহরণে,
সতী পতিপ্রাণা লক্ষ্মী ডাকে শত আরাধনে
তুষিবারে পতিরতা,
এস সতি পতিব্রতা!
লও দীনা ভারতের দীন পূজা উপহার,
দেখ মা বাদিত্র বাজে, পুড়ে ধূপ অনিবার।

১২

আর নয়, দেখ দেবি! নবমী-যামিনী যায়,
বিষাদে মেনকা রাণী কাঁদিতেছে উভরায়;
ভারত-সন্তানগণে,
কাঁদে ধরি শ্রীচরণে,
আশীর্ব্বাদ কর মাতা! বৎসরান্তে পুনরায়,—
ভক্তিভাবে পাদপদ্ম পূজিবারে যেন পায়।

১৩০৪ সাল।

বিজয়া।

১৩

যাও তবে ভবরাণি! উজলি আকাশপথ,
নন্দন-আনন্দরাশি ছড়াইয়া অবিরত;
অমৃত-নয়নে তুমি,
দেখে যাও বঙ্গভূমি,
তা হলে এ মরুভূমে ফুটিবে স্বর্গের ফুল,
বাঁচিবে সরসে পুনঃ গত-জীব প্রাণিকুল।

১৪

দেখ শত বঙ্গবধূ—ফুল্ল-ফুল সুকোমলা,
নিরঞ্জন-দুঃখে আজি সজল-নয়নোৎপলা,
ঘিরিয়া মা থরে থরে,
বিদায়-বরণ করে,—
শঙ্খ ঘণ্টা কলধ্বনি, রতন-ভূষণ-ভাতি,
কনক-অঞ্জলি ধরে কৌষিক-বসন পাতি।

১৫

বলিতেছে শোন মাগো! করুণ কাতর বাণী,
"আবার আশ্বিনে যেন দেখি ও বদনখানি,
এইরূপ সম্মিলনে,
প্রেম-প্রীতি-সম্ভাষণে,
করি যেন সবে মিলি বিজয়ার নিরঞ্জন,
যাও মা কৈলাস-রাণি! কৈলাসেরি নিকেতন

১৬

এই বর দিয়ে যাও,—আবার আশ্বিনে যবে,
বরদা-রূপিণী হয়ে আনন্দে আসিবে ভবে,
সুবর্ণে মনোহরা,
শস্যময়ী বসুন্ধরা,
দেখিবে মা বঙ্গভূমে উল্লাস উৎসব সব,
বদনে অশোক হাসি নাহি মৃত্যু কলরব।
যাও তবে ভবেশ্বরি!
অঞ্চলে নয়ন মুছি মেনকা বিদায় করে,
প্রণমিছে বঙ্গকবি শ্রীচরণ-পদ্মোপরে।

ভালবাসার তুলনা।

১

কি এক নন্দনামৃত মাখি থরে থরে,
ফুটিয়াছে প্রিয়তমে! বদন তোমার!
মরমের ভালবাসা অনুরাগ ভরে,
করেছে রঞ্জিত আজি মুখ সুকুমার।

২

স্ফুট-গোলাপের রুচি বদন তোমার,
বিকসিত আজি প্রেম-আনন্দ-প্রভাতে;
প্রাণভরা ভালবাসা পরিমল তার
ঝরিতেছে গোলাপের প্রতি ফুল পাতে।

৩

আজনম ফেলি সুধু নয়নের জল,—
করিয়াছ হাহাকার সহি বিড়ম্বনা;
দুরদৃষ্টে নির্য্যাতন সহিয়া কেবল,
রুদ্ধ করি রেখেছিলে উন্মাদ বাসনা।

৪

তাই খুলি হৃদয়ের নিভৃত নিলয়,
প্রেমামৃত-মন্দাকিনী দিয়াছ ঢালিয়া,
সে প্রপাত-বিপ্লাবনে ভাসে এ হৃদয় ;
পুণ্যস্রোতে ভৃগুভূমি যেতেছে ভাসিয়া

৫

অই ভালবাসা তব বসন্ত অনিলে
শত গোলাপের গন্ধ বহে অনিবার ;
পোহাইলে নিশি যেন কোকিল কূজিলে,
দূর হ'তে আসে তার ললিত ঝঙ্কার।

৬

অই ভালবাসা যেন অমৃত কিরণে
শত চন্দ্র বিভাষিত বাসন্তী অম্বর ;
আবরিয়া চন্দ্রহাস লাবণ্য বসনে,
উল্লাসে যমুনা বয় অলস মন্থর।

৭

কোকিলের কুহুকল ভ্রমর ঝঙ্কার,
কোমলাভ মৃদুহাসি ঊষার অধরে,
জলদ অলকে হেম দামিনীর হার,
বিগলিত জ্যোৎস্নারাশি বিশ্বচরাচরে।

৮

বসন্তের কণ্ঠে মালা নব-মালিকার,
নিরজনে গোলাপের প্রথম বিকাস,
ফুটন্ত কমল মুখে অমিয় সম্ভার,
মধুমাসে অনিলের সুরভি নিশ্বাস।

৯

যাহা কিছু ত্রিভুবনে মধুরতাময়,
মনোহর সুকুমার বিধির সৃজনে,
তোমার ও ভালবাসা প্রেম-বিনিময়,
কার সনে তুলনিত হবে প্রিয়তমে?

১০

দেবমন-মনোহর অমরা ভিতরে
রত্নমণি পরিপূর্ণ হেম অলকায়
অন্বেষণ করি যদি সহস্র বৎসরে,
পাইব কি কোন রত্ন তার তুলনায়?

১১

যে ভাল বেসেছ তুমি ভরিয়া হৃদয়,
ঢালিয়া দিয়াছ প্রাণ অরুদ্ধ অন্তরে;
কি আছে দরিদ্র আমি করি বিনিময়,
প্রতিদানে তার সনে তুষিব তোমারে?

১২

সুপবিত্র প্রেমময় নিরমল নীরে,
মাজিয়াছ মরমের নিভৃত আসন;
অধিষ্ঠিয়া দেবমূর্ত্তি সে মনোমন্দিরে,
সর্ব্বস্বত্যাগিনী-রূপে কর আরাধন!

১৩

তোমার ও ভালবাসা অমূল্য অতুল,
কি দিয়ে কিনিব তারে বল প্রিয়তমে!
খুঁজিতেছি ত্রিভুবন হইয়া আকুল,
কি দিয়ে সে ভালবাসা তুলিব তুলনে?

১৪

আন দেবি তুলাদণ্ড রাখ সমভারে,
পাছে হেলে রুদ্ধ করি অনিল নিশ্বাস;
তোমার ও ভালবাসা রাখি এক ধারে,
কি রাখিব অন্য দিকে ভাবিয়া হতাশ!

১৫

অকাতরে বিদারিয়া এই বক্ষঃস্থল,
লইলাম উৎপাটিয়া হৃদয় আমার;
আহরিয়া ধমনীর শোণিত সকল
মেদমাংসে একত্রিত করি অনিবার;—

১৬

রাখিলাম অন্যতমে দেখ প্রিয়তমে!
 মরি কিবা সুমধুর প্রেম পরিমাণ;
একে তব ভালবাসা শোভে মনোরমে!
 অন্য দিকে শরীরের যত উপাদান।

১৭

এক দিকে সঞ্জীবনী অমৃতে রচিত,
 রমণী-মরম-জাত অমূল্য রতন;
অন্য দিকে দেখ ভার কত অসমিত,
 স্তূপাকারে সুরক্ষিত দ্রব্য অগণন।

১৮

তথাপিও দেখ এই প্রেম পরিমাণে,
 তব প্রেম ভালবাসা গুরুভার-ভরে
পড়িয়াছে বিনমিয়া গুরুত্ব-বিধানে;
 কত উচ্চ দূরান্তরে রাখিয়া অপরে।

১৯

আরো যদি রাখি আনি অই তুলামানে,
যাহা কিছু আছে মম জগতে সম্বল,
তা হলে কি তুলাদণ্ড উঠিবে সমানে ?
উঠিবে না, আকিঞ্চন হইবে বিফল !

২০

এ তিন ভুবন মাঝে নাহি কিছু আর,
যার সনে প্রিয়তমে করিব তুলনা ;
অসীম অতল তব প্রেম-পারাবার
মর্ম্মস্পর্শী ভালবাসা অতীত কল্পনা !

২১

কোন প্রতিদান আশে বল প্রিয়তমে !
সফলিতে বল কোন স্বপ্ন অমরার,
পরাইলে গাঁথি আজি মরমের সনে
এ অমূল্য রত্নমালা গলায় আমার ?

২২

প্রেম-রত্নমালা প্রিয়ে! দরিদ্রের গলে
পরাইলে সে কেবল করুণা তোমার;
সাধ্য নাই দরিদ্রের প্রতিদান ছলে,
সুধিবারে এক বিন্দু সে প্রেমের ধার।

২৩

ত্রিজগতে দরিদ্রের আছিল কেবল
মলিন গলিত জলে বিষণ্ণ নয়ন;
কৃতান্তের শতাঘাতে চূর্ণ হৃদিতল
আর এই শুষ্কদেহ সহি নির্য্যাতন।

২৪

আছিল আমার যাহা দিয়াছি সকল
আনন্দে হৃদয়ময়ি! হৃদয়ে তোমার;
এ হৃদয় কলেবর আর আঁখিজল
সম প্রেমে লইয়াছ করি অধিকার।

২৫

সর্ব্বস্বান্ত আজি আমি নিকটে তোমার
নাহি তাহে কোন দুখ নাহি ক্ষতি তায়,
পরি কণ্ঠে তোমার ও প্রেম রত্নহার,
ত্রিদিবের রাজ্য মম চরণে লুটায়।

২৬

মিশিয়াছ সর্ব্বময়ি! সর্ব্বস্বে আমার,
প্রীতিময় প্রেমময় সুখ সম্ভাষণ,
প্রতি পদে খুলে দেয় স্বরগের দ্বার,
চিরশান্তি এ অনলে করে বরিষণ।

২৭

সে নির্ম্মল ভালবাসা পবিত্র সরল,
নহে বিন্দু কলুষিত মোহ বাসনায়;
আত্মত্যাগে খুলিয়াছ হৃদয় বিমল,
মম সুখ দুঃখ ভোগে ঢালিয়াছ কায়।

২৮

মরমজ ও প্রেমের চিত্র নিরমল,
হীরক দর্পণসম পবিত্রতাধার ;
মধু-পূর্ণ মানসের হেম শতদল
আঁকিব লেখনী দিয়ে কি সাধ্য আমার ?

২৯

আছে কি এ জগতের কাব্য ইতিহাসে,
ভালবাসাময় তব প্রেমের উপমা ?
কোন তপস্যার বলে পার্থিব আবাসে
মর কবি করিবে এ বিচিত্র কল্পনা ?

৩০

কত দিন গেছে চলি যাইবে আবার
তোমার ও ভালবাসা চির অমলিন ;
তোমার ও মধুচক্র অনন্ত ভাণ্ডার,
কেমনে এ জন্মে বল হবে মধুহীন ?

৩১

শ্মশানের চিতানলে পুড়িবে যখন,
  ভস্মরাশি হবে যবে পুড়িয়া হৃদয় ;
তখন প্রেয়সি ! যদি করি অন্বেষণ
  হৃদয়ের ভস্মে পাব হীরক নিশ্চয়।

৩২

ও হৃদয় পুড়ে কভু হবে না অঙ্গার ;
  মরমের প্রেম তব অমর অক্ষয় ;
অনলে পুড়িলে হেম বাড়ে শোভা তার,
  মেঘমুক্ত শশধর কত জ্যোতির্ম্ময় !

অনন্ত সুখ।

আহা! কি সুন্দর নিশি মধুময়,
শুক্ল-কলেবরা, শোভার নিলয়,
সুনীল ললাটে পূর্ণ শশধর!—
রজতের খনি শান্ত মনোহর;
মৃদু নীল-রুচি অমল অম্বরে,
শ্বেতাম্বুদ-দাম মন্থরে বিহরে;
নিশি-অশ্রুজল, তরুর শিখরে,
চন্দ্রের কিরণে ঝলমল করে;
উচ্ছ্বসিয়া বয় নৈশ সমীরণ,
সৌরভের সনে মৃদু পরশন;
চারু-চন্দ্রচ্ছবি তরঙ্গিণী-নীরে,—
শত চন্দ্র চারু চঞ্চলিত ধীরে;
কোলে করি শশধর,
ঝলমলে নীলাম্বর;
চারু কৌমুদিনী-মালা
ফুটাইছে ফুল-বালা;

সরসীর নীল জলে,
তরল কৌমুদী খেলে ;
মরি কিবা মনোহরা মধুরা যামিনী,
তারা-কিরীটিনী, চারু-চন্দ্রমা-শালিনী !
নীরব যামিনী, নীরব ভুবন,
নীরব সকলি—শান্ত দরশন ;
প্রকৃতি সুন্দরী, ক্লান্তকলেবরা,
সারাদিন পরে নিদ্রায় কাতরা।
প্রকৃতির সনে জগত ঘুমায়,
নিদ্রিত পার্থিব প্রাণী সমুদায় ;
নিদ্রা বিনোদিনী, প্রতি ঘরে ঘরে,
শান্তি-সুধা-রাশি বিতরণ করে,
দরিদ্র দুঃখীরে সুপর্ণ কুটীরে,
পতিবিয়োগিনী চির-দুঃখিনীরে,
জুড়ায় জননী, সুকোমল করে,
নয়নের জল মুছি স্নেহভরে।
নীরব ভুবন মরি !—
স্তব্ধ নিশি রূপেশ্বরী,
নীল চন্দ্রাতপ তলে,

থরে থরে মণি জ্বলে ;
দূরে শ্যাম-তরুপরে,
সুধু ঝিল্লী রব করে ;
নীরব বিপিনে নিশি কোকিল কুহরে,
বিকচ কুমুদীকোলে ভ্রমর গুঞ্জরে !
এ হেন নিশীথে, মন্দির ভিতরে,
একটি রমণী বসিয়া কাতরে,
নীরবে ফেলিছে নয়নের নীর ;—
বিশুষ্ক বদন ম্লান দুঃখিনীর !
সুখদা নিদ্রার চিত্ত-মুগ্ধকরী,
বিশ্বতাপনাশী সুধার লহরী,—
অবিরলধারে করি বরিষণ,
করেনি মুদিত সজল নয়ন !
নয়ন সম্মুখে কোমল শয্যায়,
শায়িত যতনে মলিন বিভায়,
প্রাণের নন্দিনী সুবর্ণ বল্লরী,
মানসের স্বর্ণ-সরোজ-সুন্দরী ;—
মলিন বদন-শশী,
মলিন সৌন্দর্য্যরাশি,

ম্লান নেত্র-নীলোৎপল,
ম্লান বপুঃ সুকোমল,
কোমল বয়ান 'পরে,
অশ্রু ঝর ঝর ঝরে!
মেলিয়া নয়নপদ্ম জননীর পানে,
চাহিছে বিষাদে বালা বিকল পরাণে!
শিয়রে জননী স্নেহস্বরূপিণী,
নয়নের নীরে তিতিছে দুঃখিনী;—
শান্ত প্রভাময় নয়নের মণি,
অনন্ত তিমিরে ডুবিবে এখনি;
শুকাবে এখনি নিদাঘে অকালে,
হৃদয়কুসুম জীবন-মৃণালে।
চিরদুঃখিনীর অতুল অমল
একটি রতন সংসারে সম্বল;—
সেই যতনের হৃদয়ের ধনে
হরিবে কৃতান্ত অদয় জীবনে।
অই অভাগীর সকলি ফুরায়,
জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিতপ্রায়;—
জীবন-কাননে তার,

যৌবন কুসুম-হার
পূর্ণ বিকশিত নয় ;—
এখনি বিশুষ্ক হয়।
হে বিধাতঃ বল নাথ,
কেন এ কুসুমপাত ;—
অকালে মিশায় কেন চিরদিন তরে,
জীবন-প্রবাহ তার কালের সাগরে ?
ইন্দুমতী নিশি, চারুচন্দ্র ভাসে,
নীল জলধর, ধরাতল হাসে ;
দুগ্ধময় পথে, কোমল অম্বরে,
ত্রিদিবনন্দিনী মর্ত্যে অবতরে ;
সুরাঙ্গা চরণে শত-পদ্ম-জ্যোতি,
নিথর বদনে শশধর-ভাতি,
মন্দারের দামে বিন্যস্ত কবরী,
যৌবন-সাগরে লাবণ্য-লহরী।
ত্যজিয়া অম্বর উতরি অবনী,
কুটীরের দ্বারে দাঁড়াইল ধনী,—
মরুভূমে হ'ল বরিষা-সঞ্চার,
অরণ্যে বিজনে ফুটিল মন্দার।—

পারিজাত শত শত,
পরিমলে অবিরত,
রমণী-চরণ ধরি,
উল্লাসে ফুটিল মরি !
নন্দনের পরিমলে,
মুগ্ধ হ'ল ধরাতলে !
কাঞ্চনপ্রতিমা হেরি প্রকৃতিসুন্দরী
চমকিল,—ম্লান হ'ল সচন্দ্র শর্ব্বরী।
কহিলা রমণী কতক্ষণ পরে,
স্বর্গীয় নিক্বণে সুমধুরস্বরে,—
সরস বসন্তে কাকলি উগরি,
ঝঙ্কারিল বনে পিক-কুলেশ্বরী ;
সুস্বর-লহরী, নৈশ সমীরণে,
ভাসিল সত্বরে অমৃতের সনে—
"এস প্রিয়তমে, এস লো ভগিনী ;
ত্যজ দুঃখময় নশ্বর মেদিনী,
মায়ার শৃঙ্খল কাট এইবার,
অনিত্য সৃজন, অলীক সংসার ;
চল যাই সখি ! প্রফুল্লবদনে,

চিরানন্দময় সুখের ভবনে ;—”
“রোগের অনন্ত জ্বালা
তথায় নাহিক বালা ;
তরুলতা প্রাণিচয়,
অনন্ত-আনন্দময়,—
অনন্ত সুখের ধাম,
চির পুলকিত প্রাণ !
চির রুচি মধুমাস প্রফুল্ল কাননে,
চির রুচি মৃদু হাসি প্রাণীর বদনে !”
নীরবিল বালা ;—নীরবে যেমতি
শ্যামা-মৃদুকণ্ঠ,—শ্যামরূপবতী
কোকিল-কামিনী, কানন-অখিলে,
ললিত পঞ্চমে দূরে ঝঙ্কারিলে।
মরণ-উন্মুখ বালিকা-বদন,
নীহার-নিষিক্ত নলিন-নয়ন
হ’ল ম্লানতর মুহূর্ত্তেক তরে ;
ক্ষণে শিহরিল ক্লিষ্টকলেবরে ;
কমনীয়-রুচি বদন-চন্দ্রিমা,
ধীরে ধীরে মরি ব্যাপিল নীলিমা

বহিল সবেগে ধমনী-নিচয়,
উষ্ণরক্ত-স্রোত সুশীতল হয়।
জীবনের লীলা তার
ফুরাইবে এইবার ;
আঁধারিয়া দশ দিশি,
আসিছে অনন্ত নিশি ;
জীবন-তপন হায়
চির অস্তাচলে যায় !—
রঙ্গভূমে অভিনয় হ'ল সমাপন,
জীবনের যবনিকা হতেছে পতন।
নিরখিল বালা মনের নয়নে,
স্বর্গসুন্দরীরে স্বর্গীয় স্যন্দনে ;
নিরখিলা বালা নয়ন উপরে
আনন্দময়ীরে বসিয়া শিয়রে ;
নিরখিল বিশ্ব অন্ধকারময়।
জনমের তরে সব শেষ হয় ;
"জননি, যাই মা," বলিল বদন,
নিরখিল মায়ে জন্মের মতন !
মার প্রতিবিম্ব নয়ন-মুকুরে,

রহিল বিস্মিত চিরদিন তরে ;
মুদিল যুগল নয়ন মলিন,
জীবন তরঙ্গ হইল বিলীন !
মায়ের জীবন-বনে,
নিদাঘের পরশনে,
সোণার কুসুমে গাঁথা,
শুকাল বসন্ত-লতা !
সন্ধ্যার শারদ শশী,
পশ্চিমে পড়িল খসি !
উজলি অম্বরদেশ রূপের কিরণে,
সুবর্ণের বিহঙ্গিনী উড়িল গগনে !
পার্থিব পিঞ্জর ত্যজিয়া অচিরে,
সুরভি কোমল নন্দন-সমীরে,
কাঞ্চনপ্রতিমা আরোহি উল্লাসে,
চলিল সত্বরে নন্দন-সকাশে।
চির রুচি মৃদু কমল আসনে,
বসিল রমণী প্রফুল্ল আননে ;
শোভিল যেন রে উমা সুবদনে,
বঙ্গের মন্দিরে শারদ-পার্ব্বণে ;

মিলি ত্রিদিবের বিলাসিনীগণে,
সাজাইল কত নন্দন-ভূষণে ;
ভুলি ভবধাম পরিল সুন্দরী,
অনন্ত সুখেতে অনন্ত মাধুরী।

সমাধি-দর্শনে।

১

দেখ আজি সুহাসিনি কত দিন পরে,
দেখিতে এসেছি পুনঃ সমাধি তোমার,
নিরুদ্ধ অগ্নির শিখা প্রাণের ভিতরে
খুলিয়া নয়নে, শান্তি করিতে সঞ্চার।

২

দেখ মধ্য বৈশাখের সায়াহ্ন এখন,
স্তিমিত পশ্চিমে মরি দিবসের মণি;
ঝুরু ঝুরু বহিতেছে সন্ধ্যা সমীরণ,
সাজাইছে যামিনীরে প্রকৃতি-রমণী।

৩

সেই এসেছিনু—আজি গত বহুদিন,
তার পরে ক্রমে ক্রমে কালের সাগরে
কত রবি চন্দ্র পশি' হইল বিলীন,
ঝরিল কুসুম কত কাল-বৃক্ষ'পরে।

৪

তার পরে, কত এই সমাধি-প্রান্তরে,
ঊষার সলাজ হাসি তোমার মতন
মিশাইল কাল-মেঘে, ঢাকিল প্রস্তরে
তোমার সমান কত যূথী মনোরম।

৫

কত শত শোক-আর্ত্ত হতভাগা নর,
কত অভাগিনী জ্বলি অনন্ত জ্বলনে,
রাখিয়া তোমার কোলে তপ্ত কলেবর—
শীতল করিল প্রাণ এ শান্তি-শয়নে।

৬

কিন্তু আসি কত ঊষা স্বর্গের সুন্দরী,
সঞ্জীবনী সুধা মাখি প্রভাত-অনিলে,
সুকোমল পরশনে পরশন করি,
কূজনিয়া সুমধুরে বিহঙ্গ, কোকিলে,

৭

পারিল না এতদিনে জাগাতে তোমায় ;
পারিল না সুখনিদ্রা ভাঙ্গিতে তোমার !
রহিয়াছ শুয়ে সেই মৃত্তিকা-শয্যায়,
নিদ্রা হতে ভগিনি ! কি উঠিবে না আর?

৮

ফেলেছ চরণে ঠেলি উষার মিনতি,
পিক-কণ্ঠে প্রকৃতির প্রেমসম্ভাষণ ;
এ দীন সাধনা আজি শোন পুণ্যবতি !
একবার উঠ, রাখ কাতর বচন।

৯

একবার উঠ তুমি, মিনতি আমার,
এ গুরু প্রস্তরখণ্ড সবলে ঠেলিয়া ;
ভয় কি হতেছে মনে, পাছে মমতার
কুসুম-শৃঙ্খল আসি ফেলে জড়াইয়া ?

১০

ভয় নাই, দেখ, এই সমাধি নির্জ্জনে,
কেহ নাহি মায়া-ডোরে করিতে বন্ধন ;
সুধু আমি দাঁড়াইয়া অবাক বদনে,
করিতেছি মরমের অশ্রু-বরিষণ !

১১

কে আছে নিকটে আর হেরিয়া যাহার
স্নেহ-প্রেম-পূর্ণ মুখ, তোমার অন্তরে
উছলিবে প্রবাহিনী মায়া মমতার—
আবার পুরিবে ধরি মায়ার পিঞ্জরে।

১২

কে আছে জগতে আর স্নেহ পরিজন ?
জননী মমতাময়ী স্নেহ-স্বরূপিণী—
অই যে তোমার পাশে করেছে শয়ন ;
জনক শুয়েছে কোলে করিয়া নন্দিনী।

১৩

স্নেহময় সহোদর সাগরের পারে,
কেমনে আসিবে, বল, সাগর তরিয়া ?
গোলাপ ফুটেছে দূর নিকুঞ্জের ধারে,
পঞ্চম কণ্টক তারে রেখেছে ঘেরিয়া।

১৪

শুধু আমি একা হেথা—নহি সহোদর,
নহে এক স্তন্য পানে পালিত দু'জনে,
কিন্তু সহোদরাধিক স্নেহ গুরুতর,—
করিয়া বাসিতে ভাল পবিত্র মরমে।

১৫

সহজ-স্বসার সেই স্নেহ মধুময়,
অপার্থিব সেই স্নেহ জগতে বিরল;
সমস্নেহে পূর্ণ তব জননী-হৃদয়,
এক বৃন্তে যেন চারি কুসুম কোমল

১৬

শুধু কি আমার স্নেহ করিয়া স্মরণ,
শৈশবের ভালবাসা সরল প্রণয়,
হৃদয় পবিত্র পূত তুষারের সম,
স্মরিয়া বিগত সেই চিত্র মধুময়।

১৭

মায়া মমতার ফাঁদে তুমি সুহাসিনি!
সরলা বিহঙ্গী সম পড়িবে আবার;
কর্দ্দমে চর্চ্চিত হবে হেম-মৃণালিনী,
হেন পুণ্য এ জগতে নাহিক আমার।

১৮

সেই আশা নাহি মম, শুধু একবার
কাতর কণ্ঠের শত মিনতি শুনিয়া,
সরাইয়া ফেলি গুরু পাষাণের ভার—
নয়ন উপরে মম থাক দাঁড়াইয়া।

১৯

জলদে বিজলী লতা চমকে যেমতি,
দেখা যায় হেমরেখা ক্ষণেকের তরে;
সেই চপলার মত এস চল-গতি,
বারেক দেখিব আমি দু'নয়ন ভরে।

২০

দেখিব খচিত স্মিত বদন তোমার,
ধবল কুমারী-শোভা মুক্তা নিরমল,
অনিন্দ্য অমরী-ছবি সেই অমরার,
প্রশান্ত আয়ত আঁখি সলাজ তরল।

২১

নিরখিব সেই কৃষ্ণ কুন্তলের ভার,
মুক্ত-বেণী প্রসারিত নিতম্ব চুমিয়া,
বাঁধুলীর কোলে কুন্দ কুসুমের হার
রেখেছে প্রকৃতি সতী বিজলী জড়িয়া।

২২

দেবীরূপে, পুণ্যবতি! উঠ একবার;
　আনিয়াছি সিক্ত করি, দেখ, নেত্রজলে
শুভ্র যূথিকার দাম প্রীতি-উপহার,
　আদরে পরাব বলি অমরীর গলে।

২৩

দেখ, এই শত তপ্ত নিশ্বাসের সনে,
　নয়ন তরল অগ্নি করে বরিষণ;
গত দিন প্রীতিময় আনিয়া স্মরণে,
　পারিবে কি একবার দিতে দরশন?

২৪

পারিলে না; পাষাণের নির্ম্মম পরশে
　হয়েছো পাষাণসম কঠিন নির্ম্মম;
হাহাকারে কাঁদি যদি, সহস্র বরষে,
　অসাড় পাষাণে কভু হবে না চেতন!

২৫

দেখ, অই উঠি শশী নিদাঘ-আকাশে,
  ঢালিতেছে অবিরল অমৃত কিরণ;
দেখ, কত শোকতরু সমাধির পাশে
  দাঁড়াইয়া শোকে মম বিনম্রবদন।

২৬

দেখ, অই চারি দিকে স্নাত চন্দ্রকরে
  শোভিতেছে শ্বেত শ্যাম সমাধি সকল,
সকলি নীরব, মুখে কথা নাহি সরে
  নিরখি আমায় যেন কাতর সজল।

২৭

এত সাধনায় দয়া হইল না মনে,
  ভিজিল না নেত্রনীরে হৃদয় তোমার;
চল-চঞ্চলার মত ক্ষণ বিস্ফুরণে
  পারিলে না বিনাশিতে এই অন্ধকার?

২৮

পারিবে না—পারিও না—কাজ নাহি তায়!
দেখা দিলে পুণ্যজ্যোতিঃ করিয়া বিলীন,
এই মর জগতের কলঙ্ক-মলায়
অমল অমরী-ছবি হইবে মলিন!

২৯

দেখিব না আর, কিন্তু হৃদয়ের পটে—
স্নেহের উজ্জ্বল রঙে, প্রেম-তুলিকায়
আঁকিয়া দিয়াছ যেই ছবি অকপটে,
নেত্রজলে মুছিতে কি পারিব তাহায়!

৩০

স্মরিয়া অপূর্ব্ব দেবী-প্রতিমা নির্ম্মল
নয়নের জলে সিক্ত মালা যূথিকার,
গাঁথিয়াছি দেখ, প্রতি সে অশ্রু তরল
সিক্ত করিতেছে শ্বেত সমাধি তোমার।

৩১

যেইখানে থাক তুমি সুদূর গগনে,
অমর নক্ষত্রধামে, চন্দ্রের মণ্ডলে,
কিম্বা সারদার হেম সরোজের বনে,
নন্দন-কাননে কিম্বা মন্দারের দলে ;

৩২

যেইখানে থাক তুমি,—এস একবার,
হৃদয় নিষিক্ত এই স্নেহসম্ভাষণে
ধর নেত্রজল-সিক্ত প্রীতি-উপহার,
অলক্ষিতে অন্তরালে থাকি, সুলোচনে !

মলিনমুখী।

১

মরি কি অমৃতময় করুণ বদনখানি!
সুকুমার ভুজলতা, কোমল যুগল পাণি,
মলিন নয়ন চল—
কিবা নীলে ঢল ঢল,
কমনীয় অঙ্গে যেন মাখা স্বর্গ-সরলতা;
লজ্জাময়ী, মধুময়ী, বসন্তের বনলতা!

২

প্রবেশি বিধাতা যেন লাবণ্য-বিলাসবনে,
প্রফুল্ল কুসুমগুলি অবচয়ি সযতনে,
কমলের দল দিয়ে,
চম্পক-বরণ নিয়ে,
মিলায়ে মল্লিকা যূথী আরো কত পুষ্পসনে,—
গড়িল শ্রীঅঙ্গ তব বসি যেন নিরজনে।

৩

উষার চুম্বনে যথা নীল নীরে সরোবরে,
স্ফুট কমলের মধু মৃদু ধীরে ধীরে ঝরে ;
তেমতি ও কলেবরে,
কত উষা আলো করে ;
কত পরিমল সহ স্বর্গীয় অমৃতরাশি
ঝরিতেছে তব রূপে কি সুষমা পরকাশি !

৪

হে বিধাতঃ ! বল, দেব, কোন্ দুরদৃষ্টফলে,
এমন ফুটন্ত পদ্ম মলিন নীহার-জলে ?
কষিত নির্ম্মল হেম,
মলিনতা মাখা কেন,
পূর্ণিমা-চন্দ্রমা কেন মাখান কলঙ্ক-থরে ?
সরোজী শৈবালে বুঝি রম্যতর শোভা ধরে !

৫

এমনি মলিনমুখে থাক, লো মলিনমুখি!
মধুর মলিনে মেলা করে প্রাণ কত সুখী;
লবঙ্গের লতা সম,
ক্ষীণ অঙ্গ মনোরম,
মলিনে এলান কিবা আবেশে বিষাদভারে,
শুভ্র যূথীরাশি যেন প্রকৃতির কণ্ঠহারে।

৬

রূপসী বিষণ্ণ-ছবি কি মধুর মনোহর,
মলিন গোলাপ যথা পরশি সবিতা-কর;
উষার কুন্তল-তলে—
শুকতারা কত জ্বলে!
মলিন প্রভাতে কিন্তু তবু রূপে উজ্বলিনী;
তেমতি বিষণ্ণ রূপে থাক তুমি বিষাদিনী।

৭

হেম-অঙ্গে নাহি কাজ হেম-রত্ন-অলঙ্কারে ;
শুভ্র শেফালিকা, দেখ, পতিত সৌরভভারে ;
আভরণহীন কায়—
পরিপূর্ণ সুষমায় ;
প্রত্যঙ্গে প্রকৃতি কিবা লিখিয়া সৌন্দর্য্যলেখা
দিয়াছে আদরে চারু চরণে অলক্তরেখা।

৮

সরলতা, মধুরতা, কোমলতা মাখাইয়ে—
প্রেম-পুষ্পমালা দিয়ে যে বাঁধা বেঁধেছ, প্রে
ছিঁড়িতে কি পারি তারে ?—
প্রেমভরে সহকারে—
বাঁধিলে মল্লিকা লতা, কভু কি ছিঁড়িয়া যায়
ভুলিব না এ জীবনে,—ভুলিও না কভু হায়

স্থির-সৌদামিনী।

১

কে ফুটালে হেন শোভা সরসীর নীল জলে,
বিচিত্র স্বর্গের ফুল কে আনিল ধরাতলে;
মানস সরসী হতে—
কে তুলে আনিল হেথা,
হেন চারু প্রস্ফুটিত কনকের কমলিনী ;
কে আঁকিল কাল মেঘে হেন স্থির-সৌদামিনী ?

২

নিভৃত নির্জ্জন হেরি কুসুম-নিকুঞ্জ মম,—
নির্ম্মল-শীতল-বারি এ সরসী নিরুপম,
ত্যজিয়া নন্দনবন,
ভুলি মন্দাকিনীনীর,
এসেছ কি জুড়াইতে নিদাঘ-সন্তাপ-জ্বালা,
পশিয়া কোমল জলে রূপসী অপ্সরা বালা ?

৩

বৈশাখ সায়াহ্নবেলা দেখ অই প্রিয়তমে,
কি অনিন্দ্যরূপে আজি ফুটিয়াছ বিশ্বরমে!
অর্দ্ধ স্বচ্ছ নীল জলে,
আবক্ষ মজ্জিত করে,
দাঁড়াইয়া মৃদু হেসে কত রঙ্গে সুরঙ্গিণী,
রূপকান্তি ফেটে পড়ে কি আনন্দে আনন্দি

৪

আনন্দে নিসর্গ রাণী নীরবে অবাক মুখে,
চারু রম্য রূপশোভা দেখিতেছে কত সুখে,
লজ্জাহীন সমীরণ,
কিবা মৃদু মৃদু বয়ে,
নীল জল অন্তরালে হিল্লোলিয়া অবিরল
চুমিতেছে সাধে অর্দ্ধনিমজ্জিত বক্ষঃস্থল।

৫

চলন্ত যৌবন রূপ মরি কিবা মধুময়,
কিবা প্রস্ফুটিত অঙ্গ পূর্ণতায় সমুদয়,
বরিষার পূর্ণ জলে,—
নিথরে জাহ্নবী লীলা,
উছলিছে কূলে কূলে এক স্রোতে অবিরত;
নেহারিয়া পূর্ণ অঙ্গ কদম্ব শিহরে কত!

৬

বনদেবীরূপে আজি নিরালা এ বন মাঝে;
পশিয়া সুনীল জলে সেজেছ কি রূপ সাজে?
হেরি ও বদনখানি,
মলিন কমল রাণী,
বন-অন্তরালে দেখ ফুল্ল জ্যোতি পরকাশি—
উঠিতেছে চারুচন্দ্র হেরিতে ও রূপরাশি!

৭

ফুটিয়াছ তুমি জলে! নেহারি লাবণ্যরাশি,
ফুটিয়াছে কত পুষ্প বদনে তুলিয়া হাসি;
নিসর্গ-সুন্দরী আজি
কি প্রমোদে প্রমোদিনী,
শোভার নির্ঝরে যেন অমৃতের ধারা ঝরে!
কত পুষ্প ফুটিয়াছে তোমার ও কলেবরে!

৮

ফুটিয়াছে বিধু-মুখে কমলিনী কুমুদিনী,
নয়নে অপরাজিতা শ্যাম,—নীলে প্রফুল্লিনী,
বিকচিত বিম্বাধরে
ফুটন্ত বাঁধুলী ঝরে,
অঙ্গুলে বরণে কত নব চম্পকের পাতা,
কত রাগে শ্রীচরণে অলক্তে অশোক গাঁথা!

৯

হেরিয়া ও রূপশোভা প্রাণে কি আনন্দ বয়,
আনন্দ-নির্ঝরে স্নাত দশ দিশি সমুদয়;
　　মধুরে কোকিল কূজে,
　　ললিতে পাপিয়া গায়,
ডুবিয়াছে দিনমণি, নির্ম্মল আকাশতল,—
সায়াহ্নের শ্যামকান্তি শোভিতেছে অবিরল।

১০

উঠে এস বিধুমুখী মন্থরে নিতম্ব-ভরে,
দেখ লো নির্ম্মলা সন্ধ্যা অই ধীরে অবতরে!
　　যূথিকা-বকুল দিয়ে,
　　যে মালা গেঁথেছ প্রিয়ে—
পর মালা মনোরমে! দেখি শোভা মনোরম!
দেহ-গন্ধে মালা-গন্ধে অচলিত সমীরণ!

১১

বস এসে সুমন্থরে বিচিত্র এ শিলাসনে,
প্রেম-রশ্মি-মাখা মুখ নিরখিব দু'নয়নে!
দেখ দূর নীলাকাশে—
নিদাঘ-নবেন্দু ভাসে,
চারি দিকে ফেটে পড়ে নব মালতীর হার,
বিকচিত কত জ্যোৎস্না তব অঙ্গে অনিবার!

১২

প্রেমজ্যোতিঃ-পূর্ণ মুখ হেরি আজি সুবদনে,
কত ভালবাসা-স্রোত উছলিত এ মরমে,
লক্ষ্মীস্বরূপিণী তুমি,
উজলি হৃদয়ভূমি
বসে আছ, দেখি ফুল্ল অই মুখ সুহাসিনী—
বিষণ্ণ সংসারে বয় কত সুখ-প্রবাহিনী!

১৩

এক দিন প্রিয়তমে চাপিয়া হৃদয়ে মম,—
প্রেম-ভালবাসা-মাখা অই মূর্ত্তি নিরুপম,
যুড়ানু প্রাণের জ্বালা—
অবহেলে এক দিনে,
শ্মশানে জাহ্নবীতীরে দিনু যবে বিসর্জ্জন,
নন্দিনী-নন্দন-রূপে যুগ্ম পুষ্প মনোরম!

১৪

তোমার বদনে প্রিয়ে কি প্রেম-ঝরণা বয়,
ভবের অনন্ত জ্বালা পরশিয়া সুধাময়
প্রেমময়ী, পুণ্যবতী,
ভালবাসা-প্রতিকৃতি,
অন্নপূর্ণা-রূপে বসি এ গৃহ উজ্জ্বল করে;
তোমার কৃপায় দেবি!
সংসারের বিষবৃক্ষে অমৃতের ফল ধরে!

১৫

ক্ষীরোদ সাগর মাঝে হেম-কমলের বনে,
যথা সারদার বীণা বাজে মধু বরিষণে,
তোমার ও কণ্ঠস্বরে—
কত বাণী বীণা ঝরে !
বাজায় হৃদয়তন্ত্রী কত রাগে কত গানে ;
কবিত্বরূপিণী তুমি বিষণ্ণ বিকল প্রাণে !

১৬

পঞ্চ পুষ্প মালা কিবা পরিয়াছ চারুগলে,
প্রথমটি দেখ তার পূর্ণ কত পরিমলে !
অন্য গুলি তার সনে,
ফুটিছে পর্য্যায়ক্রমে,
অপ্সরা-কুন্তল-চ্যুত অম্লান মন্দারগুলি,
তব অঙ্কে খেলা করে স্বর্গীয় সুষমা তুলি।

১৭

কায় মনে কর দেবি! মঙ্গলকামনা মনে,
আশীর্ব্বাদ করি আমি শত মুখে সুলোচনে,—
প্রেম ভালবাসা সনে,
এইরূপ সম্ভাষণে,
যায় যেন চিরদিন, বসে থাক এ হৃদয়ে—
প্রেমরাণী প্রেমরাজ্যে অমর অক্ষয় হয়ে!

পরিত্যক্ত পল্লী।

১

অস্ত যায় দিনমণি পশ্চিম গগনে,
জলদের গিরিরাজি রঞ্জি থরে থরে,
সোহাগে রঞ্জিত করি তরল কিরণে
নীল কিশলয়দাম তরুর শিখরে।

২

ভানুর কিরণে গঙ্গা সুবর্ণবসনা—
কল কল রবে বয় মৃদু কল্লোলিনী,
সলিল-অলকে মরি! চঞ্চল-চরণা,
কনক-কুসুম-দাম পরি সুহাসিনী।

৩

ধীরে ধীরে শ্যাম সন্ধ্যা ভুবনমোহিনী,
উতরে মরত-ভূমে কানন-বাসরে—
ফুটিছে মল্লিকা যুঁই সন্ধ্যা-সুশোভিনী,
ফুটিছে নীরবে তারা বিকচ অম্বরে।

৪

ফুলময়ী বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে,
জোনাকির মালা বাঁধে শ্যাম লতিকায়;
ফুটিছে কলঙ্কী চাঁদ নীল জলধরে;
তালতরু-শ্যামশিরে সমীর খেলায়।

৫

মরি কিবা শ্যাম সন্ধ্যা! অম্বরে ভূতলে—
রঞ্জিত সন্ধ্যার শ্যাম কান্তি মনোরম;
দিবি উজ্জ্বলিনী তারা গগনে বিজলে,
প্রফুল্ল কুসুমজালে শোভিত ভুবন।

৬

অস্ফুট তিমিরজালে এই সন্ধ্যাকালে
অই যে সম্মুখে পল্লী পরিদৃশ্যমান,
মনোহর শ্যাম-রুচি-বৃক্ষ-অন্তরালে,
প্রকৃতির কমনীয় লাবণ্যনিদান।

৭

কেন আজি অই পল্লী বিষণ্ণবদনে,
প্রকাশিছে সময়ের মূর্ত্তি বিভীষণ ?
নিস্তব্ধ নিশীথে ম্লান চন্দ্রের কিরণে,
অনন্ত বিষাদ বেশ করিছে কীর্ত্তন !

৮

সকলি নীরব ! স্থধু প্রান্তরে প্রান্তরে
হুহু করে অবিরল অনিল-নিস্বন ;
সকলি নীরব ! স্থধু তরুর শিখরে
পাতায় পাতায় নিশি-নীহার-পতন।

৯

যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল
অনন্ত—অনন্ত বন তরুলতাময়,
কোথা আজি হায় ! সেই শোভা নিরমল—
আরণ্য শোভায় এ যে পূর্ণ সমুদয় !

১০

অই যে সম্মুখে শত ভগ্ন নিকেতন,
অন্ধকার পরিত্যক্ত বিষাদ-ভাণ্ডার,
কেন আজি জনহীন করি দরশন ?
কে নাশিল, হায়, তার সুষমার হার ?

১১

এই ত হাসিছে মরি ! নক্ষত্র-কুন্তলা,
সলজ্জা কুসুমময়ী সন্ধ্যা সুহাসিনী ;
বঙ্কিম রজত টিপ, ধূসর-অঞ্চলা,
কোমল সুনীল ভালে পরিয়া রঙ্গিণী !

১২

নেহারিয়া এই সন্ধ্যা প্রমোদে মাতিয়া—
এক দিন অই শত ভগ্ন নিকেতনে,
সুকোমল করে শঙ্খ যতনে ধরিয়া,
কত শত কুলবধূ সহাস্যবদনে

১৩

বাজাইত, জিনি নব কমলিনী-দল—
বিকচ কপোল দুটি উৎফুল্ল-নয়নে
করিয়া মৃদুল স্ফীত, পুনঃ অবিরল
চম্পক বরণ রঞ্জি রক্তিম রঞ্জনে।

১৪

এই ত রে সেই চারু সন্ধ্যা সুকোমল,
দাঁড়াইয়া এই আমি অবাক বদনে ;
কোথা আজি সেই সব ? হায় রে কেবল
গুটি কত শঙ্খ-ধ্বনি পশিছে শ্রবণে !

১৫

জনহীন আজি পল্লী দিনেকের তরে,—
হাসিল যথায় মরি ! নন্দন কানন ;
নিরখিয়া সেই পল্লী হৃদয় বিদরে,
আজি, হায়, সেই পল্লী অরণ্য বিজন !

১৬

সরল-অন্তর সেই গ্রামবাসিগণ,
চিরলজ্জাশীলা সেই পল্লী-নিবাসিনী,
সরলতা-প্রতিকৃতি কোথায় এখন,
কোথা সেই পল্লী-শোভা নয়ন-রঞ্জিনী ?

১৭

সকলি ঘুমায় অই তরঙ্গিণী-তীরে—
কালের অনন্ত অঙ্কে জন্মের মতন;
পার্থিব পিঞ্জর সবে ত্যজিয়া অচিরে,
সুখময়-পুণ্য-লোকে করেছে গমন !

১৮

হাসিলে সলাজে উষা পূরব অম্বরে,
প্রভাতের সুকোমল অনিল-নিস্বনে
কূজিলে কাননে পাখী সুমধুর স্বরে,
ঝঙ্কারিলে পিকেশ্বরী ললিত পঞ্চমে;

১৯

শুনি সেই মধুময় বিহঙ্গ-কূজন,
পরশিয়া প্রভাতের অমৃত আসার,
কোন দিন পুনঃ তারা পাবে না জীবন!
মুহূর্ত্তেক তরে কিম্বা জাগিবে না আর!

২০

অস্ত গেলে দিনমণি গোধূলি-চুম্বনে,
পল্লী-বিনোদিনী-মালা যাইবে না আর
কলসী ধরিয়া কক্ষে বারি-অন্বেষণে,
বদনে মধুর হাসি মাখি অনিবার!

২১

সারাদিন পরে অই কুটীরপ্রাঙ্গণে,
নাচিয়া নাচিয়া আর ফুল্ল শিশুগণ
যাবে না জনকে হেরি চঞ্চল-চরণে,
লভিবারে জনকের সস্নেহ চুম্বন!

২২

চারু-সন্ধ্যাকালে ক্লান্ত বিশুষ্ক অন্তরে
  পরিশ্রম-জীবী কিম্বা ভেটিবে না আর
শ্যামাঙ্গিনী প্রেয়সীরে কুটীরের দ্বারে,
  চুম্বি মুখ খুলিবে না স্বর্গের দুয়ার!

২৩

দরিদ্র যুবক কিম্বা দেখিবে না আর,
  বসি সুখময় পর্ণ-কুটীর সদনে,
লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কান্তা,—শতসুখাধার,—
  পবিত্র-সরল-প্রেম-পূর্ণিত-নয়নে।

২৪

অই ত কুটীর সেই শুষ্ক-পত্র-ময়,
  এই সেই মনোহরা সন্ধ্যা মধুমতী;
কিন্তু আজি কোথা সেই অভিন্ন-হৃদয়
  যুগল-প্রণয়-পদ্ম দরিদ্র দম্পতি?

২৫

কালের সাগরে আজি, হায় রে! সকল
ডুবিল অনন্ত জলে ভগ্ন নিকেতন ;
আর অই পর্ণগৃহ সমীরে চঞ্চল,
রহিয়াছে তাহাদের চিহ্নের মতন।

২৬

একদিন এই স্থানে কত অভাগার
খুলিল স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্র অন্তর ;
ক্ষণ অভিনয়লীলা ফুরাল আবার,
মাটীতে সোনার অঙ্গ মিশিল সত্বর।

২৭

বিজন বিপিন, বনকুসুমের প্রায়,
কত শত কালিদাস জন্মিল এখানে ;
হ'ল না বিকাশ, কিন্তু ধীরে ধীরে হায়
হ'ল ভস্মে পরিণত কৃতান্ত-কৃপাণে।

২৮

কত শত মহামতি উন্নত-জীবন,
স্বদেশ মঙ্গল যার চির-ইচ্ছা হায়!
কত শত দেব-আত্মা শ্রীমধুসূদন,
ঘুমাইছে হায়! এই পল্লী-মৃত্তিকায়!

২৯

জীব, জন্তু, তরু, গিরি, সকলি নশ্বর—
মাটীর স্বজন, চির-অসারতা-ময়;
সকলি কালের করে ঘোরে নিরন্তর,
এক দিন হবে পৃথ্বী তিমির-নিলয়।

৩০

সাধের মানব-জন্ম, এই কলেবর,
মৃত্তিকার অঙ্গে মাখা চন্দ্রের কিরণ,
অংশুমালী রবি কিম্বা তারা, শশধর,
সকলি কালের করে হবে নিপতন।

৩১

হায়! আজি কোথা মম শৈশব সরল ?
বোধ হয় যেন আজি সুদূর স্বপন!
স্মৃতির কৃপায়, সেই দিন নিরমল
দূর নক্ষত্রের প্রায় হ'তেছে স্মরণ।

৩২

আজি এই জীবনের প্রথম যৌবন;
উন্মত্ত জীবন মম, নাহি বাহ্যজ্ঞান,
চরণের তলে বিশ্ব করি দরশন,
অতুল ঐশ্বর্য্যে আমি রাজেন্দ্রসমান।

৩৩

কিন্তু যবে সেই দিন আসিবে আমার,
কোথায় রহিবে এই চারু নিকেতন ?
কবিত্ব-রূপিণী প্রিয়া প্রেম-পারাবার,
কিম্বা সেই সুখময় বিলাস-কানন ?

৩৪

আমিও আবার অই পল্লীবাসী সম,
বসুমতী জননীর অঙ্কে অনিবার
ঘুমাইব এক দিন জন্মের মতন,—
যেই নিদ্রা কোন কালে ভাঙ্গিবে না আর।

৩৫

লো প্রকৃতি! কহ মোরে, কহ, সুহাসিনি!
এই কি মানব-লীলা? এই পরিণাম?
সৌদামিনী-সম ক্ষণ বিকাশি রঙ্গিণী
লভিল, লভিবে সব অনন্ত বিরাম!

৩৬

বসুমতী, জীব, জন্তু, যাও রসাতল;
রবি, তারা, চন্দ্রমায় নাহি প্রয়োজন;
বিশ্ব চরাচর কি গো এক বিন্দু জল—
পৈশাচিক লীলা পৃথ্বী পিশাচ-সৃজন!

কেন আজি এ মিনতি ?

১

যামিনি ! চরণ ধরি, কেন আজি এ মিনতি,
ভাবিয়া তিমিরা অমা কেন লো মলিন সতি ?
কেমনে আঁধার রাতি,
ঢাকিয়া পূর্ণিমা-ভাতি,
প্রসারিবে প্রিয়তমে হৃদয়-গগনোপরে ?
সচন্দ্র বসন্ত-নিশি ঢাকে কি লো জলধরে !

২

যে প্রেম-পূর্ণিমা তুমি তুলেছো হৃদয় মাঝে,
কেমনে সাজিবে তবে যামিনী তমসা সাজে ?
প্রেমের অমরাকাশে
রূপবতী তারা হাসে,
সেই তারা তুমি আজি পূর্ণ-প্রেম-শশধর,
প্রেমামৃত-আশে লুব্ধ তোমার প্রণয়িবর।

৩

গিয়াছে তমসা নিশি, বসন্ত-যামিনী আজি ;
তুমি তারা ! হাসিতেছ, পাশে চন্দ্র হাসে সাজি ;
চুমে প্রেমে শশধর
তারা-মুখ মনোহর,
পাগলিনী তারা আজি এ দীর্ঘ বিরহ পরে,
প্রেমময় হেম-হারে জড়িয়াছে শশধরে।

৪

হীরক-বিমল-ভাতি তুমি তারা মনোরমে !
কেমনে কালের মলা মলিনিবে পরশনে ?
কত বর্ষ গেছে চলে,
মাজিয়া নয়ন-জলে
করেছি নির্ম্মল প্রেম-হীরক-দর্পণখানি,
বিভাতিত আজি তায় তব মুখ, প্রেম-রাণি !

৫

ছিল যে অলক-ভার বিচুমিত ও চরণে,
এনেছে নিতম্বতটে আজি কাল প্রিয়তমে;
ফুটন্ত গোলাপ-দামে
ছিল গাঁথা ও বয়ানে,
সময়-সমীরাঘাতে অযত্নে পড়িছে ঝরি,
যৌবন-জোয়ারে আজি ভাঁটার উজান হেরি।

৬

না রহিল জিনি চারু চমরী-চামর-ভার
সে কোমল সুচিকণ কাল কুন্তলের হার;
যাহা আছে প্রিয়তমে!
তাহাতেই সযতনে
তাপিত-মরম-জাত প্রেমামিয় মাখাইয়ে,
বাঁধিব চিকণ বেণী প্রাণ মন ভুলাইয়ে।

৭

কেন লো মলিনমুখী, বল, আজি কার তরে ?
এস, লো হৃদয়ময়ি ! উন্মাদ হৃদয় 'পরে ;
হৃদয় জ্বলিতেছিল,—
আজি তাহা জুড়াইল
কত দিন পরে আজি নন্দন-অমৃতাসারে,
মরম তাড়িত বহে কত সুখ সমাচারে।

৮

এই দীর্ঘ অদর্শনে, এ আকুল সম্ভাষণ
আনিয়াছে মরুভূমে কি বরিষা-বিপ্লাবন !
আকুল হৃদয় জানে,
কেমনে জানিবে আনে ?
জানে কি জগতে কেহ, কি আনন্দ-জলোচ্ছ্বাসে—
পড়ে গিয়া তরঙ্গিণী উন্মত্ত-সাগর-পাশে !

৯

এ আনন্দ, অভিযানে, দেখ, আজি প্রিয়তমে
কি চির-বসন্ত-শোভা হাসিল নিদাঘ-বনে;
তোমার অমৃতাধরে
কত মন্দাকিনী ঝরে,
এ হৃদয়-ফুল-কুঞ্জে বসন্তের রাণী তুমি,
অমলিন-রূপে বসি আলো করি কুঞ্জ-ভূমি।

১০

বসন্ত-সুরভি-শ্বাস প্রস্ফুরিত সুবদনে,
শত-ফুল-বাস বহে মলয়ের সমীরণে;
মৃদুকল কুহুস্বরে
জাগিয়াছে পিকবরে,
উন্মাদ ঝঙ্কারে অই জাগিয়াছে পাপিয়ায়,
তাই আজি কবিকণ্ঠ এ সুখসঙ্গীত গায়।

১১

সুকোমল কবি-কণ্ঠে বেহালা এস্রার স্বরে
রমণী-অমৃত-কণ্ঠে অপ্সরা-সঙ্গীত ঝরে,
সেই কণ্ঠ পরশিয়া
উন্মাদ করেছে হিয়া ;
আমরণ যেই গান মরমে রহিবে পশি,
সে গানে ফুটিবে ফুল, কত তারা, কত শশী।

১২

এখনও যে আছে বেলা, সন্ধ্যার শ্যামল ছায়া
ঢাকে নাই, দেখ, ফুল্ল-মল্লিকার কম-কায়া ;
দিবসের মণি ভাতি
বিমল আঁচল পাতি,
ধরিতেছে দিবাসতী, পড়েনি পশ্চিমে ঢলে ;
তবে কেন তাড়াতাড়ি বল যেতে ঘরে চলে।

১৩

এখনও সাধের খেলা নহে, দেখ, অবসান;
বাকি আছে কত খেলা, কত সাধ পূর্ণ প্রাণ;
সেই খেলা না খেলিয়ে,
অতৃপ্ত-বাসনা নিয়ে,
কেমনে যাইব চলি, মরমে জ্বলিবে জ্বালা,
কেমনে খুলিব পদ, জড়িত শৃঙ্খল মালা!

১৪

পড়ুক দিবস-মণি ঢলিয়া পশ্চিম গায়,
আবরি জগতী-তল আঁধারের প্রতিভায়;
কি ক্ষতি আঁধার নিশি,
মধুরে উজলি দিশি—
বাসন্তী-পূর্ণিমা যে গো ঢালিয়া আলোকহার,
এ নিবিড়-বন-মাঝে হরিবে সে অন্ধকার।

১৫

যাইব না ঘরে আমি, যেও না হৃদয়-রাণি !
বাকি খেলা খেলি, এস, মিনতি যুড়িয়া পাণি ;
　　সে মোহ আকুল মনে,
　　সেই সুখ সম্ভাষণে,
জড়িয়া যুগল প্রাণ খেলিব যে পুনরায় ;
জলদে পশিলে শশী, আলোকিবে চপলায় !

১৬

এস তবে, দেখ, এই এ নব বসন্তকালে,
গাঁথিয়া কুসুমে সিঁথী প্রকৃতি পরেছে ভালে ;
　　আজি এ বসন্ত-রাতি,
　　এ প্রেম বাসরে মাতি
অতৃপ্ত প্রাণের আশা মিটাইছে শশধরে,
অতৃপ্ত বাসনা, দেবি ! মিটিবে কি এ অন্তরে ?

১৭

মিটিবে না—চল যাই সংসার সাগর পারে,
প্রশান্ত শান্তির লীলা খেলে যথা বীচি-হারে
যে দেশে বিমলাকাশে
অকলঙ্ক শশী হাসে,
নর-কণ্ঠ-রসনার কলঙ্কিত কোলাহল
কলুষিত করিবে না যেখানে শ্রবণতল!

১৮

নির্ম্মম জগতীতলে বসিয়া আকুল প্রাণে,
ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত সহি শত অপমানে;
অনাহারে অনিদ্রায়,
এক ব্রত তপস্যায়—
অষ্টাদশ বর্ষাতীত, হৃদয়-শোণিত-ধারে
প্রক্ষালি চরণ-যুগ পূজিলে যে দেবতারে—

১৯

সে পূজায়, দেখ, হেথা শুধু সার আঁখি-জল,
বৃথা এত আরাধনা, ফলিল না কোন ফল!
　　চল যাই দেশান্তরে
　　অনন্ত দিনের তরে,
সে আরাধ্য দেবতায় পূজিবে, পূজিব আমি;
যেও না, যাব না ঘরে, রাখ এ মিনতি-বাণী!

হাসিও না।

১

হাসিও না, হাসিও না, ইন্দু-নিভাননে !
তুলো না শেফালি-হাসি মধুর অধরে,
ও মধুর হাসি আজি সহে না নয়নে,
নেহারি ও মৃদুহাসি হৃদয় বিদরে !

২

জান কি, জীবনাধিকে ! মরমে আমার—
কি অনল জ্বলিতেছে দিবস-যামিনী ?
সেই হুতাশন, সেই বিষাদের ভার—
পার কি বুঝিতে তুমি, বল, সুহাসিনি ?

৩

বুঝিও না প্রাণ-জ্বালা, প্রেয়সি আমার !
বুঝিলে কি যুড়াইবে জ্বলন্ত-অনল ?
পারে কি বারিতে কেহ অনল-উদ্গার,
করে যবে শতধারে অনল অচল ?

৪

সহস্র শিখায় এই দেখ, প্রিয়তমে!
পলে পলে, স্তরে স্তরে, সেই হুতাশন—
হৃদয়-কাননে সুখ-ব্রততীর সনে,—
দগ্ধ করিতেছে এই কুসুম-যৌবন।

৫

আজি তুমি দূর-দেশে যাবে, সুহাসিনি!
কত দিনে ফিরিবে, কি ফিরিবে না আর?
সেই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রেম-তরঙ্গিণী
শুখাইছে, দেখ, অই হৃদয়ে আমার।

৬

কালি যবে দিন-মণি পশ্চিম-কুন্তলে,
ডুবিবেন ম্লান-জ্যোতিঃ, বিদায়ি-চুম্বনে
চুম্বি নলিনীর চারু বদন বিমলে,
রঞ্জি হেমাম্বুদ-দাম আরক্ত-কিরণে;

৭

চামেলির গন্ধ সনে বহিলে অনিল,
ফুটিলে মল্লিকা বেল সন্ধ্যা-প্রমোদিনী,
কুহরিলে চূত-কুঞ্জে উল্লাসে কোকিল,
দেখা দিলে ধরাতলে সন্ধ্যা সৌরভিনী ;

৮

এই সন্ধ্যাকালে যবে আসিব হেথায়,
যুড়াইতে ক্ষত হৃদি দিবসের রণে,
দেখিব—চপলে দূরে গঙ্গা বহে যায়,
কাঁপে তাল-তরু-শির সুমন্দ পবনে।

৯

দেখিব সকলি অই শ্যাম তরুগণ,
গাহিতেছে দধিমুখ শাখায় শাখায় ;
নিরখিব নীলানন্ত রঞ্জিত গগন,
ছড়ান জলদ শ্বেত তুলারাশি প্রায়।

১০

দেখিব সকলি, কিন্তু দেখিব না আর—
  এই সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য আকাশের তলে
প্রেম-রশ্মি-স্নাত চারু বদন তোমার ;
  দেখিব না চন্দ্রকর অশোকের দলে।

১১

যাও তবে, প্রিয়তমে, কি বলিব হায় !
  জ্বলুক এ হুতাশন, বিদায় এখন ;
ভাগ্যে যদি থাকে দেখা হবে পুনরায়,
  তা' না হ'লে এই দেখা জন্মের মতন।

১২

বিদায়ের কালে এই ধর উপহার ;
  বিমল-মুকুতা কত নয়নের জলে
ঝরিতেছে, শতেশ্বরী তাহে অনিবার
  গাঁথিলাম,—প'রে যাও তোমার ও গলে।

প্রার্থনা।

জীবন-প্রবাহ চল চঞ্চলে যে বহে যায়!
বাসন্তী পূর্ণিমা রাতি
আজি রে মলিন ভাতি,
যামিনী রজতে মাখা ঢাকে ক্রমে তমসায়।
জীবনের কুঞ্জবনে
পরিমলে স্ববরণে
ফুটেছিল কত যূথী কত কুন্দ-কলিদাম;
কত বেল মল্লিকায়
শেফালি বাঁধুলী হায়!
মালতী মাধবী কত ছিল শোভি' অবিরাম;
আজি এ জীবনশেষে
অগন্ধ মলিন বেশে
সে কুসুম-রূপ-ভাতি ঝরে পড়ে অনিবার।
নাহি সে কুসুমবাস,
মলয় কোমল শ্বাস
প্রথম বসন্ত বনে বহে না মরমে আর।

আশার মদিরা-পানে,
কি মোহ আছিল প্রাণে,
সে মোহ-প্রমোদ-রাজি কোথা আজি লুকাইল!
মধু-কণ্ঠে অপ্সরায়
কি গান গাহিল, হায়!
আজি সে প্রাণের বীণে কে তার ছিঁড়িয়া দিল!
আজি এ প্রাণের মাঝে
নির্ম্মমে ঔদাস্য রাজে;
কি এক বিষাদ-গীত বিষাদ-রাগিনী দিয়ে
আকুল প্রাণের সনে,
হলাহল-বিকীরণে,
গাহিতেছে ভাঙা বীণা অমিলনে মিলাইয়ে!
কেন এ জীবন, হায়,
নহে বাঁধা মমতায়!
মায়ার সহস্র গ্রন্থি কে দিয়াছে এলাইয়া!
কেন এ আকুল-প্রাণ,
ছাড়িয়া এ দেহ-ধাম,
রাখিতে পারি না ধরি—যেতে চায় পলাইয়া!

জগত-অমৃত যত
আজি বিষে পরিণত,
বিকার-অতৃপ্তি আজি ভব-সুখ-বাসনায়;
সাধের আকাশে আর
নাহি চাঁদ পূর্ণিমার,
মোহের মুকুরখানি ভাঙিয়াছে শতধায়।
আজি এ জীবন-তরী—
ভব সিন্ধু-নীরোপরি,
আকুলিত সময়ের প্রতিকূল সমীরণে,
উন্মাদ-তরঙ্গ-ঘায়—
ক্রমে দূরে ভেসে যায়;
কালসিন্ধু গ্রাসে শত-বীচিকর-প্রসারণে।
জগতের ফুল্ল-ছবি,
জগত-নয়ন রবি,
যামিনী-সীমন্তে শশী, তারকার মণিহার,
ফুল-পুঞ্জ, তরুরাজি,
সুদূরে লুকায় আজি;
মলিন-নয়নে ক্রমে ঘেরিতেছে অন্ধকার!

তরী প্লবমান প্রায়,
ঝটিকা প্রবাহি যায়;
এ বিষম দিনে আজি কোথা, হরি দয়াময়!
আজি এ অন্তিম-দিনে,
শ্রীপদ-কমল বিনে,
কোথা দাঁড়াইব, নাথ, আমি চির নিরাশ্রয়!
অসংখ্য পাতক দিয়া
মলিন করেছি হিয়া,
প্রাণের ভিতর আজি পূর্ণ পাপ-কালিমায়;
নরক-হৃদয়তলে,
কি ভীম-অনল জ্বলে,
শত-ফণি-বিষে আজি জ্বলিতেছি যাতনায়!
নয়ন-দর্পণ 'পরে,
গত-দিন থরে থরে—
জীবন-উপান্তে আজি হইতেছে প্রতিভাত;
কোথা সে আশার হাসি,
যৌবন-আনন্দ-রাশি;
অসময়ে আজি শিরে অশনি-করকাপাত!

ক্ষোভে, অনুতাপে, হায়,
জ্বলে প্রাণ যাতনায় ;
সহিতে অক্ষম নাথ ! দুঃসহ পাপের ভার !
কাতর বিকল হয়ে,
এসেছি চরণাশ্রয়ে,
কাঁদিতেছি, ডাকিতেছি করি শত হাহাকার
পতিত-পাবন নাথ, কোথা, দয়াময় হরি !
ডাকিতেছি যুক্তপাণি,
কাতর কণ্ঠের বাণী
একবার শোন, ডাকি দয়াল চরণ ধরি।
পাতকে নিষ্কৃতি যদি
থাকে, নাথ ! নিরবধি
তোমার চরণে তাহা আছে স্বধু, দয়াময় !
তাই ও চরণ-পাশে,
কাঁদি আজি সেই আশে ;
চরণ-পুণ্যের স্রোতে কর এ বিষাদ ক্ষয় !
যৌবন-পাপের ভার
ক্ষমা কর অভাগার,

ক্ষম শত অপরাধ—শ্রীচরণে নিবেদন ;

আজি পাপ-অবসাদে,

কলুষিত প্রাণ কাঁদে ;

অনুতপ্ত জনে ক্ষমা কর, নিত্য-নিরঞ্জন !

স্নানি' পূত পুণ্য জলে,

মন্ত্র-উচ্চারণ-ফলে

চাহি না করিতে নাশ সঞ্চিত পাতকভার ;

তোমার চরণে আমি

এসেছি, জগত-স্বামী,

তোমারি চরণালোকে হরিব এ অন্ধকার !

খুলিয়া প্রাণের দ্বার,

ডাকিতেছি অনিবার ;

কোন দূরান্তরে আজি রহিয়াছ, দয়াময় !

এস, এ পাপীর পাশে

যুড়াইতে হতাশ্বাসে,

পাপীর ভরসা শুধু তোমার মহিমা-চয় !

তুমি যে করুণাময়,

তোমার করুণাচয়—

বিভাষিত ধরিত্রীর প্রতি সুষমার হারে :
তোমার মহিমা-গান,
প্রবাহিনী অবিরাম—
কল কল রবে গায় বহিয়া অমৃতভারে।
চন্দ্রমা-বিনোদ-ছবি,
জ্বলন্ত-অনল-রবি,
কি চিত্র এঁকেছ, দেব, বিমল গগন-পটে!
অমৃতে জগত ভাসে,
অনলে ত্রিলোক হাসে,
তরু, লতা, জীব, জন্তু পায় প্রাণ অকপটে।
এমন মহিমা যার,
তারে বিনা কারে আর
ডাকিব, কাঁদিব লুটি কাহার চরণতলে?
যে জন করিয়া মায়া—
দিয়া চরণের ছায়া,
ঠেলিবে না পদতলে অস্পৃশ্য ঘৃণিত ব'লে।
তোমাকেই ডাকি আমি,
এস, জগতের স্বামী!

আজি যে তোমার তরে কাতর হয়েছে প্রাণ ;
এ ভব-যন্ত্রণা-ভার
সহিতে না পারি আর,
প্রাণের যাতনা যত কর, নাথ, অবসান !
কেঁদেছি অনেক ভবে,
আরও কি কাঁদিতে হবে,
কাঁদিতে পারি না আর, ডেকে নাও শ্রীচরণে !
মিটেছে প্রাণের আশা,
ভব-সুখ সে পিপাসা,
এই বেলা যাই চলে তব পুণ্য-নিকেতনে।
যুগে যুগে তুমি, হরি,
পাতকীরে দয়া করি,
হরিয়াছ পাপ-রাশি—বিদিত এ চরাচর ;
আজি, নাথ, এ পাপীরে
একবার চাও ফিরে,
কমল-চরণে স্থান দাও হে করুণাকর !
যৌবন-তরল-মতি
ভাবি নাই শেষ-গতি,

অপরাধ-অনুতাপে তাই প্রাণ জ্বলে যায়;
আজি প্রায়শ্চিত্ত তার—
ভগ্ন প্রাণে অনিবার
করিতেছি, প্রতি পলে অশান্তির যাতনায়;
অশান্তি মরমে জ্বলে,
অনলের মালা গলে,
অশান্তি অনলময়! কি কায এ কারাগারে!
আমরণ তপস্যায়,
সেই শান্তি পুনরায়
পাইব না, যত দিন রহিব এ ভবপারে!
জগতে সুখের সার,
স্বর্গের অমৃতাধার—
নন্দন-বিকচ-মুখ, প্রেয়সীর প্রেম-হাসি,
করি সুখ শান্তি দান
না যুড়ায় যার প্রাণ,
তার ভাগ্যে কোথা আর ভব-সুখ শান্তিরাশি
চাহি না সে শান্তি আর,
সুখ-প্রেম-প্রীতি-হার,

সে সুখে অরুচি আজি, এস তুমি দয়াময়!
কলঙ্কিত দেহ-মন
করি পদে অরপণ,
খোল, নাথ, এ কাতরে তোমার ও পুণ্যালয়!
আজি এ অন্তিম-শ্বাসে,
তব গীত কণ্ঠে ভাসে;
রাখ এই কবিকণ্ঠ তব পদ পরশিয়ে;
পাপী বলে ঘৃণা করি,
চরণে ঠেল না, হরি,
কমল-চরণ দাও, যাব তাহে মিলাইয়ে!

সমাপ্তি।

যৌবন-প্রভাতে সেই খুলিয়া প্রাণের দ্বার,
কি আদরে, কি সম্ভাষে, চুমি প্রেম-উষ্ণ-শ্বাসে,
জড়াইনু ও কুন্তলে বিনোদ-কুসুমহার।
সে কুসুম-উষা আজি, শোভে না সেরূপে সাজি,
সে আনন্দ-গীত কেন বাজে না প্রাণের তারে!
সেই তুমি, সেই আশ, প্রাণে সেই অভিলাষ,
কিন্তু কেন চাপা হৃদি পাষাণের গুরুভারে!
প্রিয়ে লো প্রেমের লতা! মরমে দারুণ ব্যথা,
কিসে যুড়াইব প্রাণ, এস তুমি একবার;
এস লো হৃদয়-রাণি, চুমি অই মুখখানি,
জুড়াইব মরমের আকুলিত হাহাকার।
কত দিন পরে, হায়! দেখ, প্রিয়ে, পুনরায়—
এসেছি তোমার কাছে দিতে এই উপহার;
আনিয়াছি বাসিমালা ভরিয়া প্রেমের ডালা,
সরস করিয়া ফুল আঁখি-জলে অনিবার,

পাতিয়া কমল-পাণি ধর তবে, প্রেমরাণি,
চয়িত মরম-ফুলে গাঁথা এ বিনোদহার।
তুমিই কবিত্ব প্রাণে ; গাহি তব প্রেম-গানে,
যাই যেন, বিনোদিনি, জগতের পর পার।
বিকচিত উষা হাসি, স্ফুরিত লাবণ্য-রাশি
নেহারি শ্রীমুখে তব, গাহিয়াছি এই গান ;
আজি এ কালের করে হেরি ম্লান শশধরে,
সমাপিনু সে সঙ্গীত স্মরিয়া তোমার নাম।